

ইসরায়েলি তাণ্ডব নিয়ে জাতিসংঘে মাখোঁর ক্ষোভ পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 24 September 2026, 10th Year, Issue 497, 40 Pages



বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান পরাশক্তিগুলো একা পারবে না: জাতিসংঘ মহাসচিব পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৯ আশ্বিন ১৪৩৩, ১৩ রবিউস সানি ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৭, পৃষ্ঠা ৪০

মেলানিয়ার ‘ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার’ অনুষ্ঠানে জুবাইদা রহমান

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

হোয়াইট হাউজের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের উদ্যোগ ‘ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার’ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান। মেলানিয়া ট্রাম্পের আমন্ত্রণে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে দ্য সেন্ট রেজিস নিউইয়র্কে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনকে ঘিরে নিউইয়র্কে আয়োজিত এ আন্তর্জাতিক সমাবেশে বিভিন্ন দেশের ফার্স্ট স্পাউস ও নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শিশুদের শিক্ষা, প্রযুক্তি, ডিজিটাল দক্ষতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলো অনুষ্ঠানের আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

মেলানিয়া ট্রাম্পের ‘ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার’ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশ্বের শিশুদের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তির সুযোগ সম্প্রসারণ এবং নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করা। সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনে আন্তর্জাতিক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের উদ্যোগ ‘ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার’ অনুষ্ঠানে ডা. জুবাইদা রহমান

মানবতাই হওয়া উচিত বিশ্বে পরিবর্তনের হাতিয়ার

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মারণাস্ত্র নয়—যুক্তি, কূটনীতি, শিক্ষা ও মানবতাই হওয়া উচিত বিশ্বে পরিবর্তনের হাতিয়ার।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেওয়া ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে



জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে বৃহস্পতিবার ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না ইরান

জাতিসংঘে ইরানের প্রেসিডেন্ট

মঙ্গলবার একই মঞ্চে ট্রাম্প ইরানকে ‘নরকে পাঠিয়ে দেওয়ার’ হুমকি দেন।

- নিষেধাজ্ঞার মুখে ইরানের প্রতিরোধ ‘আরও বাড়বে’
- ইরান ‘শক্তির ভাষা গ্রহণ না করে সংলাপ ও কূটনীতির জন্য প্রস্তুত’

আল-জাজিরা ও সিএনএন

জাতিসংঘে দেওয়া এক দৃঢ় ভাষণের মাধ্যমে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা ইরানকে চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের কথা মানাতে চায়, তাদের বুঝতে হবে যে ইরান শক্তির ভাষা মেনে না নিয়ে সংলাপ, কূটনীতি ও আলোচনার জন্য প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সাত মাস পর নিউইয়র্কে একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইরানি প্রেসিডেন্টের বৈঠক

ঢাকা ডেস্ক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ইরানি প্রেসিডেন্টের নিউইয়র্ক সফরের প্রথম দিনে সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের ফাঁকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ইরানের রাষ্ট্র পরিচালিত বার্তা সংস্থা ইরনা এবং বাংলাদেশি বার্তা সংস্থা ইউএনবির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল হোটেলে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে বাংলাদেশে, বিশেষ করে প্রবাসী কর্মী, রেমিট্যান্স, নৌপরিবহন ও জ্বালানি নিরাপত্তার ওপর যে প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে দুই পক্ষ আলোচনা করে বলে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266

LHSCA
PCA Training
Day Care

JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?



আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার

GREE MECHANICAL YONKERS

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089



তোফায়েল চৌধুরী

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN

আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ

✓ CAR ACCIDENTS ✓ WORK RELATED ACCIDENTS
✓ SLIP/TRIP & FALLS
✓ CONSTRUCTION ACCIDENTS

✓ গাড়ি দুর্ঘটনা ✓ কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
✓ পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
✓ নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা



``HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?

কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419
www.ahmedattorneys.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





জামরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7
SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি
CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS
Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS
Melanie Abrams
NY Injury Attorney
Office Locations:
Forest Hills
Valley Stream
INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?
abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ব্লাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
আসিফ মুর্তজা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬

"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"

কুনু-ফিরোজ

পরিষদ

সিনিয়র সহ সভাপতি



আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT



ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY

মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা

সভাপতি
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক

প্রেসিডেন্ট
স্মার্ট ষ্টাফিং সার্ভিসেস ইন্‌ক

সেক্রেটারী
রোটারী ক্লাব অব বাংলাদেশী আমেরিকান

উপদেষ্টা
কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি

সাবেক সভাপতি
দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক

আজীবন সদস্য
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নিউইয়র্ক

প্রতিষ্ঠাতা
বায়তুল মামুর জামে মসজিদ ও রহা হেফজুখানা

আজীবন সদস্য
বাতুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
মসজিদ আবু হুরায়রা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
DULAL BEHEDO
SENIOR VICE PRESIDENT

PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL

দুলাল বেহেদু সিনিয়র সহ সভাপতি

✓ আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



✓ কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL

প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

DBA SARAH HOME CARE



Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সম্পাদকীয়

এক সপ্তাহে দুই বাংলাদেশি, এক মঞ্চ-প্রশ্নটা ঘরের ভেতরেই

নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তর। একই ভবন। একই সপ্তাহ। একই মঞ্চের দুই পাশে দুই বাংলাদেশি।

একজন গ্যাভেল হাতে সভাপতির আসনে—জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি ড. খলিলুর রহমান। অন্যজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান—বিশ্বের ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সামনে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে নিউইয়র্কে। দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে একজন বাংলাদেশি বসেছেন—চার দশক পর আবার। ১৯৮৬–৮৭ সালে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলাদেশের কূটনীতিক ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। এবার সেই আসনে ড. খলিলুর রহমান। ২ জুনের নির্বাচনে তিনি ৯৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এটি বাংলাদেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে অবশ্যই একটি বড় অর্জন। কিন্তু নিউইয়র্কে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যের দিকে তাকালে শুধু গর্বের অনুভূতি দিয়ে থেমে থাকা যায় না। বরং কিছু প্রশ্নও জেগে ওঠে।

কারণ এবারের জাতিসংঘ অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্যই—'আস্থা পুনর্গঠন, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা'। খলিলুর রহমান অধিবেশনের শুরুতেই বলেছেন, আস্থা চেয়ে নেওয়া যায় না; সিদ্ধান্ত, প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের জন্য দৃশ্যমান ফলাফলের মধ্য দিয়ে আস্থা অর্জন করতে হয়। কথাটি জাতিসংঘের জন্য যেমন সত্য, রাষ্ট্রের জন্যও তেমনই। এমনকি একটি সরকারের জন্যও। সেখানেই নিউইয়র্কের এই ছবিটি বাংলাদেশের জন্য অন্য একটি আয়না হয়ে ওঠে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বহুপক্ষীয় মঞ্চে বাংলাদেশ আস্থা পুনর্গঠনের কথা বলছে। একই সময়ে বাংলাদেশ নিজেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক, নির্বাচন, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি—সবকিছু নিয়েই দেশের ভেতরে নানা প্রশ্ন আছে।

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ কী বলছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ—দেশের মানুষ নিজেদের রাষ্ট্র সম্পর্কে কী অনুভব করছে। কারণ আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে আস্থা যেমন একটি সম্পদ, রাষ্ট্রের নাগরিক আস্থাও তেমনি একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে খলিলুর রহমানের দায়িত্ব অবশ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিচালনা করা নয়। তিনি ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্রের সভাপতিত্ব করছেন, কোনো একটি দেশের নয়। তাঁর দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বহুপক্ষীয় সংলাপ, সমঝোতা, শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং জাতিসংঘের প্রতি আস্থা পুনর্গঠন।

খলিলুর রহমানের বক্তব্যে শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের পাশাপাশি যে বিষয়টি বারবার এসেছে, সেটি হলো আস্থা। তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা—আস্থা শুধু চাওয়া যায় না, অর্জন করতে হয়। এই কথাটিই বাংলাদেশের জন্য হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি রাষ্ট্রের নাগরিক যদি তার নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখে, বিচার চাইতে গিয়ে বিচার পাবে বলে বিশ্বাস করে, প্রশাসনের কাছে গেলে ন্যায়সংগত আচরণ পাবে বলে মনে করে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ভাবতে পারে—তবেই রাষ্ট্রের ভিত শক্ত হয়।

এখানেই বিশ্বমঞ্চ আর ঘরের মঞ্চের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হয়। জাতিসংঘের এই অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য আরেকটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের একজন নাগরিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ রাজনৈতিক মঞ্চের সভাপতির আসনে। আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেই মঞ্চে দেশের বক্তব্য তুলে ধরছেন। একটি দেশের জন্য এর মধ্যে গর্বের জায়গা আছে। এটি বাংলাদেশের কূটনৈতিক সক্ষমতারও একটি স্বীকৃতি।

খলিলুর রহমানের নির্বাচনের সময় জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র ভোট দিয়েছে। তিনি ৯৯ ভোট পেয়েছেন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বহুপক্ষীয় কূটনীতিতে নিজের একটি দৃশ্যমান অবস্থান তৈরি করেছে। এ অর্জনকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। কিন্তু অর্জনের সঙ্গে দায়িত্বও আসে। একজন বাংলাদেশি যখন জাতিসংঘের সভাপতির আসনে বসেন, তখন সেই আসনে শুধু একজন ব্যক্তি বসেন না—সেখানে একটি দেশের নামও থাকে।

নিউইয়র্কে এই সপ্তাহে দুই বাংলাদেশি একই মঞ্চের দুই পাশে দাঁড়িয়েছেন। একজন বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বে। অন্যজন বাংলাদেশের নেতৃত্ব নিয়ে বিশ্বমঞ্চে। দৃশ্যটি আমাদের গর্বিত করে। কিন্তু গর্বের পাশাপাশি একটি প্রশ্নও রেখে যায়। জাতিসংঘের মঞ্চে যে 'আস্থা পুনর্গঠন'-এর কথা বলা হচ্ছে, সেই আস্থার সবচেয়ে বড় পরীক্ষাগার তো শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্ক নয়। ঢাকা। দেশের মানুষ। নিজের ঘর। গ্যাভেল একদিন নামিয়ে রাখতে হয়। অধিবেশন একদিন শেষ হয়। ক্যামেরাও একসময় অন্য দিকে ঘুরে যায়।

কিন্তু নাগরিকের মনে জমে থাকা প্রশ্ন থেকে যায়। বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের কণ্ঠ কতটা জোরালো—তার উত্তর হয়তো নিউইয়র্কে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তার রাষ্ট্রের কণ্ঠ কতটা বিশ্বাস করে—তার উত্তর খুঁজতে হবে ঘরের ভেতরেই। সেই উত্তরটাই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের আসল কূটনৈতিক শক্তি।

জ্বালানির দাম বাড়ানো সহজ, অভিঘাত সামলানো কঠিন

এম এম মুসা



২০ সেপ্টেম্বর রাতে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনটি যখন জারি হলো, তখন ঢাকার পাম্পগুলোতে গাড়ির লম্বা সারি হচ্ছিল। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ডিজেল লিটারে ১১৫ থেকে ১৩৫, কেরোসিন ১৩৫ থেকে ১৫৫, পেট্রল ১৪০ থেকে ১৬০ এবং অকটেন ১৪৫ থেকে ১৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। চার পণ্যেই এক রাতে ২০ টাকা বৃদ্ধি। ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ একক সমন্বয়।

সরকারের গৃহীত এ সিদ্ধান্তটি কোনোভাবেই সঠিক নয়। কিন্তু নীতিনির্ধারণে প্রশ্নটি কখনোই ভালো বা মন্দের বিষয় নয়; প্রশ্নটি সব সময়ের জন্য হলো বিকল্প কী এবং বাড়তি দাম কে দেবে? সেই তুলনামূলক হিসাবটি না কষে এই সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

২০২৬ সালের জ্বালানি বাজারকে বুঝতে হলে মানচিত্রে হরমুজ প্রণালির দিকে তাকাতে হবে। ইরান-সংক্রান্ত সংঘাত, জ্বালানি ট্যাংকারে হামলা, ইরানি রপ্তানির ওপর নতুন অবরোধ এবং সৌদি আরবের একটি প্রধান পাইপলাইন বন্ধ হয়ে যাওয়া—এ কয়েকটি ঘটনা বিশ্ববাজারে জ্বালানির সরবরাহে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি তথ্য প্রশাসনের (ইআইএ) সেপ্টেম্বরের হালনাগাদ পরিসংখ্যান মতে, আগস্টে ব্রেন্টের গড় দাম ব্যারেলপ্রতি ৯১ ডলারে উঠেছে, যা জুলাইয়ের চেয়ে ৭ ডলার বেশি; চলতি বছরে বৈশ্বিক মজুত কমেছে প্রায় ৪০ কোটি ব্যারেল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ব্রেন্ট ১০৩-১০৫ ডলারেও লেনদেন হয়েছে, যা এক বছর আগের তুলনায় প্রায় ৫৫ শতাংশ বেশি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, অর্থ দিয়েও জ্বালানি তেল মিলছে না। একাধিক শিপমেন্ট বাতিল করা হয়েছে।

এই ঢেউ বাংলাদেশের কোষাগারে কীভাবে আছড়ে পড়ল, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শুধু পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানিতেই ব্যয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৬৪ কোটি ডলার, আগের অর্থবছরের ৫১৪ কোটি ডলারের বিপরীতে এ বছর বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৭ শতাংশ। পরিশোধিত জ্বালানি আমদানিতেই ব্যয় ৯৪৪ কোটি ডলার, বৃদ্ধি ১০৯ শতাংশ। এক বছরে বাড়তি সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সমান অর্থ কেবল জ্বালানি তেল কেনার জন্য বাড়তি গুনতে হয়েছে।

এখানে একটি কারিগরি বিষয় সাধারণ আলোচনায় প্রায়ই বাদ পড়ে, অথচ নীতিনির্ধারকের জন্য সেটিই মূল। বাংলাদেশ মূলত অপরিশোধিত তেল কেনে না, কেনে পরিশোধিত পণ্য। যেমন ডিজেল। ফলে আমাদের আমদানি বিলে শুধু ব্যারেলের দাম নয়, পরিশোধন মার্জিন বা ক্র্যাক স্প্রেডও যুক্ত হয়। ২০২৬ সালের বাজারে ডিজেলের সংকট অপরিশোধিত তেলের সংকটের চেয়েও তীব্র হয়েছে। অর্থাৎ ব্রেন্ট যদি ৫৫ শতাংশ বাড়ে, বাংলাদেশের ডিজেলের প্রকৃত ক্রয়মূল্য তার চেয়েও বেশি বাড়ে। এখানে বাংলাদেশের দুর্বলতা হলো অপরিশোধিত তেল পরিশোধনের সক্ষমতার অভাব। চাহিদা অনুযায়ী সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। এর ধাক্কাই এসে পড়েছে।

বাংলাদেশের জন্য ২০২৬ সালের ধাক্কাটি একমাত্রিক নয়, দ্বিমাত্রিক। তেলের দাম ডলারে নির্ধারিত হয়, কিন্তু বিল পরিশোধ করতে হয় টাকায়। ফলে ব্যারেলের দাম স্থির থাকলেও টাকার অবমূল্যায়ন একাই আমদানি ব্যয় বাড়িয়ে দেয়; আর দুটি একসঙ্গে ঘটলে প্রভাবটি যোগফল নয়, গুণফলে হিসাব করতে হয়। গত কয়েক বছরে টাকা-ডলার বিনিময় হারে যে সমন্বয় হয়েছে, তার প্রভাব প্রতিটি আমদানি করা লিটারে স্থায়ীভাবে বসে গেছে। নীতিনির্ধারকের জন্য এর অর্থ হলো, জ্বালানির মূল্যনীতি আর নিছক জ্বালানি বিভাগের বিষয় নয়, এটি একই সঙ্গে মুদ্রানীতি, রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক ভারসাম্যের বিষয়। ফলে সমাধানও আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয় ছাড়া সম্ভব নয়।

ধরা যাক, দাম অপরিবর্তিত রাখা হলো। তাহলে লিটারপ্রতি ঘাটতি কোথাও না কোথাও থেকে নিতে হবে। যেমন বিপিসির মুনাফা, বাজেটের ভর্তুকি, অথবা ব্যাংকঋণে। মোটা দাগের হিসাব করা যাক। দেশে বছরে ডিজেলের ব্যবহার প্রায় ৫০ লাখ টনের কাছাকাছি; এক টনে প্রায় ১,১৯০ লিটার ধরলে তা প্রায় ৬০০ কোটি লিটার। লিটারে ২০ টাকা ঘাটতি মানে বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। এটি কোনো বিমূর্ত সংখ্যা নয়, এটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার বাজেটের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করা অর্থ।

ভর্তুকি অদৃশ্য নয়, কেবল স্থানান্তরিত হয়। ২০২২ সালের শ্রীলঙ্কা আমাদের হাতে-কলমে দেখিয়েছে, জ্বালানির দাম রাজনৈতিক কারণে ধরে রাখলে সংকট দামে আসে না, আসে সরবরাহে মানে লাইনে, লোডশেডিংয়ে, এলসি খুলতে না পারায়। বাংলাদেশ ইতিপূর্বে ডলার-সংকটে এলসি জটিলতা ও সরবরাহকারীদের বকেয়া নিয়ে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে মূল্য সমন্বয়ই ছিল কম ক্ষতিকর পথ। অর্থনীতিতে এই পছন্দকে বলে 'ন্যূনতম অনিষ্টের নীতি'। অর্থাৎ ভালো বিকল্প না থাকলে কম খারাপটিকে বেছে নেওয়া। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত অভিঘাত বুঝতে হলে দেখতে হবে, ডিজেল কোথায় ব্যবহৃত হয়। দেশের মোট জ্বালানি তেল ব্যবহারের সিংহভাগই ডিজেল এবং তার প্রধান গন্তব্য তিনটি ক্ষেত্র—পণ্য ও যাত্রী পরিবহন, কৃষি সেচ এবং বিদ্যুৎ ঘাটতির সময়ে ক্যাপটিভ জেনারেটরে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ডিজেলের দাম কোনো বিচ্ছিন্ন ভোগ্যপণ্যের দাম নয়; এটি একটি মধ্যবর্তী উপকরণের দাম, যা খাদ্যের দাম, পরিবহন ব্যয় ও শিল্পের উৎপাদন খরচে ধারাবাহিকভাবে প্রভাবিত করে।

এ কারণেই প্রথম দফার প্রভাবের চেয়ে দ্বিতীয় দফার প্রভাব বেশি বিপজ্জনক। প্রথম দফা হলো পরিবহন ভাড়া ও সরাসরি জ্বালানি ব্যয়ের বৃদ্ধি, যা পরিমাপযোগ্য ও পূর্বানুমেয়। দ্বিতীয় দফা হলো মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা, যখন ব্যবসায়ী ও ভোক্তা ধরে নেন সামনে সবকিছুর দাম বাড়বে এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই দাম নির্ধারণ শুরু করা হয়। প্রথম দফা ঠেকানো যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় দফা ঠেকানো সম্ভব। এ জন্য বাজার তদারকি, সরবরাহ শৃঙ্খলে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশের জ্বালানি মূল্যকাঠামোর সবচেয়ে বড় ন্যায্যতার ত্রুটি হলো, ডিজেল ও অকটেনকে কার্যত একই নীতির চোখে দেখা হয়। অথচ এ দুটির ভোক্তা এক নয়। ডিজেল চলে বাস, ট্রাক, লঞ্চ, সেচপাম্প ও জেনারেটরে। অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন ও গণপরিবহনের ধমনিতে। অকটেন ও উচ্চ অকটেনের পেট্রল মূলত ব্যক্তিগত গাড়ির জ্বালানি, যার ভোক্তা আয়বণ্টনের ওপরের স্তরে।

অকটেন ও পেট্রলে বাজারভিত্তিক, এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চতর মার্জিন রাখা হোক এবং সেই বাড়তি আয়কে বাজেটে মিশিয়ে না ফেলে একটি সুনির্দিষ্ট 'জ্বালানি মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিলে' জমা রাখা হোক, যেখান থেকে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম কম করা সম্ভব। এটি ভর্তুকি নয়, এটি পুনর্বণ্টন এবং রাজস্বনিরপেক্ষ অথচ প্রগতিশীল। একটি সতর্কতা অবশ্য মাথায় রাখতে হবে, বাংলাদেশে মোটরসাইকেল এখন আর বিলাসী বাহন নয়, বরং নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবিকার বাহন। তাই ক্রস-ভর্তুকির ভার সাধারণ পেট্রলের চেয়ে উচ্চ-অকটেন গ্রেডে বেশি বসানোই ন্যায্য। এ জন্য পাম্পে গ্রেডভিত্তিক মূল্যপার্থক্য আরও প্রসারিত করা যেতে পারে।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতা কী বার্তা দেয়

২০২২ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে নীতির একটি স্পষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। দামে ভর্তুকি থেকে সরে গিয়ে আয়ের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্স প্রথমে সবার জন্য লিটারপ্রতি ছাড় দিয়ে দেখেছে যে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাচ্ছে উচ্চ আয়ের পরিবার; পরে তারা সেটি বাতিল করে নিম্ন আয়ের কর্মজীবীদের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের নগদ 'জ্বালানি ভাতা' দেয়। জার্মানি জ্বালানি কর সাময়িক কমানোর পাশাপাশি সারা দেশে স্বল্পমূল্যের মাসিক গণপরিবহন টিকিট চালু করে চাহিদাকেই সরিয়ে দিয়েছিল। জাপান পাম্পের দাম নিয়ন্ত্রণের বদলে পরিশোধন ও পাইকারি স্তরে ভর্তুকি দিয়ে ভোক্তামূল্যের ওঠানামা মসৃণ করেছে। ইন্দোনেশিয়া ভর্তুকি সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গেই দরিদ্র পরিবারের জন্য সরাসরি নগদ সহায়তা চালু করেছে এবং ডিজিটাল নিবন্ধনের মাধ্যমে ভর্তুকিপ্রাপ্ত জ্বালানি কে কিনতে পারবে তা নির্ধারণ করেছে। শ্রীলঙ্কা সংকটের গভীরে গিয়ে কিউআর-ভিত্তিক কোটা ও একটি প্রকাশ্য মূল্যনির্ধারণী সূত্র চালু করেছে। ফলে দাম বাড়লে যেমন বাড়ে, বিশ্ববাজারে কমলে তেমনি কমে।

এই অভিজ্ঞতাগুলোর সারকথা একটিই বার্তা দেয়, দাম দিয়ে দারিদ্র্য মোকাবিলা করা যায় না, আয় দিয়ে যায়। দামকে সত্য বলতে দিন, আর ক্ষতিগ্রস্তকে সরাসরি ক্ষতিপূরণ দিন।

জনগণকে চাপমুক্ত রাখতে এখনই যা করা যায়

প্রথমত, লক্ষ্যভিত্তিক নগদ হস্তান্তরব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ জন্য টিসিবির পারিবারিক কার্ড ও জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক ডেটাবেইস ব্যবহার করে সবচেয়ে নিচের শ্রেণির মানুষকে তিন থেকে ছয় মাসের জন্য একটি 'জ্বালানি অভিঘাত ভাতা' দেওয়া যেতে পারে, যা তারা সরাসরি মোবাইলের মাধ্যমে পাবে। দ্বিতীয়ত, কৃষির সুরক্ষা। বোরো মৌসুমের আগে ডিজেলের জন্য কৃষি কার্ডভিত্তিক রিবেট চালু করা এবং সৌরচালিত সেচপাম্পে রূপান্তরের অর্থায়ন বরাদ্দ করা। তৃতীয়ত, গণপরিবহন ভাড়ার স্বচ্ছতা আনার জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করে এর তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। চতুর্থত, পণ্য পরিবহনের চাপ কমাতে রেল ও নৌপথে কনটেইনার ও খাদ্যশস্য পরিবহনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা। পঞ্চমত, কেরোসিনের বিষয়ে আলাদা বিবেচনা করতে হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ সম্প্রসারণের পরও প্রত্যন্ত চরাঞ্চল ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর একটি অংশের কাছে কেরোসিন এখনো আলো ও রান্নার জ্বালানি; তাদের জন্য কার্ডভিত্তিক সীমিত পরিমাণের ছাড় দিতে হবে। ষষ্ঠত, মুদ্রানীতির সমন্বয়—জ্বালানির প্রথম দফার মূল্যপ্রভাব অনিবার্য, কিন্তু দ্বিতীয় দফার সাধারণ মূল্যস্ফীতি ঠেকানো সম্পূর্ণভাবে নীতিনির্ধারকের হাতে।

দাম নয়, প্রতিষ্ঠানই আসল পরীক্ষা

ন্যায্যতা আসবে তিনটি শর্তে: প্রতি লিটারের খরচ-কাঠামো জনসমক্ষে প্রকাশ, বিশ্ববাজারে দাম কমলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশেও কমানোর বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গীকার, এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে মাপা ও সময়সীমাবদ্ধ ক্ষতিপূরণ পৌঁছানো।

হরমুজ প্রণালির ঢেউ আমরা থামাতে পারব না। কিন্তু সেই ঢেউ যখন ঢাকার পাম্পে এসে আছড়ে পড়ে, তখন জাহাজটি কতটা টলবে—তা নির্ধারণ করে আমাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। এই সংকটকে যদি আমরা শুধু একটি প্রজ্ঞাপন হিসেবে দেখি, তবে পরের ঢেউয়েও একই আলোচনা হবে। আর যদি একে সূত্রভিত্তিক মূল্যনির্ধারণ, স্থিতিশীলকরণ তহবিল ও লক্ষ্যভিত্তিক সুরক্ষাজাল গড়ার সুযোগ হিসেবে দেখি, তবে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের জ্বালানি নীতির একটি বাঁকবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হবে।

এম এম মুসা, উন্নয়নকর্মী, গবেষক ও সাংবাদিক

জাতিসংঘকে দুর্বল করার মার্কিন নীতি

মনসেফ খান

মঙ্গলবার সকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) বার্ষিক সাধারণ বিতর্ক নিউইয়র্কে এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে যানজট ও অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া, গাড়িবহরের শোভাযাত্রা, একের পর এক শীর্ষ নেতার মেপে মেপে ভাষণ দেওয়ার ভিড়ে এই অধিবেশনে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তাঁর মেয়াদের শেষ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

গুতেরেস দীর্ঘ ১০ বছর এই বিশ্ব সংস্থার নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই সময়ে জাতিসংঘ যখনই আক্রমণের মুখে পড়েছে, তিনি বারবার তাকে রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তিনি সংস্থাটির সর্বোচ্চ পদ ছাড়ছেন এমন এক মুহূর্তে, যখন এটি আর্থিক ধসের দ্বারপ্রান্তে এবং ইতিহাসের সবচেয়ে কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। অদ্ভুত বিষয়, এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য গুতেরেসকে মূলত জাতিসংঘের আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং দেশটির খামখেয়ালি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্প প্রশাসন জাতিসংঘের কয়েক ডজন সংস্থা ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় এবং এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ ও শান্তিরক্ষা বাজেট দুটিতেই তাদের বাধ্যতামূলক আর্থিক চাঁদা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তবে এই চরম নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো হঠাৎ আকাশ থেকে আসেনি। জাতিসংঘের ওপর ট্রাম্পের ক্ষোভ বহুমুখী, আর ওয়াশিংটনের আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক আর্থিক দায়বদ্ধতা পূরণ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বহু দশকের পুরোনো নীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি বা চূড়ান্ত রূপ।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে রিগ্যান প্রশাসন জাতিসংঘকে একটি তৃতীয় বিশ্বের, যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মঞ্চ হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। সংস্থাটিকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় বাধ্য করতে এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে– যে ফাঁদে জাতিসংঘের সব মহাসচিবই পা দিয়েছেন; যুক্তরাষ্ট্র তার নির্ধারিত চাঁদা আটকে দেওয়া শুরু



করে। সেই সময়ে সংস্থাটির সাধারণ বাজেটের এক-চতুর্থাংশ এবং শান্তিরক্ষা বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ আসত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে।

১৯৮৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র চাঁদা আটকে রাখার নীতি কিছুটা শিথিল করলেও ততক্ষণে একটি খারাপ নজির তৈরি হয়ে যায়। ওয়াশিংটন পরে অনবরত চাঁদা না দেওয়ার হুমকিকে কাজে লাগিয়ে সংস্থাটির ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে। জাতিসংঘকে তারা একটি বহুপক্ষীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে না দেখে কেবল নিজেদের জাতীয় স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার মনে করত, যা এখনও বহাল রয়েছে।

রিগ্যানের আমল থেকে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে আর্থিক দিক থেকে বেশ কড়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে এবং আজও ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বকেয়া জমিয়ে রাখছে। জাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলারের পর থেকে পরবর্তী সব মহাসচিবকে যে রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে; নতুন মহাসচিবকে একই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। আর তা হলো মার্কিন বকেয়ার কারণে দীর্ঘস্থায়ী নগদ অর্থ সংকট।

জাতিসংঘের নতুন নেতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত, কীভাবে বাজেট তৈরি এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর চাঁদা কীভাবে বরাদ্দ করা হয় এবং তা নিয়ে নতুন করে ভাবার। ওয়াশিংটনের হাতে অর্থায়নের চাবিকাঠি ছেড়ে দেওয়া মূলত একটা আত্মঘাতী প্রক্রিয়া, যা শেষ পর্যন্ত এই বিশ্ব সংস্থার জন্য প্রাণঘাতী প্রমাণিত হতে পারে।

আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন হলো, জাতিসংঘ সদরদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে না থাকলে কি সংস্থাটির জন্য ভালো হতো? দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন জাতিসংঘকে হয় তাদের জাতীয় স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছে, নয়তো একটি প্রতিপক্ষ হিসেবে। এমনকি আয়োজক দেশ হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা অনেক বিশ্বনেতাকে বাদ দিয়েছে বা বাধা দিয়েছে। যেমন পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত এবং বর্তমানে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। অবশ্যই এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কেবল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রয়েছে। তবে দূরদর্শী এবং রাজনৈতিকভাবে দৃঢ় মানসিকতার একজন মহাসচিবেরই উচিত হবে বিশ্ব সংস্থাকে আরও প্রান্তিক হয়ে পড়া ও সম্ভাব্য বিনাশ থেকে বাঁচাতে এসব মৌলিক প্রশ্নে দিকনির্দেশনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়া।

জাতিসংঘের প্রাক্তন কর্মকর্তা; আলজাজিরা থেকে ভাষান্তর

সিভিল সোসাইটির সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের এক অসমাপ্ত আত্মজিজ্ঞাসা

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছি কয়েকদিন হলো। শরীরটা নিউইয়র্কে, কিন্তু মনটা এখনো দেশের রাস্তায় হাঁটছে। এবারের সফরে অনেক কিছু দেখেছি। অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। ঢাকা থেকে সিলেট, টাঙ্গাইলের চরাঞ্চল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার—শহর থেকে গ্রাম, মানুষের ভিড় থেকে একেবারে প্রান্তের জনপদ—যতটা সম্ভব কাছ থেকে বাংলাদেশকে দেখার চেষ্টা করেছি।

প্রবাসে বসে বাংলাদেশকে আমরা অন্যভাবে দেখি। খবরের কাগজ, টেলিভিশন, ফেসবুক, ইউটিউব—সব মিলিয়ে একটি বাংলাদেশ প্রতিদিন আমাদের সামনে তৈরি হয়। সেই বাংলাদেশে ঘটনা আছে, পরিসংখ্যান আছে, রাজনৈতিক বক্তব্য আছে, তর্ক আছে। কাছে গিয়ে মানুষের ভাষাটা শুনতে হয়। মানুষকে পাঠ করতে হয়। দেখেছি। শুনেছি।

একটি বড় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মানুষের মধ্যে একধরনের মিশ্র অনুভূতি বিরাজমান। সামাজিক স্বস্তি এবং অস্বস্তির ভেতরেই একধরনের অনিশ্চয়তা টের পেয়েছি—আগামীকাল কী হবে, দেশ কোন পথে যাবে? একটা জিনিস দেখে ভালো লেগেছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনো বেঁচে থাকার অদ্ভুত এক জেদ ধরে রেখেছে।

ছোট দোকানদার তার দোকান খুলেছে। তরুণ তার ছোট ব্যবসা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। কৃষক মাঠে গেছে। রিকশাওয়ালা রিকশা চালাচ্ছে। কেউ বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে, কেউ দেশে থেকেই কিছু করার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের মানুষকে যতবার ভাঙা হয়েছে, ততবারই তারা কোনো না কোনোভাবে নিজেদের জোড়া লাগিয়েছে। এই মানুষগুলোর ওপর আস্থা রাখার কোনো বিকল্প নেই আজও।

দেশ থেকে ফিরে এবার একটি জিনিস আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়েছে। একটি শূন্যতা। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি কোথায়?

প্রশ্নটি খুব সরল। কিন্তু উত্তরটি অস্বস্তিকর।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ার সময় আমরা শিখেছিলাম, রাষ্ট্রের বাইরে সমাজেরও একটি শক্তি আছে। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সরকার তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। বিরোধী দল সরকারের সমালোচনা করবে। কিন্তু এর মাঝখানে থাকবে একটি স্বাধীন সামাজিক পরিসর—যেখানে শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, লেখক, সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবী, চিন্তাশীল মানুষ এবং সমাজের নানা স্তরের বিবেকবান নাগরিকরা নিজেদের কথা বলবেন।

এই জায়গাটাই সিভিল সোসাইটি। একসময় বাংলাদেশে এই জায়গাটি ছিল। হয়তো খুব শক্তিশালী ছিল না। হয়তো সবসময় নিরপেক্ষও ছিল না। কিন্তু ছিল। কিছু মানুষ ছিলেন, যাঁদের কাছে গেলে মনে হতো—এঁরা কোনো দলের নন। এঁদের নিজের একটা অবস্থান আছে। ক্ষমতাসীনরা তাঁদের পছন্দ না করলেও শুনত। বিরোধীরা তাঁদের সঙ্গে একমত না হলেও পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারত না। সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ মানুষ তাঁদের কথা বিশ্বাস করত। আজ সেই মানুষগুলো কোথায়?

অনেকেই নেই। সময় তাঁদের নিয়ে গেছে। আর যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেককেই আমরা নিজেরাই ভাগ করে ফেলেছি। কেউ আওয়ামী, কেউ বিএনপি, কেউ জামায়াত, কেউ বাম, কেউ ডান। কেউ সরকারপন্থী, কেউ সরকারবিরোধী। কেউ কোনো একটি মতাদর্শের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছেন যে তাঁর অন্য কোনো পরিচয় আর অবশিষ্ট নেই। এমনকি সম্পাদক বা সাংবাদিকও আর সাংবাদিক থাকলেন না—হয়ে গেলেন কোনো পক্ষের লোক।

শিক্ষক শিক্ষক থাকলেন না—তিনি হয়ে গিয়েছেন কোনো এক শিবিরের বুদ্ধিজীবী। আইনজীবী বা সাংস্কৃতিক কর্মী—সবই যেন হয়ে উঠেছেন রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রতিনিধি। এমন অবস্থা যখন হয়, তখন সমাজের মাঝখানের জায়গাটা ধীরে ধীরে খালি হয়ে যায়। আমার কাছে এবারের বাংলাদেশ সফরের সবচেয়ে বেদনাদায়ক উপলব্ধি এটাই। আমরা রাজনৈতিকভাবে যত বেশি বিভক্ত হয়েছি, সামাজিকভাবে তত বেশি একা হয়ে গেছি।

সবাই কথা বলছে। কিন্তু সবাই নিজের পক্ষের কথা বলছে। সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু অন্যায়টা যদি নিজের পক্ষের হয়, তখন কণ্ঠস্বরটা একটু নিচু হয়ে যায়। সবাই গণতন্ত্র চায়। কিন্তু গণতন্ত্রের সবচেয়ে কঠিন শিক্ষা—নিজের অপছন্দের মানুষের কথা বলার অধিকার—সেটা আমরা কতটা মানতে প্রস্তুত?

এই জায়গাতেই সিভিল সোসাইটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ সিভিল সোসাইটির কাজ



কারও পক্ষ নেওয়া নয়। আবার নিরপেক্ষতার নামে সবকিছুকে সমান করে দেখাও নয়। তার কাজ হলো ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা। বিবেকের মুখোমুখি দাঁড় করানো।

যে ক্ষমতায় থাকুক। যে অন্যায় করুক, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। যে সত্য অস্বস্তিকর, সেটিও বলা। প্রয়োজন হলে নিজের পক্ষকেও প্রশ্ন করা। এই শেষ কাজটাই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির পতনের দায় তাই শুধু রাজনীতিবিদদের ওপর চাপিয়ে দিলে সত্যের অর্ধেক বলা হবে।

যাঁরা 'সুশীল সমাজ' শব্দটিকে বিদ্রূপের শব্দে পরিণত করেছেন, তাঁদের দায় আছে। যাঁরা স্বাধীন নাগরিক কণ্ঠকে দুর্বল করেছেন, তাঁদের দায় আছে। কিন্তু সিভিল সোসাইটির ভেতরের মানুষদেরও প্রশ্ন করতে হবে নিজেদের। ক্ষমতার কাছে গিয়ে আমরা কতটা স্বাধীনতা হারিয়েছি?

কতবার সুবিধার বিনিময়ে নীরব থেকেছি? কতবার নিজের পক্ষের অন্যায়কে যুক্তি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি? কতবার সত্য জানলেও বলিনি?

ক্ষমতা শুধু মানুষকে ভয় দেখায় না। ক্ষমতা মানুষকে পুরস্কৃতও করে। আর পুরস্কারের রাজনীতিও কখনো কখনো বিবেককে খুব নিঃশব্দে কিনে নেয়। আজ বাংলাদেশে সেই নীরবতার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি।

একসময় যে সমাজে নানা মতের মানুষ পাশাপাশি বসে কথা বলতেন, সেখানে এখন মানুষ আগে জানতে চায়—আপনি কোন পক্ষের? তারপর আপনার কথার মূল্য নির্ধারণ করে। কথাটা সত্য কি না, সেটা পরে। এই জায়গাটি ভয়ংকর। কারণ একটি সুস্থ সমাজে মানুষের পরিচয় তার দল দিয়ে শেষ হয়ে যায় না। মানুষের নিজেরও একটি বিবেক থাকে। নিজস্ব ইতিহাস থাকে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকে। নিজস্ব ভুল থাকে। নিজস্ব সত্য থাকে।

রাজনীতি সেই জায়গাটুকু পুরোপুরি দখল করে নিলে সমাজ আর সমাজ থাকে না—তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক শিবিরের সমষ্টি। আমি মনে করি, বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলোর একটি এখানেই। আমরা কি শুধু সরকার বদলাতে চাই? নাকি সমাজের ভেতরের সম্পর্কটাও বদলাতে চাই? নতুন নির্বাচন হবে। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে। সংস্কারের কথা হবে। নতুন আইন হবে। নতুন নেতৃত্ব আসবে। এসব প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই যথেষ্ট নয়, যদি মানুষের মধ্যে পরস্পরের কথা শোনার জায়গাটি তৈরি না হয়।

একটি দেশ শুধু সংসদ দিয়ে চলে না। শুধু সরকার দিয়ে চলে না। শুধু নির্বাচন দিয়েও চলে না। একটি দেশ শেষ পর্যন্ত মানুষের পারস্পরিক আস্থা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই আস্থা তৈরি করার জন্য দরকার একটি স্বাধীন, সাহসী, আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক সমাজ। আমি জানি না সেই সমাজ আবার কবে তৈরি হবে। হয়তো দ্রুত হবে না। হয়তো আমাদের প্রজন্ম সেই পূর্ণ পরিবর্তন দেখবেও না। কিন্তু শুরুটা তো কোথাও থেকে করতে হবে।

আমাদের নতুন করে এমন মানুষ তৈরি করতে হবে, যাঁদের পরিচয় কোনো দলের চেয়ে বড়। এমন সাংবাদিক, যিনি নিজের পছন্দের মানুষের বিরুদ্ধেও সত্য লিখবেন। এমন শিক্ষক, যিনি ছাত্রকে নিজের মত শেখাবেন না, বরং প্রশ্ন করতে শেখাবেন। এমন আইনজীবী, যিনি মক্কেলের পরিচয়ের আগে আইনের কথা ভাববেন। এমন সাংস্কৃতিক কর্মী, যিনি সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক আনুগত্যের সিঁড়ি বানাবেন না। এমন নাগরিক, যিনি নিজের পক্ষের ভুল দেখেও বলতে পারবেন—এটা ভুল। সিভিল সোসাইটি আসলে একটি সামাজিক চরিত্র। একটি নৈতিক অভ্যাস। একটি সাহস। সেই সাহসটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

দেশ থেকে ফিরে আমার মনে হয়েছে—বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির মৃত্যু নিয়ে শোক করার চেয়ে এখন তার পুনর্জন্মের কথা ভাবা জরুরি।

কবরের পাশে বসে থাকলে মৃতেরা ফিরে আসে না। সমাধিক্ষেত্র সরিয়ে সেখানে আবার মানুষকে দাঁড় করাতে হয়। হয়তো আমাদের এখনকার কাজ সেটাই। এই লেখাটি কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়। কোনো দলের পক্ষেও নয়। এটি আমার নিজের সঙ্গে আমার নিজের কথোপকথন।

স্বাধীন বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা একজন মানুষ হিসেবে, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার সঙ্গে কয়েক দশক ধরে পথ চলার অভিজ্ঞতা থেকে ফিরে আসা একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন। আমরা কি সত্যিই নতুন বাংলাদেশ চাই? নাকি শুধু পুরোনো জায়গাগুলোতে নতুন মানুষ বসাতে চাই? আমি উত্তর জানি না। কিন্তু প্রশ্নটি করতে চাই।

একটি সমাজের সবচেয়ে বড় বিপদ তখনই শুরু হয়, যখন মানুষ কথা বলা বন্ধ করে দেয়। তার চেয়েও বড় বিপদ—যখন কথা বলার মতো স্বাধীন মানুষই আর অবশিষ্ট থাকে না। বাংলাদেশের সেই মানুষগুলোকে আমাদের আবার খুঁজে বের করতে হবে।

হয়তো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছোট কক্ষে আছেন। হয়তো কোনো জেলা শহরের অখ্যাত আইনজীবী। হয়তো কোনো গ্রামের স্কুলশিক্ষক। হয়তো কোনো তরুণ সাংবাদিক। হয়তো কোনো সাংস্কৃতিক কর্মী, যিনি বহুদিন ধরে কোনো মঞ্চের অপেক্ষা না করে নিজের মতো করে কাজ করে যাচ্ছেন। সিভিল সোসাইটির সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাই আমার শেষ প্রশ্নটি অন্য কারও কাছে নয়—নিজের কাছেই:

আমরা কি এমন একটি বাংলাদেশ তৈরি করতে পারব, যেখানে মানুষ প্রথমে কোনো দলের মানুষ নয়—প্রথমে একজন নাগরিক?

উত্তরটা সময় দেবে। কিন্তু প্রশ্নটা আজই করতে হবে।



বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক দিক-নির্দেশনা

মুফতি ইমতিয়াজ মাহমুদ



বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি অর্জনের স্থান নয়, বরং একজন শিক্ষার্থীর জীবন ও আদর্শ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে ক্যাম্পাসগুলো সেক্যুলারিজম, নাস্তিক্যবাদ ও পশ্চিমা সংস্কৃতি চর্চার এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে অনেক তরুণ দুর্বল ঈমান ও পরিচয় সংকটে ভোগে। ফলে বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে প্রবেশ করলেও শিক্ষাজীবন শেষে অনেকে বের হয় গভীর আত্মিক শূন্যতা নিয়ে। এই বাস্তবতায় একজন মুসলিম শিক্ষার্থীকে ভাবতে হবে আমি কেন লেখাপড়া করছি, লক্ষ্য কি কেবল চাকরি, নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টি?

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার, সোশ্যাল মিডিয়ার আধিপত্য ও ধর্মহীন আধুনিকতা শিক্ষার্থীর চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অনেকে নিজের ইসলামিক পরিচয় নিয়ে সংকোচ বোধ করতে শুরু করে এবং দ্বীনকে ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে বা পিছিয়ে পড়া ভাবতে শুরু করে। অথচ কিয়ামতের দিন আল্লাহ এসব জিজ্ঞেস করবেন না, জিজ্ঞেস করবেন ঈমান ও আমল সম্পর্কে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত বান্দার পা নড়বে না জীবনকাল, যৌবনকাল, সম্পদের উৎস ও ব্যয়, এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল সম্পর্কে (তিরমিযি: ২৪১৬)।

আজকের বাস্তবতায় যৌবনকালকে অনেকে কেবল উপভোগের সময় মনে করে। হারাম সম্পর্ক, ফ্রি-মিক্সিং, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি ও উদ্দেশ্যহীন জীবন ধীরে ধীরে একজন শিক্ষার্থীকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ ইসলাম কেবল সফল কর্মজীবী নয়, বরং মুত্তাকী, চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

জ্ঞান অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে চেনা ও জানা। আকিদা, ইবাদতের বিধান এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজে আইন (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৪)। তবে দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জনও যদি আখিরাতের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করে (সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯১)। যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সুরিয়ানি ভাষা শিখতে আদেশ করেছিলেন (তিরমিযি: ২৭১৫)। সুতরাং একজন মুসলিম শিক্ষার্থী যদি সঠিক নিয়তে আধুনিক বিষয়ে পড়াশোনা করে, তার সেই শিক্ষাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

দুঃখজনকভাবে আজ অনেক শিক্ষার্থীর কাছে সিজিপিএ, উচ্চ বেতন ও সামাজিক স্ট্যাটাসই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন, যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রেখে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম; পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয় (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)। তাই মেধা ও যোগ্যতা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও উম্মাহর কল্যাণে ব্যয় না হলে বাহ্যিক সফলতা সত্ত্বেও আখিরাতে তা দেউলিয়াত্বই বয়ে আনবে।

দ্বীনের জ্ঞান সঠিক উৎস থেকে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ইবনে সিরিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই ইলম দ্বীন, তাই লক্ষ্য করো কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছ (সহিহ মুসলিম, মুকাদ্দামা)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ, যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না (মুয়াত্তা মালেক: ১৫৯৪)। বর্তমানে ক্যাম্পাসে হাদিস অস্বীকারকারীদের ফিতনাও মাথাচাড়া দিচ্ছে, যা থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আদব ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া জ্ঞান অহংকার ও রিয়ার জন্ম দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ত্রিশ বছর আদব শিখেছি এবং বিশ বছর ইলম অর্জন করেছি, কেননা সালাফগণ ইলমের আগে আদব শিখতেন (গায়াতুন নিহায়া: ১/১৯৮)। ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আদব হলো ইলমের দুই-তৃতীয়াংশ। প্রকৃত জ্ঞান তখনই সার্থক যখন তা বিনয়, আল্লাহভীতি ও উত্তম আখলাক তৈরি করে।

ক্যাম্পাস জীবনে কয়েকটি প্রধান ফিতনা লক্ষণীয়। প্রথমত, আত্মপরিচয়ে হীনমন্যতা—স্মার্ট প্রমাণের তাড়নায় অনেকে দ্বীনকে সংকুচিত করে। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা ছিলাম নিকৃষ্ট জাতি, আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন, তাই অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজলে আল্লাহ পুনরায় লাঞ্ছিত করবেন (মুসতাদরাকে হাকিম: ২০৭-২০৮)। দ্বিতীয়ত, ফ্রি-মিক্সিং ও অবৈধ সম্পর্কের ফাঁদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন, দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাকো, কেননা বনী ইসরাইলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই ঘটেছিল (সহিহ মুসলিম: ২৭৪২)। তৃতীয়ত, অসৎ সঙ্গের প্রভাব আল্লাহ বলেন, হায় দুর্ভোগ, যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম, সে আমাকে উপদেশ থেকে পথভ্রষ্ট করেছিল (সূরা ফুরকান: ২৮-২৯)।

সময় ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় থাকে সুস্থতা ও অবসর (সহিহ বুখারি: ৬৪১২)। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অবসর সময়ের সঠিক ব্যবহারই একজন শিক্ষার্থীকে অসাধারণ মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। শিক্ষার্থীর সামাজিক দায়বদ্ধতাও অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের উদ্ভব হয়েছে মানবকল্যাণের জন্য, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ করো (সূরা আলে ইমরান: ১১০)। একজন শিক্ষার্থী যখন নিজের জ্ঞান দিয়ে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তখনই সে প্রকৃত খাইরুল উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

আধুনিক ফিতনা ও বস্তুবাদী মোহের মাঝে দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে হলে ইসলামের সাজে নিজেকে সজ্জিত করার বিকল্প নেই। প্রতিটি মুহূর্ত ও সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে এক একটি আমানত। সময়ের সঠিক মূল্যায়ন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আদব-আখলাকের চর্চার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী নিজেকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আখিরাতকে সামনে রেখে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করাই একজন মুমিন শিক্ষার্থীর প্রকৃত সাফল্যের পথ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম

সন্তানদের প্রতি সালাফদের উপদেশ

মোঃ মেহেদী হাসান



সন্তান প্রতিটি পিতা-মাতার হৃদয়ের টুকরো, ভবিষ্যতের উত্তরসূরী এবং সমাজ ও উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা। একজন মুসলিম অভিভাবক সন্তানকে শুধু দুনিয়াবি সফলতা নয়, বরং আখিরাতের মুক্তির পথেও পরিচালিত করতে চান। ইতিহাসের পাতায় সালাফে সালেহীনদের জীবনে আমরা দেখি, তারা সন্তানদের প্রতি কতটা গভীর ভালোবাসা ও প্রজ্ঞা নিয়ে উপদেশ দিতেন। সূরা লোকমানে বর্ণিত সন্তানের প্রতি লোকমান হাকিমের উপদেশমালা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই নিবন্ধে সালাফদের হৃদয়স্পর্শী কিছু উপদেশ তুলে ধরা হলো।

সালাফগণ পরস্পর সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার উপদেশ দিতেন। উসমান খাতেবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও, কেননা তুমি জিজ্ঞাসিত হবে তাকে কীভাবে আদব শিখিয়েছ এবং কী জ্ঞান দিয়েছ (বায়হাকি, সুনানুল কুবরা: ৩/১২০)। ইব্রাহিম আল-হারবি রাহিমাহুল্লাহ একজন পিতাকে বলেছিলেন, সাবধান থাকবে, তোমার সন্তান যেন তোমাকে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে না দেখে, তাহলে তাদের চোখে তুমি তুচ্ছ হয়ে যাবে। ইবনে রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অর্থ দান করার চেয়ে সুন্দর কথায় উত্তম আচরণ করা বেশি পছন্দনীয়; লোকমান তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, তোমার কথা যেন সুন্দর হয় এবং মুখ যেন হাস্যোজ্জ্বল থাকে, তাহলে যারা সোনা-রূপা দান করে তাদের চেয়ে তুমি অধিক জনপ্রিয় হবে।

ঈমানের উপদেশ প্রসঙ্গে উবাদা ইবনে সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে বলেন, হে বৎস! তুমি ততক্ষণ প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না জানবে যা তোমার উপর ঘটেছে তা এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার উপর ঘটার ছিল না; আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন লেখো, কলম জিজ্ঞেস করল কী লিখব, আল্লাহ বললেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদির লেখো (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭০০, তিরমিযি: ৩৩১৯)।

পাপ পরিত্যাগের শিক্ষায় আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পুত্রকে বলেন, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও অবাধ্যতাকারীর ঈমান একরকম হতে পারে না (হেবাতুল্লাহ লালকায়ি, শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ)। মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার উপদেশে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুশয্যায় পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তুমি আল্লাহকে ভালোবাসবে ও ভয় করবে, তাহলে মৃত্যু যখনই আসুক তা কখনো অপছন্দ করবে না (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান: ২/১৫)।

সালাতের উপদেশে মুআজ ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সন্তানকে বলেন, যখন সালাত আদায় করবে, বিদায়ী ব্যক্তির মতো আদায় করো, মনে করো না তুমি আর ফিরে আসতে পারবে; আর জেনে রাখো, মুমিন মারা যায় দুই কল্যাণের মাঝখানে (আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ: ১৪৮)। অল্পে তুষ্টির উপদেশে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু পুত্র আব্দুল্লাহকে বলেন, তুমি এমন লোকদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহর রিযিক পেটেও ব্যবহার করে, পিঠেও ব্যবহার করে (আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ: ১৫৮)। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রাচুর্য চাইলে অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে অন্বেষণ করো, কেননা তা এমন সম্পদ যা কখনো নিঃশেষ হয় না (ইবনে আসাকির, তারিখু দিমাশক)।

সৎ সঙ্গ গ্রহণের উপদেশে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পুত্র মুসাকে বলেন, সাক্ষাৎ করলে ভালো লোকের সাথেই করো, পাপীদের সাথে নয় (হাফেজ মিজ্জি, তাহজিবুল কামাল)। আলী ইবনুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ পুত্রকে বলেন, পাপী, কৃপণ, মিথ্যাবাদী, মূর্খ ও আত্মীয়তা ছিন্নকারীর সাথে বন্ধুত্ব করো না (ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৪৮৫)। লোকমান তাঁর ছেলেকে বলেন, ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে চেনা যায় রাগের সময়, সাহসীকে যুদ্ধক্ষেত্রে, আর প্রকৃত ভাইকে প্রয়োজনের সময় (ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারইয়াহ: ৩/৫৬২)।

শুকরিয়া আদায়ের উপদেশে সালেহ ইবনে জানাহ দিমাশকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমার একটি দিন যদি দ্বীন, শরীর, সম্পদ ও পরিবার নিরাপদে থেকে অতিবাহিত হয়, তবে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করো, কেননা কত মানুষের সেদিনই সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে (ইবনে আসাকির, তারিখু দিমাশক: ২৩/৩২৫)। অপচয় রোধের উপদেশে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পুত্র আব্দুল্লাহকে বলেন, মনে যা চাইবে তাই খাওয়াই মানুষের অপচয়কারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট (মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন উওয়াইজাহ, ফাসলুল খিতাব)।

কথার গোপনীয়তা রক্ষার উপদেশে আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মা তাঁকে বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোপন কথা গোপন রাখো (মুসনাদে আহমাদ: ১৩৩৮০)। ইলম অর্জনের উৎসাহে ইবরাহিম ইবনে আদহাম রাহিমাহুল্লাহর পিতা প্রতিটি হাদিস মুখস্থের বিনিময়ে দিরহাম উপহার দিতেন (খতিব বাগদাদি, শরফু আসহাবিল হাদিস)। বিদআতীদের কথা না শোনার উপদেশে তাউস রাহিমাহুল্লাহ পুত্রকে বলেন, কানে আঙুল দাও, হৃদয় দুর্বল, ভ্রান্ত আকিদায় আক্রান্ত হতে সময় লাগে না (ইবনুল জাওযি, তালবিসু ইবলিস)।

> **সন্তানদের প্রতি সালাফদের এই উপদেশাবলি নিছক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, বরং ছিল এক মহান দায়িত্ববোধ ও আখিরাতমুখী দূরদৃষ্টির প্রতিফলন। তারা সন্তানকে কেবল দুনিয়ায় সফল নয়, বরং আল্লাহভীরু, আমানতদার ও দ্বীনের খেদমতে নিবেদিত মুমিন হিসেবে গড়তে সচেষ্ট ছিলেন।**

সচ্চরিত্র গঠনের উপদেশে সাইদ ইবনুল আস রাহিমাহুল্লাহ পুত্রকে বলেন, মহৎ গুণাবলি সহজলভ্য হলে নীচু লোকেরাই আগে অর্জন করত, কিন্তু তা কঠিন ও তিক্ত (ইবনে আবিদ্দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক)। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সম্মানিত ব্যক্তির সাথে ঠাট্টা করো না, নীচু স্বভাবের সাথেও নয় (ইবনে আবিদ্দুনিয়া, আস-সামতু ওয়া আদাবুল লিসান)। ঋণ না করার উপদেশে উকবা ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর প্রাক্কালে বলেন, তোমরা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া হাদিস গ্রহণ করো না, আবা পরিধান করলেও ঋণ করো না, এবং কুরআন থেকে হৃদয় বিচ্যুতকারী কবিতা লেখায় সময় নষ্ট করো না (তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির: ৭৩৭)।

সুধারণা পোষণের উপদেশে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ পুত্রকে বলেন, মুসলিমের কথা ভালো অর্থে ব্যাখ্যার সুযোগ থাকলে খারাপ অর্থে নিও না (আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া: ৫/২৭৮)। সব বিষয়ে সৎ নিয়ত রাখার উপদেশে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ পুত্রকে বলেন, সর্বদা কল্যাণের নিয়ত করবে, যতক্ষণ কল্যাণের নিয়ত করবে ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যেই থাকবে (ইবনুল জাওযি, মানাকিবুল ইমাম আহমদ)। যুলুম থেকে সতর্ক করে খালেদ ইবনে বারমাক বন্দী অবস্থায় পুত্রকে বলেন, রাতের অন্ধকারে কোনো মজলুমের দোয়ায় আমরা গাফেল ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ গাফেল ছিলেন না (খতিব বাগদাদি, তারিখু বাগদাদ: ১৪/১৩৬)।

সন্তানদের প্রতি সালাফদের এই উপদেশাবলি নিছক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, বরং ছিল এক মহান দায়িত্ববোধ ও আখিরাতমুখী দূরদৃষ্টির প্রতিফলন। তারা সন্তানকে কেবল দুনিয়ায় সফল নয়, বরং আল্লাহভীরু, আমানতদার ও দ্বীনের খেদমতে নিবেদিত মুমিন হিসেবে গড়তে সচেষ্ট ছিলেন। আজকের সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এই সময়ে সালাফদের এই পারিবারিক নীতিমালা থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই আদর্শ অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)



এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মানবতাই হওয়া উচিত বিশ্বে পরিবর্তনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘে এটি ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। তিনি বাংলায় ভাষণ দেন। এ সময় তিনি যুদ্ধ-সংঘাত বন্ধ করে আলোচনা, কূটনীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির আহ্বান জানান।

ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

জাতিসংঘে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় আমরা আপনাকে পূর্ণ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। একইসঙ্গে আমি বিদায়ী সভাপতি ম্যাডাম এনালেনা বেয়ারবক-কেও তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুরুতেই আমি বাংলাদেশের সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের অবদানকে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বীর ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে সকল শহীদ এবং আহতদের প্রতিও আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাই।

ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে বর্তমানে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে চলতি বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। আমি দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণই আমাদের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

মাননীয় সভাপতি, জাতিসংঘের এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আজ আমি কিছুটা স্মৃতিকাতর। এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়েই আমার পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং আমার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা খালেদা জিয়া দেশ এবং জনগণের পক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন। একইভাবে আজ আমিও আমার দেশ এবং জনগণের স্বার্থের পক্ষে এবং একটি শান্তিময় বিশ্ব সমাজের প্রত্যাশায় এখানে দাঁড়িয়েছি।

গ্লোবালাইজেশনের এই সময়ে বিশ্বের যে প্রান্তে যা কিছুই ঘটুক, প্রতিটি রাষ্ট্রেই কমবেশি এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানব সৃষ্ট বিরাজমান সংঘাতের ফলে বর্তমানে অনেক দেশে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ছে। তৈরি হচ্ছে মানবিক সংকট। যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র চাপের মুখে রয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা-সংকট, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

আমরা বিশ্বাস করি, যেকোনো সংঘাতের সমাধান আলোচনা, কূটনৈতিক প্রক্রিয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতা, ন্যায্যতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা এবং সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাই হওয়া উচিত দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি। আমাদের প্রত্যাশা একটি শান্তিময় বিশ্ব, এমন একটি মানবিক বিশ্ব সমাজ, যেখানে মারণাস্ত্র নয় বরং পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে যুক্তি-তর্ক, কূটনীতি, শিক্ষা ও মানবতা। একে অপরের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি সমঝোতামূলক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘকে দেখতে চায় ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন খাতের বাজেট সামরিক খাতে সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বিশ্বশান্তির অন্তরায়। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব মানবতা এবং বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের যেকোনো উদ্যোগের পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন আমি আজ আবারো পুনর্ব্যক্ত করছি। স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের মনে উদ্বেগ রয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি বাংলাদেশ পুনরায় তার অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে।

মাননীয় সভাপতি, চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য "Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All" অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতার নীতিতে অটল। 'পিসবিল্ডিং কমিশনে'র ভাইস-চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই শান্তি, সংঘাত প্রতিরোধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নারীদের সাহসী অংশগ্রহণ 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা' বিষয়ক কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। বাংলাদেশ এ বছর 'উন্নয়নের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা'র ৪০তম এবং 'ডারবান ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা'র ২৫তম বার্ষিকী পালন করছে।

অভিবাসন প্রক্রিয়া মানবসভ্যতার মতোই প্রাচীন। বিশ্বের অনেক দেশেই অভিবাসীগণ \ তাদের জন্মভূমি এবং অভিবাসিত দেশ, উভয় দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অভিবাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও জোরালো বৈশ্বিক সহযোগিতা আশা করে।

মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশকে দীর্ঘ নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিতে হচ্ছে। এর ফলে আমাদের সম্পদ, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। জনবহুল বাংলাদেশ মনে করে, রোহিঙ্গা সংকটের উৎস ও উৎপত্তি মিয়ানমারে; তাই এর সমাধানও সেখানেই নিহিত। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে নিরাপদে ফিরিয়ে নেয়াই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় এবং কার্যকর সমর্থন প্রত্যাশা করে।

পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্যও আমি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যর্থ হলে অদূর ভবিষ্যতে এটি এক মানবিক সংকটে রূপ নিতে পারে।

মাননীয় সভাপতি, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের তেমন ভূমিকা না থাকলেও বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বহন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ঝুঁকি মোকাবেলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং, ক্লাইমেট জাস্টিস, জলবায়ু অর্থায়ন এবং অভিযোজন সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ COP-31 এ আরও জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপ আশা করে। বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার কর্মসূচি জোরদার করেছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর কর্মসূচি শুরু করেছে। ক্লিন এনার্জি এবং সোলার এনার্জি ব্যাবহারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ 'সুন্দরবনে' মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বৃহৎ জলাধারের মাধ্যমে পানি সংরক্ষনের জন্য তিস্তা মহাপরিকল্পনা এবং 'পদ্মা ব্যারেজ' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও শুরু করেছে। একইসঙ্গে পানি সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ জোরদার করার পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে সরকার ১৯৯২ সালের 'ওয়াটার কনভেনশন' স্বাক্ষর করেছে।

মাননীয় সভাপতি, দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসন শোষণের অবসান ঘটিয়ে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হওয়া গুম খুন, অপহরণ, দুর্নীতি, লুটপাট আর টাকা পাচারের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে পুনরায় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করছে। ফ্যাসিবাদী শাসন শোষণে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ মেরামতের জন্য সরকার Recovery, Restoration এবং Reconstruction অর্থাৎ 3-R কৌশল অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশের সামনে বর্তমানে এক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগে বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' হিসেবে গড়ে তুলতে বিস্তারিত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই কর্মযজ্ঞে বাংলাদেশ তাঁর উন্নয়ন সহযোগীদের পাশে পেতে চায়।

ভাষণের শেষাংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে তরুণরা নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাবে, নারীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবন পরিচালনা করতে পারবে, প্রতিটি শিশু তাদের সকল সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ নিয়ে বেড়ে উঠবে, সর্বোপরি জনগণ পাবে নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা। এজন্যই আমরা বলি 'সবার আগে বাংলাদেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ'।

এ সময় তিনি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সকল নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি পুনরায় বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইরানি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ঢাকা জাতিসংঘকে একটি নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করে এবং পশ্চিম এশিয়ায় থাকা প্রায় ৮০ লাখ প্রবাসী কর্মী নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। তিনি বলেন, 'সংঘাত যদি শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে না এগোয়, তাহলে আমাদের প্রবাসী কর্মী ও রেমিট্যান্সের ওপর প্রভাব পড়বে।' তিনি বিষয়টিকে 'গভীর উদ্বেগের' বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি কনটেইনার জাহাজ এখনো আটকে আছে। তিনি বলেন, 'আমরা ইরানের প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছি, আমরা চাই এটি দ্রুত সমাধান হোক এবং কূটনীতির মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হোক।' তিনি আরও বলেন, 'একবার সেই সমাধান হয়ে গেলে, আমরা তাদের অনুরোধ করেছি, তারা যেন এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়, যাতে যুদ্ধে আটকে থাকা আমাদের জাহাজগুলো নিরাপদে দেশে ফিরতে পারে। আমরা এই সহযোগিতাই চেয়েছি।'

হুমায়ুন কবির বলেন, বাংলাদেশকে জ্বালানি সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে—এ নিয়েও প্রতিনিধি দলটি উদ্বেগ জানিয়েছে। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং তাঁর কর্মকর্তারা উত্থাপিত বিষয়গুলো নোট করে নিয়েছেন। তিনি আরও জানান, পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য অংশীদাররাও বাংলাদেশের নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে দেশটিকে এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, তারেক রহমান সেই দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশ বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি 'সফট মিডিয়াম ইনফ্লুয়েন্স' বা 'নরম মধ্যস্থতাকারী প্রভাব' হিসেবে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্বে রেখে ওই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই ইরানের নেতার সঙ্গে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জানিয়ে দিলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র 'মাথা নত করবে না'।

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। তিনি আরও জানান, সামরিক পদক্ষেপের পথও এখনো খোলা রয়েছে।

ইরান যখন তার অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি এবং দেশের ভেতরে ট্রাম্পের 'ধ্বংস করে দেওয়ার' হুমকি ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলা করছে, তখন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেওয়া বিশ্বনেতাদের বলেন, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিংবা হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ—কোনোটিই ছাড়বে না। গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ দিয়ে একসময় বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হতো।

ইরান জাতিসংঘে দেওয়া দৃঢ় অবস্থানের বক্তব্যের পাশাপাশি নতুন মার্কিন বিমান চলাচলসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর সেসব নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নকারী দেশগুলোর প্রতিও সতর্কবার্তা দিয়েছে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে তেহরানের দাবি এবং ট্রাম্পের প্রতি ইরানের মূল বার্তা তুলে ধরেন। যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে পরাজিত করার চেষ্টা করা ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো 'উড়িয়ে দিয়েছে'। তিনি আরও দাবি করেছেন, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রয়েছে। মঙ্গলবার একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প বলেন, তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে 'ধ্বংস করে দেওয়া' এবং দেশটিকে 'নরকে পাঠিয়ে দেওয়ার' বিষয়টি বিবেচনা করছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া বক্তব্যে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞা 'শুধু দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগ বাড়ায়' এবং যুক্তরাষ্ট্র 'অবৈধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি দেশের জনগণকে বলি দিতে চায়'।

পেজেশকিয়ান বলেন, নিষেধাজ্ঞার মুখে ইরানের প্রতিরোধ 'আরও বাড়বে' এবং 'আমরা কখনো মাথা নত করব না কিংবা হাঁটু গেড়ে বসব না'। তবে তিনি বলেন, ইরান 'শক্তির ভাষা গ্রহণ না করে সংলাপ ও কূটনীতির জন্য প্রস্তুত'।

এদিকে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব মোহসেন রেজাই আলজাজিরাকে বলেন, তেহরান কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তিনি যেটিকে 'চূড়ান্ত যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন, তার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রেজাই বলেন, নৌ অবরোধ তুলে নেওয়া, ইরানের জব্দ করা সম্পদ উন্মুক্ত করা এবং বিশেষ করে ইয়েমেনসহ এই অঞ্চলের যুদ্ধগুলো বন্ধ করার বিষয়ে ইরানের শর্তগুলো জাতিসংঘে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির মাধ্যমে কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ইরানের এসব বার্তার লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের সেই দাবির পাল্টা জবাব দেওয়া, যেখানে দেশগুলোকে ইরানি বিমান সংস্থাগুলোর উড়োজাহাজ পরিচালনায় সহায়তা ও সেবা দেওয়া বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এর ফলে তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও চীন ইরানের অধিকাংশ ফ্লাইট বাতিল করেছে। অন্যদিকে ওমান, আজারবাইজান ও জর্জিয়া ইরানি বিমান সংস্থাগুলোকে তাদের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

এদিকে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানায়, প্রাথমিক জাহাজ চলাচলসংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, গত বুধবার ১০টি পণ্যবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করেছে। এর আগের দিন এই সংখ্যা ছিল ৭টি। তবে বুধবারের সংখ্যা গত ১০ দিনের গড় প্রায় ১৭টি জাহাজের তুলনায় কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সংখ্যা পরে পরিবর্তিত হতে পারে। কারণ সমুদ্রযাত্রার সময় জাহাজগুলো প্রায়ই তাদের ট্রান্সপন্ডার (অবস্থান শনাক্তকারী যন্ত্র) বন্ধ করে দেয়।

পেজেশকিয়ানের বক্তব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—ইসলামি প্রজাতন্ত্র যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কীভাবে আঞ্চলিক অবস্থান নির্ধারণ করতে চায়, তার একটি আভাস দেওয়া। তিনি ইরানের প্রতিবেশী দেশগুলোকে বলেন, ভবিষ্যতে ইরানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; তা না হলে পুরো অঞ্চলকেই 'একসঙ্গে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করতে হবে'।

লন্ডনের থিংকট্যাংক চ্যাথাম হাউসের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা কর্মসূচির পরিচালক সানাম ভাকিলের মতে, এই বক্তব্যের মধ্যে একটি পরোক্ষ হুমকিও ছিল।

তিনি সিএনএনকে বলেন, 'ইরান আঞ্চলিক নিরাপত্তাকে অবিভাজ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে তারা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, চাপ ও সংঘাত অব্যাহত থাকলে পুরো অঞ্চলকেই এর মূল্য দিতে হবে।'

তবে অন্য একজন বিশেষজ্ঞের মতে, এই বক্তব্যের মাধ্যমে এটাও বোঝা যায় যে ইরান উপলব্ধি করছে, শেষ পর্যন্ত তাকে এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সহাবস্থানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক হামিদরেজা আজিজি বলেন, 'এটি বোঝায় যে, শেষ পর্যন্ত ইরানকে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হবে—এ বিষয়টি তারা বুঝতে পারছে।'

নতুন কূটনৈতিক কাঠামো

পেজেশকিয়ান জাতিসংঘে বক্তব্য দেওয়ার এক দিন আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি নিউইয়র্কে ট্রাম্পের শান্তিবিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে অন্তত দুই ঘণ্টা বৈঠক করেন। তিন মাসেরও বেশি আগে একটি ব্যর্থ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এটিই ছিল দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগের প্রথম বড় ইঙ্গিত।

পেজেশকিয়ানের বক্তব্যের পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, ওই বৈঠক থেকে বড় কোনো অগ্রগতি আসেনি। এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, চলতি বছরের শুরুতে আলোচিত সমঝোতা স্মারক আর কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। জুন মাসে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আরও আলোচনা করার একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। এর পরিবর্তে সংঘাত আবারও তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে, তা নিয়ে পুরো অঞ্চল আরও গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে।

ইরানের ভেতরেও পেজেশকিয়ান এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগে যুক্ত কর্মকর্তারা কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন। এসব গোষ্ঠী মনে করে, ট্রাম্পের সঙ্গে যেকোনো ধরনের চুক্তি করা আত্মসমর্পণের সমতুল্য।

আরাগচি উইটকফের সঙ্গে বৈঠক করার পর বুধবার কট্টরপন্থী আইনপ্রণেতা ইব্রাহিম রেজায়ি প্রশ্ন তোলেন, 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা করতে হবে—আগ্রাসী শত্রুর প্রতিনিধির সঙ্গে তার এই বৈঠক কোন অনুমোদনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে?'

নিউইয়র্কে বৈঠকে অংশ নেওয়ার কারণেও পেজেশকিয়ান কট্টরপন্থীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

মেলানিয়ার ফস্টারিং দ্য ফিউচার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সহযোগিতা বাড়ানোর ওপরও উদ্যোগটি গুরুত্ব দিচ্ছে। নিউইয়র্কের এ অনুষ্ঠানে ডা. জুবাইদা রহমানের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের সঙ্গে এ আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সম্পৃক্ততাকে আরও তুলে ধরেছেন। এর আগে চলতি বছরের মার্চে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত 'ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার: গ্লোবাল কোয়ালিশন সামিট'-এও অংশ নিয়েছিলেন তিনি। ওই সম্মেলনেও তিনি মেলানিয়া ট্রাম্পের আমন্ত্রণে যোগ দেন।

মার্চের ওয়াশিংটন সম্মেলনে ডা. জুবাইদা রহমান শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের মতো বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। শিশুদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বাড়ানো এবং প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দায়িত্বশীলভাবে কাজে লাগানোর গুরুত্বের ওপর তিনি জোর দেন। ওয়াশিংটনের ওই সম্মেলনে মেলানিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে ডা. জুবাইদা রহমানের সাক্ষাৎও হয়। শিশুদের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

মঙ্গলবারের নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানটি মেলানিয়া ট্রাম্পের উদ্যোগের পরবর্তী পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার অংশ। ওয়াশিংটনে মার্চের উদ্বোধনী সম্মেলনের পর এবার নিউইয়র্কে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে শিশুদের ভবিষ্যৎ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়টি আরও সামনে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে ডা. জুবাইদা রহমান বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। মঙ্গলবার তিনি ম্যানহাটনে মেলানিয়া ট্রাম্পের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত 'ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার' অনুষ্ঠানে অংশ নেন। মার্চে ওয়াশিংটন এবং সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক—দুই আয়োজনেই ডা. জুবাইদা রহমানের অংশগ্রহণ শিশুদের শিক্ষা, কল্যাণ ও প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ নিয়ে মেলানিয়া ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক উদ্যোগে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরেছে।



‘হাসিনার মতো করলে তোমাদেরও জনগণ বিদায় করে দেবে’

ঢাকা ডেস্ক

ক্ষমতাসীন বিএনপিদলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমান বলেছেন, নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ও সুযোগ পাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ফজলুর রহমান বলেন, আমরা নিজেরা যদি এটা পাওয়ার জন্য, ওটা পাওয়ার জন্য—‘এটা আমি চাই’, ‘ওটা তুমি চাও’—এভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করি, তাহলে আমরা কেউই টিকতে পারব না। জনগণ আমাদের বিদায় করে দেবে। হাসিনাও যেমন ছিল, এখন যদি তোমরাও একই কাজ করো, তাহলে জনগণ তোমাদেরও বিদায় করে দেবে।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে কিশোরগঞ্জের হাওড় উপজেলা অষ্টগ্রামের কাস্তুল ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত এক গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এই দেশ তখনই উন্নত হবে, তখনই ভালো হবে, যখন আমরা নেতারা ভালো হবো। নেতারা যদি সবকিছু নিজেদের জন্য চান, তাহলে জনগণ কিছুই পাবে না। আমি আশা করি, আমার নেতারা ভালো।

নিজের বয়স ও ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য বলেন, খুব পরিষ্কার কথা, আমার জীবনে আর কতদিন আছে, আমি জানি না। নয় দিন পর আমার বয়স ৭৯ বছর হবে। আল্লাহ আমাকে আর কতদিন রাখবেন, সেটাও জানি না। তবে আমার বাকি জীবনটা আমি মানুষের জন্য দিয়ে যেতে চাই।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমান বলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার কাছে টাকা-পয়সা, সাদা কাগজ- এসব কোনো বিষয় নয়। আমি চাই, কিছু নেতা এমন হোক। সবাইকে হতে হবে, তা বলছি না। শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে দেশ চালানো যায় না। প্রশাসনও একা আমাদের সব কাজ করে দিতে পারবে না।



নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের মজলুম জননেতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে পরিচিত মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর স্মরণে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন। গত রোববার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ‘ভাসানী ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক’র উদ্যোগ ও আয়োজনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান আলোচক ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। এতে মাওলানা ভাসানী ও বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা, নতুন কমিটি ঘোষণা এবং লোক ও মরমি সংগীতের আয়োজন করা হয়।

আলোচনায় আরও অংশ নেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজ্জামান চৌধুরী, কানাডাপ্রবাসী শিক্ষাবিদ ড. আবিদ বাহার, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব লেখক ও গবেষক এম. সিরাজ উদ্দিন মিয়া, ভাসানী গবেষক ড. লাইলী উদ্দিন, ভাসানী অনুসারী পরিষদ বাংলাদেশের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, সমাজসেবক ও রাজনীতিক নাহিদ এইচ খান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদার।

সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের শিল্পী কৃষ্ণা তিথি, মরিয়ম মারিয়া ও করিম হাওলাদার। আয়োজকরা বলেন, প্রবাসে বসবাসরত ভাসানী অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসেরের পরিচালনায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদকে চেয়ারম্যান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরকে সদস্য সচিব এবং কো- অর্ডিনেটর কাজী আজমসহ অন্যান্যরা সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় রাকিবুল ৫ দিনের রিমান্ডে

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকা মহানগর পুলিশের ক্যান্টনমেন্ট থানার সাবেক ওসি মো. রাকিবুল হাসানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়েছে। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে সন্ধ্যায় তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) আবেদন করলে তার ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

সরকার, পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনী নিয়ে বক্তব্যের অডিও ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় ১৭ সেপ্টেম্বর রাকিবুল হাসানকে ওসির পদ থেকে প্রত্যাহার করে সদরদপ্তর ও প্রশাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা–ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম সমকালকে বলেন, রাকিবুল হাসানের বিরুদ্ধে ক্যান্টমেন্ট থানায় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেছে পুলিশ। এরপর তাকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

জাতিসংঘে খলিলুরের কার্যালয়ে লিগ্যাল অফিসার হলেন জাইমা রহমান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি খলিলুর রহমানের কার্যালয়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পেয়েছেন ৬ জন বাংলাদেশি। তাঁদের মধ্যে লিগ্যাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, জাইমা রহমান খলিলুর রহমানের কার্যালয়ে আইন কর্মকর্তা হিসেবে আইনি বিষয়গুলো দেখাশোনা করবেন। জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে ৮১তম অধিবেশনবিষয়ক এসব তথ্য তুলে ধরেছে সংস্থাটি।

খলিলুর রহমানের কার্যালয়ের বিভিন্ন পদে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাদেশি কূটনীতিক আব্দুল আলিম এই অফিসের উপ-প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। মোয়াজ্জেম হোসেন উপদেষ্টা ও প্রশাসনিক সহকারী; মাফিজুল ইসলাম তথ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলগত পূর্বাভাসবিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা; জাকির আহমেদ টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা; আর মো. রফিকুল আলম মোল্লা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন দেশগুলো-বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানা গেছে।

জাইমা রহমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমানের একমাত্র মেয়ে। তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নাতনি।

লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন জাইমা রহমান। পরে যুক্তরাজ্যে বার-অ্যাট-ল করেন। ২০২৬ সালের জুনে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তির প্রথম ধাপের পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব



জাইমা রহমান

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, জাইমা রহমান খলিলুর রহমানের কার্যালয়ে আইন কর্মকর্তা হিসেবে আইনি বিষয়গুলো দেখাশোনা করবেন।

নেন ৮ সেপ্টেম্বর। তাঁর সভাপতিত্বে আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার ভাষণ দেবেন তারেক রহমান।

৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতির অফিসে ‘ডেপুটি চিফ অব ক্যাবিনেট’ হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া আব্দুল আলিম দীর্ঘদিন ধরে কূটনৈতিক পেশায় আছেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশনে কাজ করেছেন।

জাতিসংঘের কর্মকর্তারা জানান, সাধারণ পরিষদের সভাপতি সরাসরি জাতিসংঘের কর্মী নন এবং তিনি এ সংস্থা থেকে সরাসরি কোনো নিয়মিত বেতন পান না। সাধারণ পরিষদের সভাপতির বেতন-ভাতা, আবাসন বা বাড়ি ভাড়াসহ বিভিন্ন খরচ সাধারণত তার নিজের দেশ বা নিজ সরকার বহন করে থাকে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট ও ট্রাস্ট ফান্ড থেকেও কিছু ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

তারেক রহমানের কণ্ঠে রোহিঙ্গাদের কান্না, দেশের উন্নয়নের স্বপ্ন

ইফতেখার ইসলাম

একদিকে জাতিসংঘের বিশাল মঞ্চ, অন্যদিকে একের পর এক বৈঠক—নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চার দিনের সফর যেন পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের স্বার্থ নিয়ে এক ব্যস্ত কূটনৈতিক অভিযানে। বিশ্বনেতাদের সামনে বাংলায় নিজের প্রথম ভাষণ দিয়েছেন তিনি। তার আগেই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট থেকে ভুটান, মালদ্বীপ, হাইতি ও ক্রোয়েশিয়ার শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কথা বলেছেন জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে দিয়েছেন পাঁচ দফা প্রস্তাব। জলবায়ু, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ও এসেছে আলোচনার টেবিলে।

নিউইয়র্কে পা রাখার পর থেকে সময় যেন খুব দ্রুত এগিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। আনুষ্ঠানিক বৈঠক, জাতিসংঘের অধিবেশন, বিশ্বনেতাদের সঙ্গে করমর্দন, দ্বিপক্ষীয় আলোচনা, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়—সব মিলিয়ে ব্যস্ততায় কেটেছে প্রতিটি দিন। প্রথম পূর্ণ কর্মদিবসেই নির্ধারিত ১২টি কর্মসূচির মধ্যে ১০টিতে অংশ নিয়েছেন তিনি। তার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের মর্যাদা তুলে ধরা।

এরই মধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে নিজের প্রথম ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় দেওয়া এই ভাষণে বাংলাদেশের অবস্থান ও অগ্রাধিকার বিশ্বনেতাদের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, শান্তি ও নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মানবিক সংকট এবং রোহিঙ্গা সমস্যার মতো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সফরের শুরু থেকেই সরকার এসব বিষয়কে প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেছিল।

বিশ্বমঞ্চে প্রথম বড় উপস্থিতি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এবারের জাতিসংঘ সফরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক গুরুত্বের একটি বড় কারণ তার এটি প্রথম ইউএনজিএ সফর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এটিই তার প্রথম অংশগ্রহণ। একই সঙ্গে এটি তার পরিবারের জাতিসংঘের সঙ্গে দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততারও নতুন অধ্যায়।

এর আগে তার বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১১তম বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য দেন। পরে তার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯৩ সালে সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং পরবর্তী বছরগুলোতেও জাতিসংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন ও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। ফলে তারেক রহমানের এবারের ভাষণকে পরিবারের তৃতীয় সদস্যের জাতিসংঘের সর্বোচ্চ এই মঞ্চে উপস্থিতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তবে পারিবারিক ধারাবাহিকতার বাইরে এই ভাষণের আলাদা গুরুত্বও রয়েছে। কারণ, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে রয়েছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, রোহিঙ্গা সংকট, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব জোরদারের মতো একাধিক চ্যালেঞ্জ। ফলে জাতিসংঘের মঞ্চে বাংলাদেশের নতুন সরকারের অগ্রাধিকার তুলে ধরার সুযোগটি এবারের সফরে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলায় বক্তব্য, বাংলাদেশের নিজস্ব কণ্ঠ

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বাংলা ভাষার ব্যবহার। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলায় বাংলাদেশের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি দেশের জনগণের আবেগ, প্রত্যাশা ও অগ্রাধিকারকে সরাসরি উপস্থাপন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন ভাষণের আগে জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বাংলায় বক্তব্য দেবেন এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তুলে ধরবেন।

বাংলা ভাষায় দেওয়া বক্তব্যের প্রতীকী গুরুত্বের পাশাপাশি এর বিষয়বস্তুও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল—জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মানবিক বিষয় এবং রোহিঙ্গা সংকট ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে। দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ও আলোচনায় থাকার কথা জানানো হয়েছিল।

জলবায়ু থেকে বিশ্বশান্তি

বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন কোনো দূরের আন্তর্জাতিক ইস্যু নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন ও লবণাক্ততার মতো ঝুঁকি দেশের কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত।

জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের



কর্মসূচিতেও জলবায়ু বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট অস্তিত্বগত হুমকি মোকাবিলায় একটি উচ্চপর্যায়ের সভায় অংশ নিয়েছেন এবং সেখানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেওয়ার কর্মসূচি ছিল। একই সঙ্গে ‘Climate Action and the Just Transition’ শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকেও অংশ নেন তিনি।

বাংলাদেশের কূটনীতিতে জলবায়ু অর্থায়ন দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলা, অভিযোজন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অর্থায়ন বাড়ানোর প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দাবি এবারও সামনে এসেছে।

এর পাশাপাশি বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। সংঘাত, বাস্তুচ্যুতি, মানবিক সংকট ও আন্তঃদেশীয় অপরাধের এই সময়ে বাংলাদেশ বহুপক্ষীয় সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার অবস্থান তুলে ধরেছে।

রোহিঙ্গা সংকট—সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক অগ্রাধিকার

নিউইয়র্ক সফরের সবচেয়ে ধারাবাহিক বিষয়গুলোর একটি ছিল রোহিঙ্গা সংকট। প্রধানমন্ত্রী একাধিক বৈঠকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডির সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিনের বাস্তুচ্যুতি এবং তাদের নিরাপদে নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও সমন্বিত উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এর আগে মিয়ানমারবিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত জুলি বিশপের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেন। রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ভূমিকার বিষয়টি সেখানে গুরুত্ব পায়।

২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত রোহিঙ্গা সংকটবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের পার্শ্ব-আলোচনাতেও বাংলাদেশ বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী পাঁচ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ছিল সংকটের মূল কারণ মোকাবিলা, আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ জোরদার এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পথ তৈরি করা।

বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গা সংকট শুধু মানবিক সমস্যা নয়; এটি অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও যুক্ত। কক্সবাজারে দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার অবস্থানের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি, পরিবেশ ও অবকাঠামোর ওপর চাপ তৈরি হয়েছে। ফলে জাতিসংঘের মতো বৈশ্বিক মঞ্চে সংকটটির স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাওয়া বাংলাদেশের কূটনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠক, তুরস্কের সঙ্গে নতুন সম্ভাবনা

সফরের অন্যতম আলোচিত বৈঠক ছিল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠক।

জাতিসংঘের অধিবেশনের ফাঁকে তুর্কি হাউসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও বহুমাত্রিক করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

এই বৈঠক বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দুই দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা শিল্প ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও দুই দেশের আগ্রহ রয়েছে বলে বৈঠক-পরবর্তী তথ্য থেকে জানা যায়।

এরদোয়ান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ফলে নিউইয়র্কের এই বৈঠক ভবিষ্যৎ দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগের একটি নতুন ধাপ তৈরি করতে পারে।

ভুটান, মালদ্বীপ ও হাইতির সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক ছিল। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং তোবগে এবং মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ লতিফের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

হাইতির প্রধানমন্ত্রী আলিক্স দিদিয়ের ফিস-আইমের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এসব বৈঠক থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট—বাংলাদেশ শুধু বড় শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ককে গুরুত্ব দিচ্ছে না, বরং বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার সঙ্গে বৈঠকও ছিল সফরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বর্তমানে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, অবকাঠামো, জ্বালানি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে বিশ্বব্যাংকের মতো বহুপক্ষীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ সরকারের অর্থনৈতিক কূটনীতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

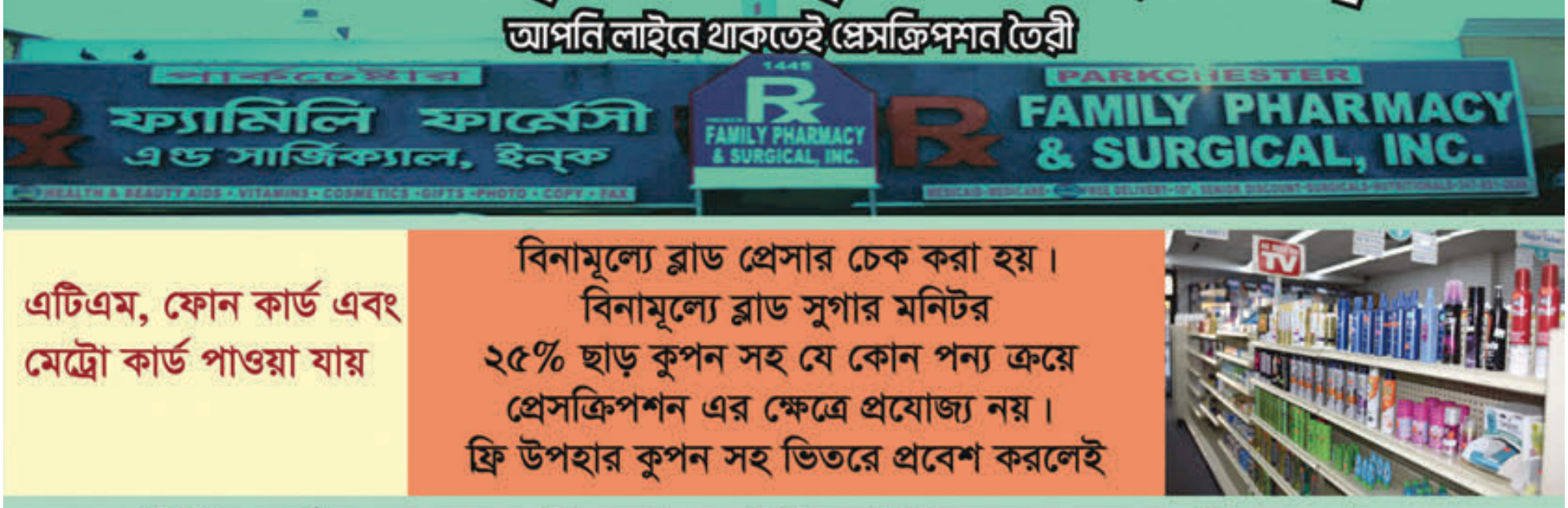
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার
- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড



Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ, জমজম ড্রাগস ও আস-সালাম ফার্মেসি

JANNAT Rx PHARMACY

সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

জ্যাকসন হাইটস

জান্নাত ফার্মেসি

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com

উডসাইড

বিসমিল্লাহ ফার্মেসি

6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017

জ্যামাইকা

আস-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717

ব্রঙ্কস

জমজম ড্রাগস ফার্মেসি

3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections

Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



ঢাকা–নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট ফেরানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ আগামী বছর ঢাকা ও নিউইয়র্কের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে। ১৬ সেপ্টেম্বর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে বৈঠকে এ পরিকল্পনার কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিপুল বাংলাদেশি কমিউনিটির ভ্রমণ সুবিধার কথা বিবেচনা করে সরাসরি ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশিদের জন্য খবরটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সরাসরি ফ্লাইট চালু হলে ঢাকা–নিউইয়র্ক যাত্রায় সংযোগ-ফ্লাইটের ওপর নির্ভরতা কমতে পারে এবং বাংলাদেশি যাত্রীদের ভ্রমণ আরও সহজ হতে পারে।

অংশ নেবে না ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

সংবিধান সংশোধন বৈঠক

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই সনদে সই করা রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতাদের সঙ্গে জাতীয় সংসদের সংবিধান সংশোধন-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটির বৈঠকে অংশ নেবে না ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) এ বৈঠক বসবে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সংবিধান সংস্কার-সংক্রান্ত জুলাই গণভোটের সিদ্ধান্ত অমান্য করে সরকারের মনমতো সংবিধান সংশোধন করার খেলায় অংশ নিতে চায় না। তাই আজকের বৈঠকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ যোগ দেবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনে করে জুলাই সনদ ও গণভোটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংবিধান সংস্কার হতে হবে।

নজরদারির আন্তর্জাতিক ঝুঁকি থাকছে এসআরবির

ঢাকা ডেস্ক

পুলিশ বাহিনীর বিশেষ ইউনিট স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) অতীতের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) উত্তরসূরি হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করছেন কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকেরা। এ কারণে নাম নতুন হলেও বাহিনীটি আন্তর্জাতিক নজরদারি বা নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকিমুক্ত থাকবে না বলেই মনে করেন তাঁরা।

র‍্যাব বিলুপ্ত করে নতুন নামে এসআরবি করা হলেও প্রায় সবই র‍্যাবের মতো থাকছে। এই ধারাবাহিকতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এসআরবিকে র‍্যাবের উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করতে পারে।

সাবেক কূটনীতিক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমেরিকান উইংয়ের তৎকালীন মহাপরিচালক মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘নতুন নামে আসা বিশেষ বাহিনী আরও বেশি নজরদারির মধ্যে পড়তে পারে। আগের বাহিনীর ইতিহাসের কারণে তাদের ছোটখাটো মানবাধিকার লঙ্ঘনও বড় করে দেখা হতে পারে।’

সাবেক রাষ্ট্রদূত মাহফুজুর রহমানের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ সাধারণত শুধু প্রতিষ্ঠানের নাম দেখে সিদ্ধান্ত নেয় না। নতুন বাহিনীর নেতৃত্ব, সদস্য ও কর্মকর্তা, আইনগত ভিত্তি, কমান্ড কাঠামো, কার্যক্রম ও বিধিবিধান এবং আগের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধারাবাহিকতা সম্পর্কের পরিবর্তন করা হলে তা বিদেশি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার বা ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়তে সহায়তা করবে কি? বিশ্বের নজির কী বলে—এসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সামগ্রিক সম্পর্কের উন্নতিও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব এবং বাহিনীটির বর্তমান ও সাবেক ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাহিনী বা কর্মকর্তা কারও ক্ষেত্রেই তা প্রত্যাহার হয়নি।

সংসদে এসআরবি গঠন-সংক্রান্ত বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, র‍্যাবের সঙ্গে এসআরবির কোনো সংস্পর্শ নেই। র‍্যাবের জনবল, সম্পদ, দায়দেনা—সবই নতুন সংস্থায় হস্তান্তর করার বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় না করার লক্ষ্যেই তা করা হয়েছে।

এর আগে গত ১৮ মে র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে র‍্যাবকে ব্যবহারের কারণে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। তবে নাম বদল বা পুনর্গঠন করা হলে যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

বাহিনীর নাম পরিবর্তন হলেও লোগো ও ইউনিফর্ম পর্যন্ত এখনো কার্যত একই। প্রতীকে আগের সব ঠিক রেখে র‍্যাবের তিনটি ইংরেজি অক্ষরের বদলে বসেছে এসআরবি। যদিও ১৫ সেপ্টেম্বর বাহিনীর মহাপরিচালক (ডিজি) ও অতিরিক্ত আইজিপি মো. আহসান হাবীব পলাশ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর ঘোষণা দিয়ে বলেন, এসআরবির লোগো, পতাকা এবং পোশাক পরিবর্তনের বিষয়টি চলমান রয়েছে।

সার্বিকভাবে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, বিলুপ্ত র‍্যাবেরই জনবল, কমান্ড কাঠামো ও কার্যক্রমের বড় অংশ অপরিবর্তিত রেখে মূলত নাম পরিবর্তন করা হলে তা বিদেশি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার বা ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়তে সহায়তা করবে কি না।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ দপ্তর এবং বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের বিভিন্ন সময় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে আইনশৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা বাহিনীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অন্তত ১৭ থেকে ১৮টি ইউনিট ও কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি দপ্তরের। নাম পরিবর্তন করে কেউ নিষেধাজ্ঞার হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

ইরানের ল এনফোর্সমেন্ট ফোর্সেস (এলইএফ) ২০১১ সালে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে। ২০২১ সালে বাহিনীটির নাম ও সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন করে ল এনফোর্সমেন্ট কমান্ড (ফারাজা) করা হলেও আগের নিষেধাজ্ঞা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়নি। কারণ, নতুন বাহিনীকে আগেরটির উত্তরসূরি হিসেবেই দেখা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও এমন নজির আছে।

বাহিনীর নাম পরিবর্তন করলেই ভাবমূর্তির পরিবর্তন বা অতীতের দায় মুছে যাবে—এমন মনে করেন না মানবাধিকার এবং সুশাসন নিয়ে কাজ করা জ্যেষ্ঠ অধিকার কর্মীরা।

গুম-সংক্রান্ত কমিশনের সদস্য ও মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন বলেন, ‘র‍্যাব বিলুপ্ত করার ধরনে প্রতীয়মান হয়, এটি নতুন মোড়কে পুরোনো বাহিনী। মৌলিক কোনো পরিবর্তন নেই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এটিকে র‍্যাবের উত্তরসূরি হিসেবেই বিবেচনা করবে। তাই নতুন এই বাহিনীও বিভিন্নভাবে প্রশ্নের মুখে থাকবে।’

তেলের দাম বৃদ্ধিতে এনসিপির বিক্ষোভ

ঢাকা অফিস

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার রাজধানীতে বিক্ষোভ করেছে এনসিপি। এ কর্মসূচি থেকে দলটির নেতারা বিএনপি সরকারকে বিদায়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকার জনগণের গলায় ছুরি বসিয়েছে। যারা জনগণের গলায় ছুরি বসায়, তাদের আর ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজন নেই।

রাজধানীর বাংলামোটরে সমাবেশের পর এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখার ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলটি শেরাটন মোড়ে সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বাংলামোটর মোড়ে সমাবেশে বক্তব্য দেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে জ্বালানিসংকট রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সংকট মোকাবিলার সক্ষমতা যে বিএনপি সরকারের নেই, সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

বিএনপি সরকার ইতিমধ্যে দেশের মানুষের সামনে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে মন্তব্য করে নাসীরুদ্দীন বলেন, এই ব্যর্থ সরকারকে আমরা লংমার্চ থেকে বলেছি, তাদের সামনে একটাই পথ আছে—এক দফা দাবি। যদি সরকার মনে করে যে বিরোধী দল বা ১১–দলীয় জোট আমাদের কী করবে, আমরা বলব ১১–দলীয় জোট কিছু করবে না, জনগণ রাস্তায় আপনাদের ধাওয়া দেবে। কারণ, জনগণের পেটে আপনারা লাথি দিয়েছেন।

মিছিলে এনসিপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক ইসহাক সরকার ও সদস্যসচিব এস এম শাহরিয়ার, ঢাকা জেলা উত্তরের আহ্বায়ক নাবিলা তাসনিদ, দলের যুব সংগঠন যুবশক্তির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ সোহেল, শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির সদস্যসচিব ঋআজ মোর্শেদসহ এনসিপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা অংশ নেন।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

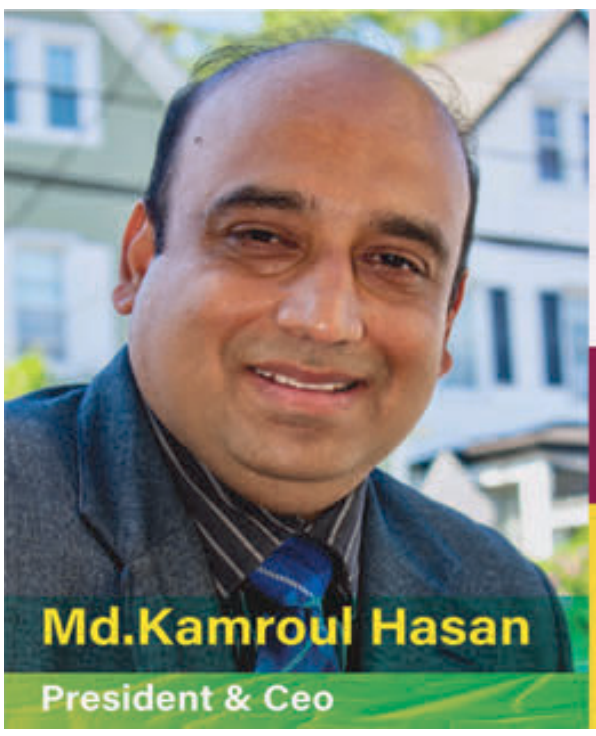
পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়



PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন TRANSLATION TAX FILING HELP

ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স



Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন



CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি



★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician



আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLENTECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005



EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।



- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE



বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra palace Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880


250 YEARS
OF THE UNITED STATES
UNITED IN FAITH
DIVERSE IN CULTURE
ONE UMMAH. ONE NATION.
PROUD AMERICANS.
Many Cultures. One Faith. One Future.
FAITH
HERITAGE
COMMUNITY
A STRONGER
TOMORROW
MUSLIM
DAY PARADE
A CELEBRATION OF FAITH, HERITAGE & COMMUNITY
SAVE
THE PEOPLE
WE ARE ATTENDING THIS PARADE
PROUDLY!
You Join Please!
SUNDAY
SEPTEMBER 27, 2026
STARTING AROUND
11:00 AM
STARTING AT
41ST & MADISON AVENUE
NEW YORK, NY
PEACE
UNITY
COMMUNITY
TOGETHER WE BUILD A STRONGER AMERICA
FAITH
BUILDS
BRIDGES
ONE UMMAH. ONE NATION. ONE FUTURE.
WE ARE AMERICA. WE ARE ONE.



আমরা দিচ্ছি বিশ্বস্ত ও যত্নশীল সেবা

লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোম কেয়ার এজেন্সি

NY HOME CARE SERVICE INC.

আমাদের সেবাসমূহ

PCA

OPWDD

HHA

কর্মসংস্থানের সুযোগ

যোগ্য HHA ও PCA সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়

আমরা HHA ও PCA সার্টিফিকেটও প্রদান করছি



ফয়সাল আজিজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্

যোগাযোগ করুন

718-874-0047

ই-মেইল: **info@nyhcs.org**

ওয়েবসাইট: **www.nyhcs.org**



এম. আজিজ
প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা | **বিশ্বস্ত সহযোগী** | **মানসিক শান্তি**

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ)

২৭শে সেপ্টেম্বর-২০২৬
রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

স্থান: চট্টগ্রাম ভবন ৫৪৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক

মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে

প্রধান আলোচক:
ড. সাইয়্যদ মুফতি মুহাম্মদ আনসারুল করিম আল আজহারী (মঃজিঃআঃ)
ইমাম, খতিব ও প্রিন্সিপাল, হযরত বেলাল জামে মসজিদ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক

মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন কমিটি - ২০২৬

আহ্বায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সদস্য সচিব
মোঃ কলিম উল্লাহ - (631) 535-0339	হাজী মোহাম্মদ টি আলম (347) 996-7315	মোঃ তানিম মহসিন (347) 415-9369
যুগ্ম আহ্বায়ক	সমন্বয়কারী	যুগ্ম সদস্য সচিব
সোহেল আজিজ (929) 335-8175	মোহাম্মদ শফিকুল আলম - (646) 457-5746	মোঃ আখতার হোছাইন - (646) 750-9638
যুগ্ম আহ্বায়ক	সমন্বয়কারী	যুগ্ম সদস্য সচিব
মোহাম্মদ নুরুল আমিন (917) 294-4046	মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন - (929) 582-1261	মোহাম্মদ জাবের শফি - (203) 496-2572

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ
মোহাম্মদ আলী নুর ❖ ফরিদ আহমেদ চৌধুরী ❖ অজয় প্রসাদ তালুকদার ❖ ইমরুল কায়সার ❖ মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী ❖ মোহাম্মদ ঈসা ❖ মোঃ নাছির উদ্দিন ❖ পল্লব রায়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

অব্দুর রহিম, মোহাম্মদ হানিফ, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী, মনির আহম্মদ, মুহাম্মদ ইলিয়াছ মিঞা, মুহাম্মদ ওয়াহিদী, সরওয়ার জামান সিপিএ, জুবায়ের মানিক, সৈয়দ মোরশেদ রিজভী চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম, মুহাম্মদ এনাম চৌধুরী, কামাল হোসেন মিঠু, মুহাম্মদ শাহজাহান, আবুল কাশেম চঞ্চল, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, সরওয়ার হোসেন, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, মুহাম্মদ সরোয়ার, মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, আরিফ চৌধুরী, জামাল চৌধুরী, মোহাম্মদ দিদারুল আলম, মোহাম্মদ জাকির, খোকন কে চৌধুরী, বাবি চৌধুর, শ্রাবনী সিপিএ, নবী চৌধুরী, ইব্রাহিম দিপু, মোঃ ওমর ফারুক, নওশাদ কামাল, মোঃ নুরুউদ্দিন জুয়েল, নুরুল আজিম, খোরশেদ খন্দকার, হাজী তৌহিদুল আলম, মুহাম্মদ আমিন, মুহাম্মদ শওকত হোসেন, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ এম হোসেন বাবর, সাহাব উদ্দিন চৌধুরী (শিটন), মতিউর চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহ নূর, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, বেলাল মাহমুদ, ফোরকান উদ্দীন, আব্রাব আলী খান (শিটন), মোঃ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ দিদারুল আলম, মুহাম্মদ কাউছার, মোহাম্মদ নেজবাহ উদ্দিন, মুহাম্মদ শাহাজাহান, আবুল কাশেম, মোঃ নাজিম উদ্দিন, মোঃ সেলিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, উত্তম দাশ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, মুহাম্মদ সোলাইমান, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এডভোকেট হামিদ, ফারুক আলী তালুকদার, মামুনুর রশিদ, মুহাম্মদ শাহনূর, মুহাম্মদ মির হোসেন, মুহাম্মদ নজরুল, প্রফেসর ইকবাল, সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ মানু, নজরুল চৌধুরী, মুহাম্মদ করিম, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ রফেকুল আলম, মুহাম্মদ শওকত, নিক্কি বাবু, শুভ্রাট, মুহাম্মদ বাবলু, মুহাম্মদ বাহুন আলী, মুহাম্মদ হাসান, রিংকু চৌধুরী, তৌহিদুল আলম চৌধুরী, বেলাল হোসেন ও কাজী এমরান।

মোহাম্মদ আবু তাহের
সভাপতি
917-775-4178

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
646-932-4342

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
CHITTAGONG ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ জাবের শফি কর্তৃক প্রচারিত
www.ctgassociation-na.org

সল্টলেক সিটিতে উৎসবমুখর পরিবেশে ৪৫তম বিএমএএনএ কনভেনশন

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা, পেশাগত উৎকর্ষ, সাংস্কৃতিক বন্ধন ও পারিবারিক আনন্দের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি চিকিৎসকদের জাতীয় পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার (বিএমএএনএ) ৪৫তম বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর উটাহর মনোরম সল্টলেক সিটিতে অনুষ্ঠিত এ কনভেনশনে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি চিকিৎসক, তাদের পরিবার ও অতিথিরা অংশ নেন।

এবারের কনভেনশনে চিকিৎসাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা, গবেষণা, শারীরিক সুস্থতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও পারিবারিক বিনোদনের সমন্বিত আয়োজন ছিল। কনভেনশনের বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তরুণ চিকিৎসকদের জন্য তরুণ চিকিৎসক ফোরাম ও পোস্টার উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি নারী চিকিৎসক ফোরাম, যুব ফোরাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

কনভেনশনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল শিশু-কিশোরদের জন্য সিপিআর প্রশিক্ষণ। জরুরি পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার প্রাথমিক কৌশল সম্পর্কে শিশুদের হাতে-কলমে ধারণা দেওয়া হয়। এ উদ্যোগ অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর মধ্যে বিশেষ প্রশংসা পায়। কনভেনশনের সোমবারের আউটডোর কর্মসূচিও ছিল অন্যতম আকর্ষণ। চিকিৎসক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতার কার্যক্রমে অংশ নেন। দিনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে অনেকেই প্রায় ১৬ হাজার পদক্ষেপ হাঁটেন।

আউটডোর কর্মসূচিতে ব্রাইডাল ভেইল ফলস, হেরিটেজ পার্ক, ক্যানিয়ন গ্লেন পার্ক এবং উটাহ স্টেট ক্যাপিটল ভবন পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি হিবার সিটির ঐতিহাসিক ট্রেনে ভ্রমণও চিকিৎসক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আনন্দময় ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।

কনভেনশনে চিকিৎসা, মানবসেবা ও সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কয়েকজন চিকিৎসককে সম্মাননা দেওয়া হয়। এতে আজীবন সম্মাননা পান ডা. রফিক আহমেদ। মানবিক সেবা সম্মাননা পান ডা. আজমাল সোবহান ও ডা. এহসানুর রহমান। বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা পান ডা. কমল কলি হোসাইন, ডা. আবদুল বাসেত খান, ডা. মাহবুব রহমান এবং ডা. জাকিয়া হোসাইন লিপা।

কনভেনশনে বিএমএএনএর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. শফিউল হাসানসহ সংগঠনের সাবেক ও প্রবীণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ডা. এহসানুর রহমান, ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেক, ডা. জিয়াউর রহমান, ডা. মাকসুদ চৌধুরী, ডা. নাজমুল খান ও ডা. চৌধুরী হাফিজ এ আহসানসহ আরও অনেকে ছিলেন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি, তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সংগঠনের দীর্ঘ পথচলার স্মৃতিচারণ কনভেনশনে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

কনভেনশনের বিভিন্ন পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য আসর। সাহিত্য আসর পরিচালনা করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক সংবাদ পাঠক ডা. মইনুদ্দিন মুন্সী। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের জন্যও ছিল নানা বিনোদনমূলক আয়োজন। কনভেনশন উপলক্ষে বিশেষ ম্যাগাজিন ও স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এতে বিএমএএনএর কর্মকাণ্ড, চিকিৎসকদের লেখা, গবেষণা, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন স্মৃতিচারণ স্থান পায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএমএএনএর সভাপতি ডা. আয়েশা শিকদার, মহাসচিব ডা. আহমেদ মোরশেদ, কনভেনর ডা. তানভীর হোসেন কেনেডি এবং কো-কনভেনর ডা. ফিরোজ হোসেন।

এবার চিকিৎসকদের নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়েও একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডা. ইউসুফ আল মামুনের পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের দেহের ভরসূচক, রক্তে দীর্ঘমেয়াদি শর্করার মাত্রা, উচ্চ রক্তচাপ এবং নিয়মিত ওষুধ সেবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি তাৎক্ষণিক গবেষণা পরিচালনা করে কনভেনশনে তা উপস্থাপন করা হয়।

কনভেনশনের প্রতিটি কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



















ব্রুকলিনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের কর্মী সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে নিউইয়র্কে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার ব্রুকলিনের রাঁধুনী রেস্টুরেন্টে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, আয়োজক ও ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীরা বক্তব্য দেন। তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যদের নির্বাচনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি প্যানেলের পরিকল্পনা, লক্ষ্য ও নির্বাচনী কর্মসূচি তুলে ধরেন। সেইসাথে বাংলাদেশি প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সেলিম-আলী প্যানেলের প্রার্থীরা বলেন, নির্বাচিত হলে কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি জোরদারের কথা তুলে ধরেন তারা।



আড্ডা রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন

জ্যাকসন হাইটস

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আড্ডা রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে নতুন এ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রহিম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আড্ডা রেস্টুরেন্টের পরিচালক আমিনুল ইসলাম মিঠুসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আড্ডা রেস্টুরেন্টের পরিচালক আমিনুল ইসলাম মিঠু বলেন, মানসম্মত খাবার পরিবেশন এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে তারা সবসময় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে আসছেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটানোর জন্য জ্যাকসন হাইটসের শাখায় সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। সবার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার আশাবাদ ব্যক্ত করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এর আগে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে যাত্রা শুরু করে আড্ডা রেস্টুরেন্ট। ব্রঙ্কস শাখায় গ্রাহকদের সাড়া ও জনপ্রিয়তার পর এবার বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে দ্বিতীয় শাখা চালু করা হলো। নতুন শাখাটি সপ্তাহের সাত দিনই সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান পরাশক্তিগুলো একা পারবে না: জাতিসংঘ মহাসচিব

নিউজ ডেস্ক



আন্তোনিও গুতেরেস

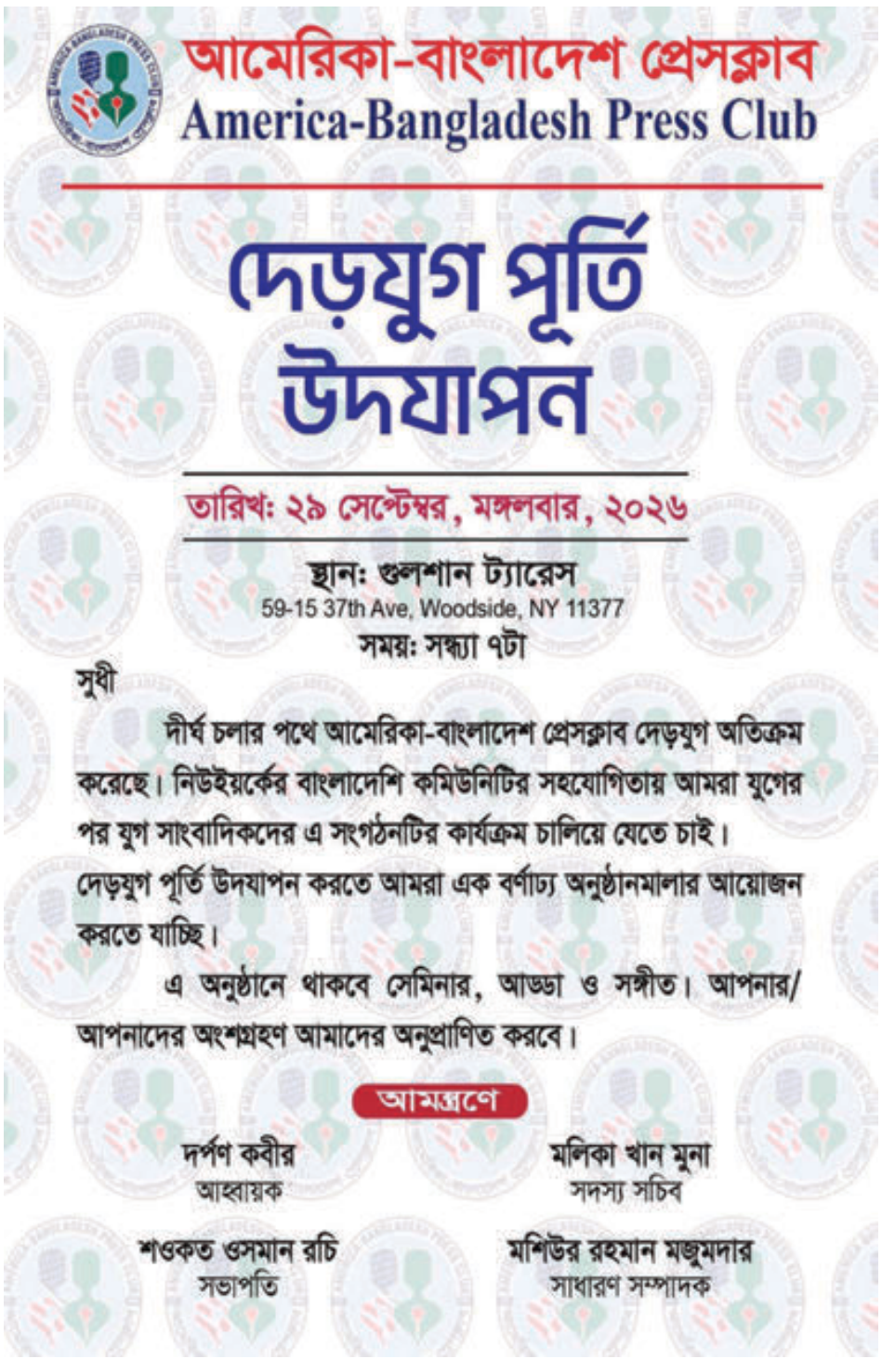
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, সামরিক, অর্থনৈতিক কিংবা প্রযুক্তিগত শক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো একা নিরাপত্তা নিশ্চিত বা বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামো ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং বিশ্ব নজিরবিহীন নানা সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া নিজের শেষ ভাষণে গুতেরেস বলেন, গত এক দশকে যুদ্ধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্য, জলবায়ু সংকট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত বিকাশ বিশ্বকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর ভাষায়, বিশ্বের বিভাজন এখন ‘ফাটল থেকে গভীর খাদে’ পরিণত হয়েছে।

মহাসচিব বলেন, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে, বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, ক্ষুধাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং মানবিক সহায়তাকর্মীরা নিহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক আইনও বারবার উপেক্ষিত হয়েছে। একই সময়ে ভূরাজনৈতিক বিভাজন বেড়েছে, বৈষম্য তীব্র হয়েছে ও পারস্পরিক আস্থা কমেছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীরে সহিংসতা, বাস্তুচ্যুতি ও বসতি সম্প্রসারণ শান্তির পথকে আরও কঠিন করে তুলছে বলেও মন্তব্য করেন জাতিসংঘ মহাসচিব।









অঙ্গন পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL

89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432





- বিয়ে
- বিবাহ বার্ষিকী
- আকিকা
- বেবি শাওয়ার
- জন্মদিন
- সভা-সেমিনার
- গ্র্যাজুয়েশন পার্টি

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো

এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়

929-512-6426

ইমেইল:
anganhallny@gmail.com



ওজনপার্কে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ‘ভোজন বিলাস’র উদ্বোধন

রশীদ আহমদ

নিউইয়র্কের ওজনপার্কে নতুন সাজে ও নতুন ব্যবস্থাপনায় যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশি খাবারের রেস্টুরেন্ট ‘ভোজন বিলাস’। সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় ব্রুকলিনের ১১৫৯ লিবার্টি অ্যাভিনিউতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেস্টুরেন্টটির পুনঃউদ্বোধন করা হয়।

ইয়র্ক বাংলার সম্পাদক মাওলানা রশীদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সরওয়ার মিলন।

স্বাগত বক্তব্যে রেস্টুরেন্টের অন্যতম কর্ণধার কামরুল ইসলাম অতিথিদের ধন্যবাদ জানান এবং তাদের পরিবেশিত বিভিন্ন হালাল খাবার ও সেবার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গ্রাহকদের সুবিধা ও পারিবারিক পরিবেশের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ফ্যামিলি প্যাকেজ ও বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বায়তুল মামুর মসজিদ অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন ব্যবসায়িক সততা ও ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যেকোনো ব্যবসায় ধৈর্য ধরে সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।”

অনুষ্ঠান শেষে দেশ, জাতি ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. রুহুল আমীন, মসজিদ আল আমানের সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল, সাপ্তাহিক বাংলাদেশের সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও মো. রব মিয়া, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও ইয়র্ক বাংলার নির্বাহী সম্পাদক জামীল আনসারী এবং সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমদসহ অনেকে।

প্রতিষ্ঠানটির যৌথ পরিচালনায় রয়েছেন কামরুল ইসলাম, নূর আলম সিদ্দিক মুন্না, নূরুল ইসলাম বুলবুল, মোর্শেদ আলম, মুহসিল কবীর, মুতাসিম বিল্লাহ সিরাজী ও মুহাম্মদ ফিরোজ।

রেস্টুরেন্টের প্রচারপত্র অনুযায়ী, খাবারের তালিকায় রয়েছে আকর্ষণীয় সব ফ্যামিলি প্ল্যাটা। ‘ভোজন বিলাস স্পেশাল ফ্যামিলি প্ল্যাটারে’ ২–৩ জনের প্যাকেজের মূল্য ৩৯.৯৯ ডলার এবং ৪–৫ জনের প্যাকেজের মূল্য ৬৯.৯৯ ডলার। এতে রয়েছে চিকেন শিক কাবাব, চিকেন বটি কাবাব, বিফ কোফতা, ল্যাম্ব চপ, চিংড়ি, বাটার নান, মৌসুমি সালাদ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।

প্রতি শুক্রবার ও শনিবার রাত ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত থাকছে ৩০টিরও বেশি আইটেম সমৃদ্ধ বিশেষ বুফে ডিনার। যার মূল্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১৪.৯৯ ডলার এবং ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৯.৯৯ ডলার।

রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, সপ্তাহের সাত দিনই খোলা থাকবে ভোজন বিলাস। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত প্রাতরাশ এবং প্রতি শুক্রবার ও শনিবার রাতে বিশেষ বুফে ডিনারের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া খুব শিগগিরই গ্রাবহাব, উবার ইটস ও ডোরড্যাশের মাধ্যমে অনলাইনে খাবার ডেলিভারির সুবিধা চালু হবে।

জন্ম পর্যটন ঠেকাতে নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে জন্ম পর্যটন পরিচালনা এবং এতে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতি ঘোষণা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিদেশি বাণিজ্যিক জন্ম পর্যটন নেটওয়ার্কগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করছে। এসব নেটওয়ার্ক বিদেশি নাগরিকদের ভিসা আবেদনে মিথ্যা তথ্য দিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বিপুল অর্থের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

নতুন নীতিটি অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ২১২(এ)(৩)(সি) ধারার অধীনে কার্যকর করা হচ্ছে। এর আওতায় যারা জেনেশুনে যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক জন্ম পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বা এতে সহায়তা করেন, তাদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। নীতির আওতায় বাণিজ্যিক জন্ম পর্যটন নেটওয়ার্কের মালিক, পরিচালনাকারী ও ব্যবস্থাপক, ভিসা আবেদনকারীদের প্রতারণার কৌশল শেখানো ভিসা মধ্যস্থতাকারী এবং জেনেশুনে এ ধরনের ভ্রমণ ও সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার অপব্যবহারে সহায়তাকারী বিদেশি চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রুবিও বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন নাগরিকত্বের অখণ্ডতা রক্ষা, সরকারি সুবিধা ও মার্কিন করদাতাদের সুরক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা ব্যবহার করছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো শিশুর জন্য মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিতে যাওয়া জন্ম পর্যটন ভিজিটর ভিসার অনুমোদিত উদ্দেশ্য নয়। নতুন নীতিটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিতে ভ্রমণকারীদের নয়, বরং এ ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা, অর্থায়ন বা সহায়তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরও লক্ষ্য করছে।



সদ্য জন্মানো শিশুসহ অ্যালিস ট্রেইল ফোর্ডের পরিবার

৩৪ বছর পর এই প্রথম কোনো শিশু জন্মাল প্রত্যন্ত এক স্কটিশ দ্বীপে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

স্কটল্যান্ডের প্রত্যন্ত নর্থ রোনাল্ডসে দ্বীপে ৩৪ বছর পর প্রথমবারের মতো জন্ম নিয়েছে একটি শিশু। গত ১৫ সেপ্টেম্বর জন্ম নেওয়া শিশুটির নাম ডানকান ওয়াইল্ডার থর্সটেইন ট্রেইল সুয়ারেজ ফোর্ড। তার মা অ্যালিস ট্রেইল ফোর্ড বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সিএনএনকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

নর্থ রোনাল্ডসে স্কটল্যান্ডের অর্কনি দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উত্তরের দ্বীপ। এর দৈর্ঘ্য প্রায় তিন মাইল এবং প্রস্থ দুই মাইল। স্কটিশ সরকারের ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, দ্বীপটির জনসংখ্যা ছিল ৭২ জন। তবে অ্যালিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সেখানে বসবাস করেন মাত্র ৫১ জন।

অ্যালিস ট্রেইল ফোর্ড ও তাঁর বাগ্‌দত্তা হোর্হে সুয়ারেজ কোস্টারিকা ও নর্থ রোনাল্ডসের মধ্যে সময় ভাগ করে বসবাস করেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল কোস্টারিকাতেই সন্তান জন্ম দেওয়ার। এমনকি দ্বীপে যাওয়ার সময় ফেরার বিমান টিকিটও কাটা ছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পরই অ্যালিস সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

তিনি বলেন, দ্বীপে পৌঁছেই তাঁর মনে হয়েছিল, এখানেই সন্তান জন্ম দেওয়াই হবে সবচেয়ে বিশেষ, আনন্দময় ও সহায়ক অভিজ্ঞতা। অ্যালিসের পরিবার ১৭২৭ সালে দ্বীপটি কিনেছিল। তিনি জানান, শৈশব থেকেই প্রতিবছর নর্থ রোনাল্ডসে ফিরে আসছেন এবং দ্বীপটির সঙ্গে তাঁর গভীর পারিবারিক ও আবেগের সম্পর্ক রয়েছে।

অ্যালিস সন্তান জন্ম দেন হল্যান্ড হাউসে—যে বাড়িটি তাঁর পূর্বপুরুষেরা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, এটি তাঁর পূর্বপুরুষের বাড়ি এবং দ্বীপটির সঙ্গে তাঁর এমন এক সম্পর্ক রয়েছে, যেন দ্বীপটিই তাঁকে বড় করে তুলেছে।

অ্যালিস মনে করেন, এত দীর্ঘ সময় দ্বীপে কোনো শিশু জন্ম না নেওয়ার অন্যতম কারণ সেখানে চিকিৎসাসেবার সীমাবদ্ধতা। নর্থ রোনাল্ডসে কোনো হাসপাতাল বা চিকিৎসক নেই; রয়েছেন মাত্র একজন আবাসিক নার্স। দ্বীপ থেকে অর্কনির মূল ভূখণ্ডে নৌপথে যেতে প্রায় দুই ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগে।





NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416



আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে বিনামূল্যে শাকসবজি বিতরণ

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির (বিএএসজে) উদ্যোগে বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজনের মধ্যে তাজা শাকসবজি বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে সিটি হলের সন্মুখে শিলা অলিভার প্লাজায় সকাল এগারোটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। বিএএসজের গ্রীন গ্রোথ প্রজেক্ট এর মাধ্যমে উৎপাদিত তাজা শাকসবজি সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজনের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে বিএএসজের বিনামূল্যে শাকসবজি বিতরণ কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহরিয়ার আহমেদ , কর্মকর্তা গিয়াসউদদীন পাঠান বিনামূল্যে শাকসবজি বিতরণ কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

রাশিয়া হামলা করলে পাল্টা লড়াইয়ে প্রস্তুত লিথুয়ানিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লিথুয়ানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিনদাউগাস সিংকেভিসিয়ুস বলেছেন, রাশিয়ার হুমকি মোকাবিলায় নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। হামলা হলে তাঁর দেশ আত্মসমর্পণ করবে না। পাল্টা লড়াই করবে।

দেশটির আকাশসীমায় সম্প্রতি একটি ড্রোন ভূপাতিত করেন ন্যাটোর যুদ্ধবিমানের পাইলটরা। সেটির উৎস এখনো নিশ্চিত নয়। তবে লিথুয়ানিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্টাস কাউনাস বলেছেন, এটি বেলারুশের দিক থেকে এসেছিল। বেলারুশ লিথুয়ানিয়ার প্রতিবেশী ও রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মিত্র।

ড্রোন হামলাটির কয়েকদিনের মাথায় মিনদাউগাস সিংকেভিসিয়ুস নিজেদের প্রস্তুতির কথা জানালেন। বিবিসি নিউজনাইটে তিনি বলেন, রাশিয়ার কারণে লিথুয়ানিয়ার মানুষ নিয়মিত হুমকির মধ্যে থাকার অনুভূতি পাচ্ছেন। এখানে হামলা হলে 'আমরা পাল্টা লড়াই করব।' ইতোমধ্যে সম্ভাব্য বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে।

প্রস্তুতির উদাহরণ হিসেবে লিথুয়ানিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রবীণ নাগরিকদের শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া এবং যানজট এড়িয়ে চলার বিষয়গুলো আছে। তাঁর দেশ রুশ সীমান্তবর্তী হওয়ায় হুমকিরও অনেক কাছে আছে।

ন্যাটোর সদস্য দেশ লিথুয়ানিয়া রুশ ছিটমহল কালিনগ্রাদের স্থল সীমান্তের কাছে অবস্থিত। বিবিসিকে সিংকেভিসিয়ুস বলেন, 'আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছি। সবগুলো নিয়ে প্রকাশ্যে খুব বেশি আলোচনা করা হচ্ছে না। তবে আমরা সুনির্দিষ্ট হুমকির মুখে আছি। প্রতিদিন না হলেও আমরা এসব হুমকি মোকাবিলা করছি।' যুক্তরাজ্যকে উদ্দেশ্য করে সিংকেভিসিয়ুস বলেন, প্রতিরক্ষার বিষয়ে দেশটির 'মানসিকতায় পরিবর্তন' প্রয়োজন।

সম্প্রতি লিথুয়ানিয়ায় ড্রোন ভূপাতিতের ঘটনা নিয়ে মস্কো কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েস ষ্ট্রিটিং বলেছিলেন, ন্যাটো আবারও আকাশসীমা রক্ষায় নিজেদের প্রস্তুতি দেখিয়েছে। ন্যাটোর প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষায় আমরা প্রস্তুত।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার



Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।



সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



ultra mobile | SIMPLE MOBILE | h2o | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

নিউইয়র্কে ডেন্টাল অফিসে ফ্রন্ট ডেস্ক ও ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে কিডসমাইলসের বিভিন্ন শাখায় পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। নর্থ ব্যাবিলন শাখায় ফ্রন্ট ডেস্ক রিসেপশনিস্ট এবং নাসাউ কাউন্টির বিভিন্ন শাখায় ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দেওয়া হবে।
আবেদনকারীদের বন্ধুসুলভ আচরণ, দায়িত্বশীলতা, পেশাদারিত্ব ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। ডেন্টাল অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
পদের নাম: ফ্রন্ট ডেস্ক রিসেপশনিস্ট ও ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
কর্মস্থল: নর্থ ব্যাবিলন ও নাসাউ কাউন্টি, লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক
অভিজ্ঞতা: ডেন্টাল অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। উপযুক্ত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহীদের জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
ই-মেইল: Nicole@kiddsmiles.com

নিউইয়র্কের ফার্মিংডেলে বারটেন্ডার নিয়োগ
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ফার্মিংডেলে আউরা লাউঞ্জ অ্যান্ড বারে বারটেন্ডার নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনকারীর বারটেন্ডিংয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সন্ধ্যা, সাপ্তাহিক ছুটির দিন ও সরকারি ছুটিতে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজের অনুমতিও থাকতে হবে।
পদের নাম: বারটেন্ডার, কর্মস্থল: ফার্মিংডেল, নিউইয়র্ক, অভিজ্ঞতা: বারটেন্ডিংয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক
আবেদন যেভাবে: আগ্রহীদের জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
ই-মেইল: aurafarmingdale@gmail.com

নিউইয়র্কের আপার ইস্ট সাইডে হেয়ার স্টাইলিস্ট ও হেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ
নিউইয়র্কের আপার ইস্ট সাইডে একটি সেলুনে হেয়ার স্টাইলিস্ট ও হেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। পদগুলোতে খণ্ডকালীন ও পূর্ণকালীন কাজের সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বন্ধুত্বপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও গ্রাহকসেবায় দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি নতুন কিছু শেখার আগ্রহ থাকতে হবে।
পদের নাম: হেয়ার স্টাইলিস্ট ও হেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট
কর্মস্থল: ১২২৫ থার্ড অ্যাভিনিউ, আপার ইস্ট সাইড, নিউইয়র্ক
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন ও পূর্ণকালীন
অভিজ্ঞতা: স্টাইলিস্টদের কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন।
লাইসেন্স: কসমেটোলজি লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহীরা সরাসরি মেসেজ করতে পারেন অথবা জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টের তথ্য ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
ই-মেইল: onursalonnyc@gmail.com

ব্রুকলিনে শিশুদের ডে-কেয়ারে অ্যাসিস্ট্যান্ট শিক্ষক নিয়োগ
নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে কিন্ডার প্রেপ মন্টেসরি-তে শিশুদের সঙ্গে কাজের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ থেকে ১২ মাস বয়সী শিশুদের যত্ন ও প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তা করতে হবে।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট শিক্ষক, কর্মস্থল: ১৫ ব্রিজ পার্ক ড্রাইভ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন, সোমবার থেকে শুক্রবার
বেতন: ঘণ্টায় ২০ থেকে ২২ ডলার, অভিজ্ঞতা: শিশুদের সঙ্গে কাজের কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগ্যতা: হাইস্কুল শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।
ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম হতে হবে। স্প্যানিশ জানা থাকলে অগ্রাধিকার।
জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইলে পাঠাতে হবে। ফোন বা টেক্সট মেসেজের মাধ্যমেও যোগাযোগ করা যাবে।
ই-মেইল: bridgepark@kinderprepmontessori.com
ফোন: (৭১৮) ৫২২-০৭৭৭, টেক্সট: (৯১৭) ৭৫৩-৬৫৭৭

BASEMENT FOR RENT

Two rooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month from September.Please contact for details (646)821-3655 & (718)785-7123

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় সেমি বেসমেন্টে মনোরম পরিবেশে একটি রুম একজন পুরুষ ব্যাচেলেরর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। E-ট্রেনের Archer এভিনিউ & JFK ষ্টেশনের সন্নিকটে। যোগাযোগ : রনজিত সাহা, 347-235-7322. (9am-11pm). 2.9.26

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও 110 Ave এর কর্ণারে দুই বেড লিভিং কিচেন ও ১ বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল ওয়াকিং ডিসটেন্স। যোগাযোগ 646-645-9830 ভাড়া বিদ্যুত, হিট ও পানির বিলসহ $2700 2.9.26

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী, লম্বা, সুদর্শন ও ধার্মিক পাত্রের জন্য মার্কিন নাগরিক বা গ্রীনকার্ডধারী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। পাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। আইটি সেক্টরে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
যোগাযোগ: (পাত্রের বড় ভাই) 347-935-6199
Email: towhid.ahmed@gmail.com 2.9.26

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২



পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১১১৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ইসরায়েলি তাণ্ডব নিয়ে জাতিসংঘে মাখোঁর ক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



এমানুয়েল মাখোঁ

অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। সেখানে কীসের নামে প্রতিদিন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে, সে প্রশ্ন তুলেছেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর বলেছে, মাখোঁর বক্তব্যটি জঘন্য রকমের অযৌক্তিক।

নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ভাষণ দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'দেখুন, পশ্চিম তীরে কী ঘটছে। সেখানে প্রতিদিনই অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। কীসের নামে? হামাস কখনো পশ্চিম তীরে হামলা চালায়নি। এসব কর্মকাণ্ড ফিলিস্তিনি জনগণের অস্তিত্বের বৈধ অধিকারকে প্রতিদিন কঠিন করে তুলছে।'

মাখোঁ গাজার মানবিক পরিস্থিতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ ব্যবস্থার প্রতি ফের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। বলেন, আমরা যদি গাজা নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকি, তাহলে বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্য কী? কেউ কেউ বলছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনো মানবিক সহায়তা পৌঁছানো শুরু হয়নি। এটি এমন এক দৃশ্য, যা সবাইকে লজ্জায় ফেলে।

গত বছর জাতিসংঘ অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে মিলে উদ্যোগ নিয়েছিলেন মাখোঁ। এরপর থেকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। সম্প্রতি ইউরোপের কয়েকটি দেশের সঙ্গে মিলে ফ্রান্স একটি উদ্যোগ নিয়েছে। যার আওতায় পশ্চিম তীরে অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপন করা এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করায় নেতানিয়াহুর দপ্তরও মাখোঁকে তিরস্কার করেছে। এক বিবৃতিতে বলেছে, ফরাসি প্রেসিডেন্টের বক্তব্য জঘন্য রকমের অযৌক্তিক। এটি তাদেরকে হতবাক করেছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'হামাসের সন্ত্রাসীরা প্রায় প্রতিদিনই ইহুদিদের ওপর হামলা চালায়। জুডিয়া ও সামারিয়ায় তারা অসংখ্য ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে।' ইসরায়েলে পশ্চিম তীর 'জুডিয়া ও সামারিয়া' নামে পরিচিত।

ইরানকে নরকে পাঠানোর হুমকি ওয়াকআউট ইরান-কিউবার

জাতিসংঘে ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি







জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে দেওয়া বক্তৃতায় ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় বিশ্বনেতাদের সমর্থন চাইলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৩৮ মিনিটের ভাষণে তিনি সামরিক পদক্ষেপ আরও জোরদার করার আভাস দিয়ে বলেন, দরকার হলে তিনি ইরানকে 'নরকে পাঠিয়ে দেবেন'।

২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে ঠেকানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় বিদেশি কূটনীতিকদের করতালি পান তিনি। নিজের কথায় তিনি বলেন, তিনি 'বছরের পর বছরের অসমাপ্ত কাজ মিটিয়ে ফেলছেন'।

"আমার সামনে একটা বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে—ইরানের সঙ্গে কি এমন একটি চুক্তি হবে, যা তাদের পুনর্গঠনের সুযোগ দেবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের, এমনকি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি দেশে পরিণত হওয়ার পথ খুলে দেবে?" প্রশ্ন তোলেন ট্রাম্প। এরপরই তিনি যোগ করেন, "নাকি আমি ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেব দ্রুতগতিতে, যাতে তারা আর কখনো মানুষ আর দেশ ধ্বংস করার সুযোগ না পায়? আমি কি তাদের কোনো বেঁচে থাকার সুযোগ না দিয়ে নরকে ঠেলে দেব?"

এই মন্তব্যের পরপরই সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ করেন ইরান ও কিউবার প্রতিনিধিরা। ট্রাম্প বক্তব্য দেওয়ার সময় ইরানের প্রতিনিধি দলের আসনগুলো ফাঁকা দেখা যায়।

দিনের পর দিন সামরিক অভিযান আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়ে আসছিলেন ট্রাম্প, কারণ শান্তি আলোচনা থমকে আছে। জাতিসংঘে তিনি জানান, আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তেহরানের অবস্থান বদলাবে বলে তাঁর ধারণা।

"নির্বাচনের পরপরই আমরা একটা চুক্তিতে পৌঁছাব বলে আমার বিশ্বাস, কারণ তাদের জন্য চুক্তি না করাটা অর্থহীন। তারা অপেক্ষা করছে দেখার জন্য যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে আমি কেমন করি। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, আমি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি না," বলেন ট্রাম্প। তিনি যোগ করেন, রিপাবলিকান পার্টি নির্বাচনে লড়ছে, আর তিনি তাদের সহায়তা করবেন—যদিও তিনি নিজেই দলীয় ভোটারদের এমনভাবে ভোট দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন যেন তিনিই প্রার্থী।

"ইরানের ব্যাপারে নির্বাচনকে আমি কোনো গুরুত্বই দিই না, দেবও না। এটা আমার মাথায়ই আসে না। একমাত্র যে বিষয়টা মাথায় আসে তা হলো, ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র পাবে না," সম্মেলনকক্ষের করতালির মধ্যে বলেন তিনি।

তেহরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তির চেষ্টার পরই এই সংঘাতকে 'অনিবার্য' বলে বর্ণনা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, "আমরা বছরের পর বছরের অসমাপ্ত কাজ মেটাচ্ছি, আর তা ভালোভাবেই করছি। সন্ত্রাসের এক নম্বর পৃষ্ঠপোষক, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের চেয়ে বড় কোনো উদাহরণ নেই, যেখানে বিশ্বের ঝুঁকির মুখে একটা বিপদকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, যুদ্ধবিরতির পরও পারমাণবিক আলোচনার মধ্যে ইরান বেসামরিক জাহাজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তা লঙ্ঘন করেছে।

বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের ভোটের প্রশংসা করেন ট্রাম্প। এরপর তিনি সামরিক বাহিনীর গোলাবারুদ সংকট নিয়ে সমালোচনাকারীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর ভাষায়, "কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতকেরা বলতে ভালোবাসে যে যুক্তরাষ্ট্রের গোলাবারুদ কমে যাচ্ছে, কিন্তু এটা সত্য নয়। বিশাল গোলাবারুদ কারখানা খোলা হচ্ছে—আঠারোটি এমন কারখানা নির্মাণাধীন।"

সব দেশকে ইরানের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক অবরোধ কার্যকর করার আহ্বান জানান তিনি, যতক্ষণ না দেশটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা বন্ধ করে, পারমাণবিক উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করে এবং সন্ত্রাসে মদদ বন্ধ করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের আহ্বান জানানো আগের বক্তাদের জবাবে ট্রাম্প বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে কোনো 'গ্লোবালিস্ট পরিকল্পনা' যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর ভাষায়, "শিল্পবিপ্লবের চেয়েও, এমনকি ইন্টারনেটের চেয়েও বড় কিছু হয়ে উঠতে যাচ্ছে যা—আমি তার প্রবৃদ্ধি রুদ্ধ করব না।" বিচার বিভাগ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিষয়টি 'নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ' করবে জানালেও, কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্রমবর্ধমান দাবি প্রত্যাখ্যান করেন তিনি।

জাতিসংঘকে 'বৈশ্বিক সরকার' বলার ধারণাকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেন, বিশ্বব্যাপী কার্বন কর প্রবর্তনের একটি গোপন উদ্যোগ ঠেকাতে তাঁর প্রশাসনকে গত বছর হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, "কোনো বৈশ্বিক সরকার নেই, আর আমি যতদিন প্রেসিডেন্ট থাকব, ততদিন কোনো বৈশ্বিক কর হবে না।"

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কড়া সমালোচনা করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পক্ষ নিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সদস্যদের কখনোই এই 'বিচারব্যবস্থাহীন যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী আদালতের' তদন্তের মুখে পড়তে দেওয়া হবে না। আইসিসির সদস্য দেশগুলোকে অবিলম্বে সংস্থাটি ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মানবাধিকার পরিষদকেও 'ভণ্ড' আখ্যা দিয়ে বলেন, বিশ্বজুড়ে খ্রিষ্টানদের নিপীড়ন নিয়ে সংস্থাটির নীরবতা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ ছাড়া ইউনেস্কোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার নামে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি অভিবাসন উৎসাহিত করে আসলে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতিগুলোকেই ধ্বংস করছে। তাঁর ভাষায়, "অবৈধ অভিবাসনের কোনো মানবাধিকার নেই, কিন্তু সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে থাকার অধিকার আছে।"

ভাষণে গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর নতুন চুক্তি, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শেয়ারবাজারের রেকর্ড এবং জানুয়ারির অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে উৎখাতের বিষয়েও গর্ব প্রকাশ করেন ট্রাম্প। কিউবার কমিউনিস্ট সরকারও শিগগির পতনের মুখে পড়বে বলে পূর্বাভাস দেন তিনি।

"আমরা সিদ্ধান্তমূলকভাবে ও দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্ব-পরিস্থিতি নতুন করে সাজিয়েছি এবং দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলোর সমাধান করেছি," দাবি করেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমেরিকা ফিরে এসেছে, এবং আমাদের দেশ আগের চেয়ে শক্তিশালী।"

অনুষ্ঠানে পৌঁছেই সাংবাদিকদের উদ্দেশে কৌতুক করেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস কর্তৃক সিএনএন, এমএস নাউ ও পলিটিকোর সাংবাদিকদের নিষিদ্ধ করার জেরে শুরু হওয়া পাঁচ নেটওয়ার্কের টিভি বয়কটের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "সম্মানের বিষয় যে আজ এখানে আছি। আমি অবাক, সিএনএন আমাকে কাভার করতে এসেছে। তোমাদের এখানে থাকার কথাই নয়।"

শি জিনপিংকে রাজকীয় অভ্যর্থনা
চীনের কাছ থেকে কী পেতে চান ট্রাম্প?

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



শি জিনপিং

দশ বছরেরও বেশি সময় পর যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ওয়াশিংটনের কাছে বিমান ঘাঁটিতে তার বিমান অবতরণের পর বিমানবন্দরে নিজে উপস্থিত থেকে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সাধারণত হোয়াইট হাউসে অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানানো হলেও, ট্রাম্পের এই রাজকীয় অভ্যর্থনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় ধরনের আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই সফরে দুই নেতার একান্ত বৈঠক ছাড়াও হোয়াইট হাউসে সামরিক সংবর্ধনা, সিলিকন ভ্যালির শীর্ষ প্রযুক্তি ব্যক্তিত্বদের নিয়ে একটি রাজকীয় ভোজসভা (স্টেট ডিনার) এবং ন্যাশনাল আর্কাইভস পরিদর্শনের কথা রয়েছে।

গত মে মাসে বেইজিংয়ে ট্রাম্পের সফরের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সে সময় ট্রাম্পকে অভ্যর্থনা জানাতে শি জিনপিং বিমানবন্দরে তো যাননিই, এমনকি কোনো চুক্তি বা যৌথ সংবাদ সম্মেলন ছাড়াই সেবার চীন ছাড়তে হয়েছিল ট্রাম্পকে।

বর্তমান পরিস্থিতিও ট্রাম্পের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং। ইরানের সঙ্গে সংঘাতের জেরে দেশের ভেতরে জনগণের অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে। সামনেই মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন। এমন সময়ে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের মনে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে কিছু ইতিবাচক কূটনৈতিক চিত্র দেখাতে চান ট্রাম্প। অন্যদিকে, কিছু অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ থাকলেও বেশ শক্ত অবস্থানে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছেন শি জিনপিং।

ওয়াশিংটনের থিংক ট্যাংক 'স্টিমসন সেন্টার'-এর বিশেষজ্ঞ সান ইউন জানান, গত এক দশকে চীন শুধু অর্থনৈতিকভাবেই শক্তিশালী হয়নি, বরং যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সক্ষমতা ও ইচ্ছাও তারা অর্জন করেছে। এর প্রমাণ মিলেছে গত বছর, যখন যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত শুল্ক চাপালে চীনও পালটা কঠোর পদক্ষেপ নেয়। বিশেষ করে প্রযুক্তি ও যুদ্ধবিমান তৈরির গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থে চীনের একচ্ছত্র আধিপত্যের মুখে যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়।

রয়টার্স জানিয়েছে, বৈঠকে তাইওয়ানের ওপর নিজেদের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারেন শি জিনপিং, যা ওয়াশিংটন সাধারণত এড়িয়ে চলতে চায়। অন্যদিকে, চীনের আপত্তি সত্ত্বেও মার্কিন প্রযুক্তি রপ্তানির ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তিন গণমাধ্যমের মামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিএনএন, এমএস নাউ ও পলিটিকো। এতে হোয়াইট হাউসে গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির অভিযোগ আনা হয়েছে।

গণমাধ্যমগুলো এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মাধ্যমে মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধন, বাকস্বাধীনতা ও মুক্ত গণমাধ্যমের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

ট্রাম্পের পদক্ষেপ ঠেকাতে সোমবার গণমাধ্যমগুলো ওয়াশিংটন ডিসির ফেডারেল আদালতের কাছে নিষেধাজ্ঞা স্থগিতের সাময়িক আদেশ চেয়েছে। আবেদনটির ওপর স্থানীয় সময় বুধবার শুনানি হওয়ার কথা।

যৌথ বিবৃতিতে গণমাধ্যমগুলো লিখেছে, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ না করলে মুক্ত গণমাধ্যম ও সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন সাংবাদিকতার অধিকার হুমকির মুখে পড়বে। সংবাদমাধ্যম কী প্রতিবেদন করবে তা সরকার নির্ধারণ করতে পারে না।

গত শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে সিএনএন, এমএস নাউ ও পলিটিকোর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারির কথা জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, এসব গণমাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে খবর প্রকাশের সময় 'ফিকশন' ও মিথ্যা তথ্য লেখা উচিত নয়।

গত সোমবার ট্রাম্প আরেকটি পোস্ট দিয়ে এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। একইদিন 'ট্রাম্প টিভি' নামে একটি স্ট্রিমিং সার্ভিস চালু করে হোয়াইট হাউস।

যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রেসিডেন্টদের সঙ্গেও গণমাধ্যমের বিরোধ দেখা গেছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে নেওয়া পদক্ষেপগুলো নজিরবিহীন। তিনি কয়েক দশকের প্রচলিত রীতি বদলে দিয়েছেন। প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ ও একাধিক গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

এদিকে নিষেধাজ্ঞার ঘটনার প্রতিবাদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দিষ্ট কিছু ইভেন্টের খবর সম্প্রচার ও প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কয়েকটি বড় গণমাধ্যম। এর মধ্যে আছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্ট। তারা জানিয়েছে, 'পুলড ইভেন্টস' বা হোয়াইট হাউসের সরবরাহকৃত খবরের ছবি প্রকাশ করবে না।

এই সিদ্ধান্তের কারণে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ট্রাম্পের নিউইয়র্ক যাত্রার ভিডিও প্রচার করেনি টিভি নেটওয়ার্কগুলো।

মিশিগানে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশি ইয়ুথ সকার লীগের ফাইনাল

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান



যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বাংলাদেশি ইয়ুথ সকার লীগের আয়োজনে বাংলাদেশি আমেরিকান যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬। ২০ সেপ্টেম্বর (রোববার) অনুষ্ঠিত ফাইনালে ডেট্রয়েট স্টার ৩-০ গোলের ব্যবধানে ব্রাদার্স এফসিকে হারিয়ে শিরোপা জয় করে।

ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে হলমিচ পার্কে বাংলাদেশি আমেরিকান তরুণ খেলোয়াড়, তাদের পরিবার, বিভিন্ন দলের সমর্থক এবং কমিউনিটির সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। পুরো ম্যাচজুড়ে দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও সমর্থনে মাঠের পরিবেশ ছিল প্রাণবন্ত।

ফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য রাজন আহমেদ ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান শিব্বির। সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন সামিয়ান, সেরা ডিফেন্ডারের পুরস্কার পান ইসমাইলি এবং সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন আরিফ।

টুর্নামেন্টের প্লাটিনাম স্পনসর শহীদ নেসা হোম কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ওয়ারেন সিটির ক্রাইম কমিশনার সুমন কবীর বাংলাদেশি ইয়ুথ সকার লীগের কর্মকর্তাদের এমন একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় ফুটবল আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান এবং পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

টুর্নামেন্টের অন্যান্য স্পনসররাও আয়োজকদের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশি আমেরিকান তরুণদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে এ ধরনের আয়োজনে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করতে ওয়ারেন সিটির জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। খেলা শেষে অতিথিরা বিজয়ী দল ও বিভিন্ন বিভাগে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশি ইয়ুথ সকার লীগ ভবিষ্যতেও খেলাধুলার মাধ্যমে বাংলাদেশি আমেরিকান তরুণ প্রজন্মকে একত্রিত করা, তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি এবং কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করে যাবে।

বাংলাদেশ পুলিশের নথি থেকে নাম কাটাতে ৯০ হাজার ডলার ঘুষ, অস্ট্রেলিয়ায় গ্রেপ্তার

খুনের অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক



বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক অস্ট্রেলীয় নারীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত প্রভাবিত করা এবং পুলিশের চূড়ান্ত নথি থেকে নিজের নাম কাটার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের ৯০ হাজার অস্ট্রেলীয় ডলার ঘুষ দিয়েছেন এক ব্যক্তি। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়ায় ৫১ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল ও ফৌজদারি তদন্তের গতিপথ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিদেশি সরকারি কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ার আদালতে মামলা ওঠার ঘটনা এটিই প্রথম।

অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (এএফপি) নিশ্চিত করেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) ব্রিসবেন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কুইন্সল্যান্ডের রেডব্যাঙ্ক প্লেইনসের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি নিহত নারীর পূর্বপরিচিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশি (বাংলাদেশি) সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার ষড়যন্ত্র এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিশাল অঙ্কের অর্থ বাংলাদেশে পাঠানোর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত

ঘটনাটির শুরু হয়েছিল প্রায় দুই বছর আগে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কুইন্সল্যান্ড পুলিশ সার্ভিস (কিউপিস) এএফপির কাছে একটি প্রতিবেদন হস্তান্তর করে জানায়, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা এক নারী বাংলাদেশে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন।

রিপোর্টটি পাওয়ার পরপরই আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তায় খোঁজ শুরু হয়। তবে ঠিক তার পরদিনই বাংলাদেশ পুলিশ অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষকে জানায়, তারা বাংলাদেশে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পুলিশের ফরেনসিক পরীক্ষায় নিশ্চিত করা হয়, মৃত্যুটি স্বাভাবিক ছিল না এবং এটি একটি 'সন্দেহজনক মৃত্যু'।

অস্ট্রেলীয় নাগরিকদের বিদেশে অবস্থানকালে হত্যা, অপমৃত্যু বা গুরুতর ক্ষতির শিকার হওয়ার ঘটনাগুলোর বিচারে অস্ট্রেলিয়ার 'ক্রিমিনাল কোড' বা ফৌজদারি কার্যবিধির ১১৫ ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক এখতিয়ার রয়েছে এএফপির। এর ভিত্তিতে এএফপির বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক সংস্থাটির নিজস্ব আলাদা একটি তদন্তকাজ শুরু করে, যা বাংলাদেশ পুলিশের চলমান তদন্তের পাশাপাশি আলাদাভাবে পরিচালিত হয়ে আসছিল।

দুই বছরের পরিকল্পনা ও ৯০ হাজার ডলার লেনদেন

এএফপির গোয়েন্দা তদন্তে বেরিয়ে আসে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ দুই বছর ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি মোট প্রায় ৯০ হাজার অস্ট্রেলীয় ডলার বাংলাদেশে পাঠান। এই অর্থ পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে মৃত্যুর ঘটনার মূল তদন্তকে নিজের অনুকূলে প্রভাবিত করা এবং বাংলাদেশ পুলিশের তদন্ত-সংক্রান্ত নথি ও রেকর্ড থেকে তাঁর নাম পুরোপুরি বাদ দেওয়া।

তদন্ত জোরদার করতে এএফপির কর্মকর্তারা সিডনি ও ব্রিসবেনের একাধিক শীর্ষস্থানীয় আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক তল্লাশি চালান। সে সময় আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তরের গোপন রেকর্ড, ডিজিটাল ট্রানজেকশন তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বাজেয়াপ্ত করা হয়। দীর্ঘ দুই বছরের নজরদারি ও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পর, গতকাল (২১ সেপ্টেম্বর) কুইন্সল্যান্ডের গুডনা ও রেডব্যাঙ্ক প্লেইনস এলাকার দুটি আবাসিক ভবনে একযোগে অভিযান চালায় এএফপির বিশেষ দল। অভিযানকালে ওই ৫১ বছর বয়সী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি তাঁর ঘর থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ফৌজদারি কার্যবিধির ৭০.২(১) ধারায় বিদেশি সরকারি কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়ার একক গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। অস্ট্রেলীয় আইন অনুযায়ী, এই ধারার অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হতে পারে। এএফপি জানিয়েছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনে বিদেশি কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়ার দায়ে তাদের ইতিহাসে এ ধরনের মামলা প্রথম হলেও, অপরাধটির ভয়াবহতার বিচারে এটি একটি ঐতিহাসিক আইনি দৃষ্টান্ত হতে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘুষ ও দুর্নীতি দমনে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সাম্প্রতিক কঠোর অবস্থান এই তদন্তে বড় ভূমিকা রেখেছে।

প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবর থেকে এএফপির বৈদেশিক ঘুষ ও দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে 'টাস্কফোর্স সোলারিস'। এটি বহু বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ মাল্টিডিসিপ্লিনারি দল, যা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে কাজ করে।

এএফপি 'ব্রাইবারি প্রিভেনশন নেটওয়ার্ক'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এটি ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ এবং সরকারি সংস্থার একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম, যা ব্যবসা ও সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করে।

ঘটনাটি নিয়ে এএফপির কমান্ডার স্টিফেন জয় এক কড়া বিবৃতিতে বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় কিংবা বিদেশে—যেকোনো জায়গাতেই বিচারিক বা তদন্তপ্রক্রিয়াকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা একটি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ। এএফপি এ জাতীয় কর্মকাণ্ডকে বিন্দুমাত্র সহ্য করবে না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিই—বিশেষ করে যখন কোনো গুরুতর অপরাধের তদন্তের ফল পরিবর্তন করার অপচেষ্টা চালানো হয়। যারা অর্থ দিয়ে বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে বা প্রভাব খাটাতে চাইবে, তাদের আইনগত জবাবদিহির মুখোমুখি হতেই হবে।'

অস্ট্রেলীয় পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, নাম কাটাতে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার ঘটনাটির বিপরীতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, বাংলাদেশি নারীর রহস্যজনক মৃত্যুর মূল তদন্তটি এখনো শেষ হয়নি।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
nalea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
PROHEALTH HOMECARE

HHA/PCA HOME CARE সেবা নিতে চান
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ELMHURST OFFICE
40-34 74th Street
Elmhurt, NY 11373
Tel: 929-424-2157
718-440-3116
Brooklyn Office
375 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel : 718-633-1112
Fax : 718-633-1117
Email : help.prohealthhomecare@gmail.com
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)



নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের আড্ডা

অতীতেও দেখা গেছে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ ও ভিন্নমত দমনে আইনকে ব্যবহার করা হয়

রুদ্র মাসুদ

সাংবাদিকতার পথ কখনো মসৃণ ছিলোনা। সরকার সবসময়ই গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধে আইনকে ব্যবহার করে। এজন্যই বিভিন্ন সময়ে নিবর্তনমুলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে সাংবাদিকদের। বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট প্রণয়নের প্রতিক্রিয়া এমন কথা বলেছেন সাংবাদিকরা। বিপরীত দিকে আইনের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে অপসাংবাদিকতা রোধে সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট প্রয়োজন। তবে; এই আইনের অপব্যবহার যাতে না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

মঙ্গলবার রাতে নিউইর্কের জ্যাকসন হাইটসে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সংবাদ কভার করতে আসার সাংবাদিক ও নিউইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিকদের আড্ডায় এমন মতামত ব্যাক্ত করেন সাংবাদিকরা।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সঞ্চালনায় আড্ডা রেষ্টুরেন্টের হল রুমে অনুষ্ঠিত আড্ডায় মূখ্য আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসসের এমডি কাদের গণি চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সেক্রেটারি শেখ সিরাজুল ইসলাম।

আড্ডায় নিউইয়র্কে বসবাসরত সাংবাদিক ও এক্টিভিস্টদের মধ্যে প্রবীন সাংবাদিক সাংবাদিক মনজুর আহম্মেদ, নিইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান, আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, তাসের মাহমুদ, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, এটর্ণি মঈন চৌধুরী, ফখরুল আলম, ফরিদ আলম, সুলতানা রহমান,তফাজ্জল লিটন, মাহথির ফারুকিসহ বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক বাংলাদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের মধ্যে সিনিয়র সাংবাদিক কেরামত উল্লাহ বিপ্লব, এনটিভির বিশেষ প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ, ঢাকা মেইলেই বিশেষ প্রতিনিধি বোরহান উদ্দিন, যমুনা টিভির চীফ রিপোর্টার সাইফুদ্দিন রবিন, আরটিভির সিনিয়র রিপোর্টার মাইদুর রহমান রুবেল, কালবেলার চীফ রিপোর্টার সফিকুল ইসলাম, এটিএন বাংলার চীফ রিপোর্টার মইনুল আহসান, ৭১ টিভির সিনিয়র রিপোর্টার সফিকুল হক, এখন টিভির স্টাফ রিপোর্টার সাব্বির রোজ, স্টার নিউজের স্টাফ রিপোর্টার সিফাত শাহরিয়ার, চ্যানেল ২৪ এর সিনিয়র রিপোর্টও শাহনেওয়াজ বাবলুসহ শতাধিক সাংবাদিক যোগ দেন।

নির্মাণ থেকে মানবসেবা তরুণ ফয়সাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি মানবিক স্বপ্নকে সফল ও টেকসই প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া কখনোই সহজ নয়। ফয়সাল আজিজ আমেরিকার বড় ইন্সুরেন্স প্রোভাইডার এবং এমএলটিসি প্ল্যান-গুলোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাটেজিক রিলেশন তৈরি ও শক্তিশালী করেছেন। এসব সম্পর্কের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট কেয়ার-এর জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডিং নিশ্চিত করা এবং আরও বেশি মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

মানবসেবার এই যাত্রার পাশাপাশি ফয়সাল আজিজের নেতৃত্বের আরেকটি শক্তিশালী অধ্যায় হলো কনস্ট্রাকশন এবং ইনফোস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। তিনি কোর কনস্ট্রাকশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সিইও।

তার নেতৃত্বে কোর কনস্ট্রাকশন ফেডারেল, স্টেট এবং সিটি এজেন্সির বিভিন্ন বড় গভমেন্ট কন্ট্রাক্ট অর্জন ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। তিনি প্রোকিউরমেন্ট থেকে প্রজেক্ট কম্প্লিশন পর্যন্ত বড় ইনফোস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট-এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

ফয়সাল আজিজ এসব দায়িত্ব সফলভাবে পরিচালনা করে নির্ধারিত সময় ও বাজেটের মধ্যে বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প শেষ করার সক্ষমতা দেখিয়েছেন। তার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প সরকারি স্থাপনা, পরিবহনব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

একদিকে এনওয়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে মানুষের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন ফয়সাল আজিজ, অন্যদিকে কোর কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে নাগরিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। দুটি খাতের কাজের ধরন আলাদা হলেও মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যকে তিনি নিজের কাজের কেন্দ্রে রাখার কথা বলেন।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজের সন্তান ফয়সাল আজিজ নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠেন। তিনি হোফস্ট্রা ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায়িক আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা, ব্যবসায়িক জ্ঞান ও পেশাগত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা ও সেবাখাতে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন।

ফয়সাল আজিজের কাছে নেতৃত্ব কেবল একটি পদ বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয় নয়। মানুষের প্রয়োজন বোঝা, সেই প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়াকেই তিনি নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হেলথকেয়ার ও অবকাঠামো উন্নয়নের মতো দুটি ভিন্ন খাতে নিজের কাজকে এগিয়ে নিচ্ছেন তিনি। তার সামনে এখন আরও বড় পরিসরে কাজ করার লক্ষ্য। মানুষের জন্য সেবা, কর্মসংস্থান ও উন্নত অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে নিজের স্বপ্নকে আরও বিস্তৃত করার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এই তরুণ উদ্যোক্তা।

আমেরিকায় ৭% ছাড়াল মর্টগেজের

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন দিনে দিনে আরও কঠিন ও নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে মর্টগেজের সুদের হার নিম্নমুখী ছিল এবং ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে তা কমে ৫.৯৯ শতাংশে নেমেছিল। কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালানোর পর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে, যা সার্বিক অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে ১০ বছর মেয়াদি মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের ইল্ড (মুনাফার হার) বাড়তে শুরু করে, যা মূলত মর্টগেজ সুদের হারকে সরাসরি প্রভাবিত করে থাকে।

এদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’ চলতি সপ্তাহে তাদের মূল নীতিগত সুদের হার বাড়িয়েছে এবং চলতি বছর তা আরও বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছে। এর ফলে সার্বিক ঋণ গ্রহণের খরচ আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটরসের তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির গড় দাম দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,২৯,১০০ ডলার, যা ইতিহাসের প্রায় সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। চড়া সুদের হার ও উচ্চমূল্যের কারণে অনেক ক্রেতাই পিছিয়ে যাচ্ছেন। গত এক বছরে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও বিক্রি চূড়ান্ত না হওয়া ‘পেন্ডিং হোম সেলস’ এর হার কমেছে ৪.৭ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদ ও রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের মতে, নিত্যপণ্যের অতিরিক্ত খরচ ও জ্বালানি তেলের দামের সঙ্গে চড়া মর্টগেজ রেট যুক্ত হওয়ায় সাধারণ ক্রেতারা আপাতত বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখছেন। ক্রেতাদের জন্য একমাত্র ইতিবাচক দিক হলো বাজারে অবিক্রিত বাড়ির সরবরাহ বা ইনভেন্টরি বৃদ্ধি। আগস্ট পর্যন্ত বাজারে প্রায় ১৬ লাখ ২০ হাজার অবিক্রিত বাড়ি ছিল, যা বর্তমান বিক্রির গতি অনুযায়ী ৪.৯ মাসের সরবরাহের সমান। গত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ মজুদ। এর ফলে ক্রেতাদের জন্য দাম নিয়ে দরকষাকষির কিছু সুযোগ তৈরি হয়েছে।

‘এনবিসি নিউজ’-এর তথ্যমতে, পরিস্থিতির কারণে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খাচ্ছেন তরুণ ও প্রথমবারের মতো বাড়ি কিনতে আগ্রহীরা। বর্তমানে প্রথমবার বাড়ি ক্রেতাদের গড় বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ৪০ বছরে।

রিয়েলটর ডটকমের তথ্যমতে, গত বছর ৩৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ২ কোটি ৫২ লাখ তরুণ নিজেদের বাড়ি কেনা বা ভাড়া নেওয়ার বদলে বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকে গেছেন, যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ। ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা ২৬ বছর বয়সী ইয়ান সোহানের মতো অনেক তরুণ ক্রেতাই এখন হতাশায় ভুগছেন। তার পরিবার ও ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য উপযুক্ত একটি বাড়ির দাম উত্তর ভার্জিনিয়ায় শুরু হয় ৬ লাখ ডলার থেকে, যা তাদের পছন্দের এলাকা আর্লিংটনে প্রায় ১০ লাখ ডলারে পৌঁছায়। ফলে পছন্দের এলাকা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া অথবা দীর্ঘ সময় যাতায়াত করতে বাধ্য হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন তারা।

একইভাবে ওয়াশিংটন এলাকায় বাড়ি খুঁজছেন জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আলেকজান্দ্রা ডিক্যান্ডিয়া এবং তার স্বামী এডওয়ার্ড শ্রম। কিন্তু পরিবর্তিত ও অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক বাস্তবতায় একটি বাড়ি কিনতে গিয়ে মাসিক কিস্তির মানসিক চাপে পড়ার ভয় তাদের তাড়া করে ফিরছে।

সার্বিকভাবে, লাগামহীন আবাসন ব্যয় ও বাড়তি সুদের হার মার্কিন মধ্যবিত্ত ও তরুণ প্রজন্মের জন্য নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানার স্বপ্নকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

২০২৭ সালের ৪১তম ফোবানা হিউস্টনে

কনভেনর পাভেল আহমেদ

জুয়েল সাদত

২০২৭ সালের ৪১তম ফোবানার আয়োজক হিসেবে হিউস্টনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর রোববার ৪০তম ফোবানার সমাপনী দিনে রাত ১০টার দিকে ফোবানার নির্বাহী সংসদের পক্ষ থেকে আগামী আসরের আয়োজক কমিটির হাতে ফোবানার পতাকাসহ আনুষঙ্গিক সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ফোবানার চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলালসহ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা ৪১তম ফোবানার কনভেনর ইমতিয়াজ আহমেদ পাভেলের কাছে এ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় ফোবানার নতুন নেতৃত্ব আশা প্রকাশ করেন, হোষ্ট কনভেনর ইমতিয়াজ আহমেদ পাভেল এবং মেম্বার সেক্রেটারি খন্দকার ইসলাম রিয়াজের নেতৃত্বে হিউস্টন থেকে একটি চমৎকার ফোবানা উপহার দেওয়া হবে। এ সময় ৪০তম ফোবানার কনভেনর ডক্টর জয়নাল আবেদীন এবং মেম্বার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

জ্বালানিসংকটে বিরোধী দলের

শেষ পৃষ্ঠার পর

জ্বালানি খরচ হয়েছে, তা সাশ্রয় করা গেলে জাতীয় গ্রিডের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ-সংকটে সামান্য হলেও স্বস্তি আনা যেত।

রিজভীর দাবি, লংমার্চে অংশ নেওয়া কিছু গাড়ির টোলও দেওয়া হয়নি।

বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির এই নেতা বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতির প্রভাব বিশ্ববাজারের জ্বালানি সরবরাহ ও দামের ওপর পড়ছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের বাস্তবতা বিবেচনা না করে দেশের জ্বালানিসংকটের পুরো দায় সরকারের ওপর চাপানো ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রিজভী বলেন, বিরোধী দলগুলো মুক্ত পরিবেশে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করুক, এতে সরকারের আপত্তি নেই। তবে কর্মসূচির নামে বাস-ট্রেনে আগুন দেওয়া, ককটেল বিস্ফোরণসহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোকেও সোচ্চার হতে হবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের রিজভী বলেন, বিরোধী দলগুলো মুক্ত পরিবেশে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করুক, এতে সরকারের আপত্তি নেই।

ভাষায়, দেশকে অস্থিতিশীল করার কোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

এদিকে পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে একই দিন রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে অ্যাগ্রিকালচারিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (অ্যাব)। রিজভীর নেতৃত্বে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ফার্মগেট পুলিশ বক্সের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এতে অংশ নেন সংগঠনের আহ্বায়ক কৃষিবিদ ড. কামরুজ্জামান, সদস্যসচিব শাহাদাত হোসেন বিপ্লব, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুব ইসলাম এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি জাহিদুল কবিরসহ কয়েকশ কৃষিবিদ।

মিছিল থেকে দেশকে অস্থিতিশীল করার ‘পরিকল্পিত নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদ জানানো হয়। অ্যাবের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারাও এতে অংশ নেন।

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক ট্রেড ফেয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ইউএস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জ্যাফে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসনের প্রশাসক কেলি লফলার। তাঁদের বক্তব্যে ক্ষুদ্র ব্যবসার বিকাশ, উদ্যোক্তা তৈরি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয় গুরুত্ব পায়।

কেলি লফলার তাঁর বক্তব্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরিতে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি।

ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি আমেরিকানদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের কথা তুলে ধরেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, শিক্ষা, ব্যবসা ও সমাজসেবায় সফল বাংলাদেশি আমেরিকানদের উদাহরণ হিসেবে ফজলুর রহমান খান, সালমান খান, জাওয়েদ করিম, ড. আবুল হুসাম, আবদুস সাত্তার খান, ড. এম জাহিদ হাসান ও সৈয়দ জাকি হোসাইনের নাম উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের গুরুত্বও তুলে ধরেন ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোর একটি। একই সঙ্গে বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মতে, এ ধরনের আয়োজন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করে।

গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জ্যাফে তাঁর বক্তব্যে চেম্বারের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক এক্সপো আয়োজনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ ইউএস চেম্বারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছোট ও উদীয়মান ব্যবসার যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরির বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

মেলায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি ছিল। প্রদর্শনী ও সেমিনারের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়।

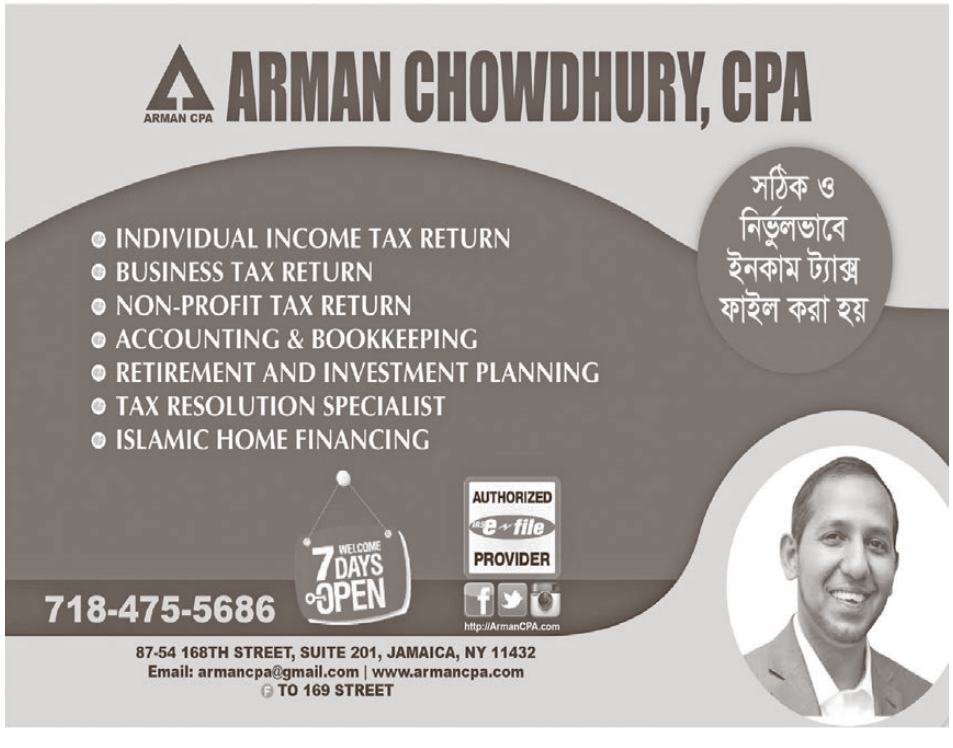
এক্সপোর অন্যতম প্রধান আয়োজন ছিল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বা ব্যবসায়িক ম্যাচমেকিং কার্যক্রম। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক অংশীদার ও সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সুযোগ পান অংশগ্রহণকারীরা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের পণ্য ও সেবা তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন বাজার, বিনিয়োগ, অংশীদারিত্ব ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে।

মেলায় বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, অর্থায়ন ও রেমিট্যান্স খাত নিয়ে গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট, ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স অ্যান্ড রেমিট্যান্স ফোরাম ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কৌশলগত পণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহব্যবস্থা, প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন অধিবেশন ও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠিত হয়।

এক্সপোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। ব্যবসা, উদ্যোক্তা কার্যক্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজসেবায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ছয়জনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা পাওয়া ব্যক্তিরা হলেন নিউইয়র্কের মডার্ন প্যাকেজিং ইনকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সমাজসেবী সৈয়দ জাকি হোসাইন, অ্যাডভান্স ফার্মাসিউটিক্যাল ইনকের প্রতিষ্ঠাতা লিয়াকত হোসাইন, ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর এবং পিপলএনটেকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবুবকর হানিফ, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী হেলাল আহমেদ, জিএফবি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ভূঁইয়া এবং ঢাকার প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আরিফুর রহমান।

এক্সপোতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবা আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক অংশীদার, পেশাজীবী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়। আয়োজকদের আশা, এই যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশি পণ্য ও ব্যবসার জন্য নতুন বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রদর্শনী, সেমিনার, ব্যবসায়িক বৈঠক, নেটওয়ার্কিং ও ম্যাচমেকিং কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের এ আয়োজন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আয়োজকরা অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী, প্রদর্শক, স্পন্সর, অতিথি, চেম্বার প্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দর্শনার্থীদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।



নিউইয়র্কে মুখোমুখি আ.লীগ-বিএনপি

উত্তর আমেরিকা অফিস



যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের অন্যতম ব্যস্ত ও বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটস। এখানেই রাজনৈতিক পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে রোববার কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা এবং মুখামুখি অবস্থানের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশের শক্ত অবস্থানের কারনে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যুক্তরাষ্ট্র সফরকে ঘিরে আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন ধরেই নানান প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা তারেক রহমানের সরকারকে অবৈধ উল্লেখ করে নানান কর্মসূচি পালন করছেন।

অন্যদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরাও তাদের প্রিয় নেতাকে বরন করতে সাংগঠনিক প্রস্তুতির বাইরে ব্যানারে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। তবে সেসব ব্যানারের কয়েকটি আওয়ামী লীগের কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলে। এ নিয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ইত্যাদি বাজারের সামনে এই ঘটনা ঘটে। তবে নিউইয়র্ক সিটির বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ বিশ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে ৩৫ সদস্য সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওয়ানা হন তিনি। স্থানীয় সময় সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ৬টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সফরসঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করেন তিনি। সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। তবে স্থানীয় সময় সোমবার বিকেল পাঁচটার দিকে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও সফরসঙ্গীদের। তাদেরকে স্বাগত জানাবেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী। এবার প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর ২১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর স্মরণীয় করে রাখতে নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ও ব্যানার লাগিয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা। তাছাড়া গত এক মাস ধরে বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি সভা করেছেন। অন্যদিকে তারেক রহমানের সফর ঠেকাতে আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নেতাকর্মীরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে রোববার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ইত্যাদি বাজারের সামনে একটি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কেউ। এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এতে নেতৃত্ব দেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক তোফায়েল চৌধুরী লিটনসহ কয়েকজন।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সহসভাপতি আতিকুল হক আহাদ জানান, বিএনপি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে দুই ঘণ্টাব্যাপী পাল্টাপাল্টি স্লোগান চলে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ, যুবলীগ নেতা মিজানসহ আরো অনেকে। আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা জানান, তারা তারেক রহমানের যুক্তরাষ্ট্র সফরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় তারা বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ব্যানার ও পোস্টার সাঁটায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। কিন্তু রোববার আওয়ামী লীগের কিছু নেতাকর্মী ওই পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলে বলে অভিযোগ ওঠে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং একপর্যায়ে তা ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি করে।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আমাদের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেছে। সেজন্য আমার নেতৃত্বে নিউইয়র্ক বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল বের করি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও বিক্ষোভ করতে থাকে। তবে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গুলশানে মিছিল: ১০ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে আওয়ামী লীগের ২৪ নেতা-কর্মী

ঢাকা অফিস

রাজধানীর গুলশানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিলকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার ২৪ নেতা-কর্মীকে ১০ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

১২ সেপ্টেম্বর আদালতের নির্দেশে ২৪ জনকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ড শেষে তাঁদের আদালতে হাজির করে গুলশান থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার এসআই রুহুল আমিন প্রত্যেককে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

যাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে, তাঁরা হলেন মো. রহিম, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. আলমগীর হোসেন, সাব্বির হোসেন, কামরুল হাসান, মো. মুন্না মিয়া, সামিন ইয়াসার (সাফায়াত), মো. রাসেল, এইচ এম জাকারিয়া রহমান, মিনহাজুল ইসলাম ফাহাদ, সোহেল আহমেদ, মো. সোহরাব, মো. হযরত আলী, মো. আক্তারুল ইসলাম মাসুদ, চাঁন মিয়া, মো. হাবিব সিকদার, মো. জহির হোসেন, মেহেদী হাসান, কবির ভান্ডারী, বাবুল গোপ, মো. ফরিদ আহমেদ, ইন্দ্রনীল দেব শর্মা, মো. নজরুল ইসলাম ও মাসুদ হাসান শামীম।

গুলশান এলাকায় ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর পৌনে ১২টায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা ও নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সমবেত হন। তাঁরা সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এ ঘটনায় গুলশান থানার উপপরিদর্শক মো. মাহবুব হোসাইন বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন। মামলায় ১১৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৮০ থেকে ১০০ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, সরকারের ভাবমূর্তি নস্যাৎ করাসহ সরকারবিরোধী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং সরকারকে বেকায়দায় ফেলার ও বিশৃঙ্খলা করার লক্ষ্যে সমাবেশের আয়োজন করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসায়ের বিষয়ে
বেস্ট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস
Political Asylum
নির্ভূল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।
SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।
VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

E2 / L1
EB-3
SIJS
VAWA
POLITICAL ASYLUM
ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

পুতুলের পতনে ক্ষমতার দীর্ঘ ছায়া

আবদুল হামিদ মাহবুব

সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগকে আমি কোনো সাধারণ চাকরি ছাড়ার ঘটনা হিসেবে দেখি না। আমার কাছে এটি একটি ক্ষমতাবান পরিবারের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে বড় ধরনের ধাক্কা। যে পরিবার দীর্ঘদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে দেশ পরিচালনা করেছে, সেই পরিবারের একজন সদস্য আজ আর্থিক অনিয়ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অসততার অভিযোগ এবং অন্যান্য অভিযোগের তদন্তের মধ্যে আন্তর্জাতিক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তের খবর প্রকাশের পর এই পদত্যাগের ঘটনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন। বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার তাকে এই পদের জন্য প্রার্থী করেছিল। পরে তিনি নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানেই প্রথম বড় প্রশ্নটি সামনে আসে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে কীভাবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পদে গেলেন। তার নিয়োগের পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা ছিল। তার যোগ্যতা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ছিল। এসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি।

দায়িত্ব গ্রহণের পর তার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসে। শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে অসত্য তথ্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। জমি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়েও তদন্তের কথা জানা যায়। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে তিনি বেতনবিহীন প্রশাসনিক ছুটিতেও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে তার পদত্যাগের খবর প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ার বিষয়। কিন্তু একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তাকে ঘিরে যখন একাধিক অভিযোগ তদন্তের পর্যায়ে যায়, তখন তার নিয়োগ, যোগ্যতা এবং দায়িত্ব পালনের পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখারও সুযোগ নেই। কারণ পুতুল যে পরিবারের সন্তান, সেই পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস বাংলাদেশের গত দেড় দশকের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। তার মা শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার ভাই সজীব ওয়াজেদ জয় ছিলেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করেছেন। তার খালা শেখ রেহানা ছিলেন শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বলয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এই পরিবারের আরেক সদস্য টিউলিপ সিদ্দিককেও বাংলাদেশে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রিত্বের পদ তাকে ছাড়তে হয়েছে।

তাই আমার কাছে প্রশ্নটি শুধু সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের ব্যক্তিগত বিষয় নয়। প্রশ্নটি আরও বড়। একটি পরিবার কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এমন একটি বিস্তৃত বলয় তৈরি করেছিল, যেখানে পরিবারের একাধিক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থানে উঠে এসেছিলেন। এই প্রভাবের বিস্তার কতটা ছিল, সেটিও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামল নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষোভ একদিনে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, বিরোধী মতের ওপর দমন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে নিয়ে আসার অভিযোগ, নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক এবং দুর্নীতির নানা অভিযোগ মানুষের মধ্যে গভীর অসন্তোষ তৈরি করেছিল। এসব ক্ষোভ অনেক দিন ধরে সমাজের ভেতরে জমছিল। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলন সেই জমে থাকা অসন্তোষকে বিস্ফোরণের মুখে নিয়ে যায়।

শুরুতে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা দ্রুত বড় আকার ধারণ করে। একপর্যায়ে তা শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে সর্বাত্মক গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। আমার দৃষ্টিতে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ। কোটা সংস্কারের দাবি ছিল তার তাৎক্ষণিক উপলক্ষ। কিন্তু এর পেছনে ছিল ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, দুঃশাসন, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং মানুষের অধিকার সংকুচিত হওয়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। যে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, সেই ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন শেখ হাসিনা এবং তার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক পরিবার ও ক্ষমতার বলয়।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং মানবতাবিরোধী অপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা ও বিচারিক কার্যক্রম হয়েছে। ইতোমধ্যে আদালত থেকে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়ে গেছে। আরও মামলা চলমান রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘ শাসনামলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এখন শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যের বিষয় হয়ে নেই। সেগুলো আদালত ও তদন্তের নথিতেও আলোচিত হচ্ছে।

সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধেও অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থপাচার এবং দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত ও মামলা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করেও শেখ হাসিনা, জয় এবং টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারের অভিযোগে অনুসন্ধানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এসব অভিযোগের সত্যতা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা সংশ্লিষ্ট তদন্ত ও



বিচারিক প্রক্রিয়ার বিষয়। তবে এসব অভিযোগের ধারাবাহিকতা শেখ হাসিনার পরিবারের আর্থিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন সামনে এনেছে।

শেখ রেহানার বিরুদ্ধেও সরকারি জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় অভিযোগ ওঠে এবং আদালত তাকে কারাদণ্ড দেয়। একই মামলায় শেখ হাসিনা ও টিউলিপ সিদ্দিকও দণ্ডিত হন। ফলে শেখ হাসিনার পরিবারকে ঘিরে দুর্নীতি ও ক্ষমতার প্রভাবের প্রশ্নটি এখন আর শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যের বিষয় নয়। এসব বিষয় মামলা, তদন্ত এবং আদালতের কার্যক্রমের অংশ হয়ে উঠেছে।

এখানে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের অবস্থানটিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এমন একটি পরিবারের সদস্য, যার একাধিক সদস্যকে ঘিরে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সামনে এসেছে। তার মা রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন। তার ভাই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রভাবশালী উপদেষ্টা। তার খালা শেখ রেহানা ছিলেন ক্ষমতাসীন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তার খালাতো বোন টিউলিপ সিদ্দিক বাংলাদেশের দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত হয়েছেন। আর পুতুল নিজে আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে আর্থিক অনিয়ম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অভিযোগের তদন্তের মুখে পড়েছেন।

এই ধারাবাহিকতা দেখলে একটি প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্ষমতা কি শুধু রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি পরিবারের সদস্যদের সামাজিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থান তৈরিতেও তার প্রভাব পড়েছিল। একটি পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয় যখন রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে এত গভীরভাবে যুক্ত হয়, তখন সেই পরিবারের সদস্যদের আন্তর্জাতিক উত্থান নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ সেখানে শুধু ব্যক্তিগত যোগ্যতার প্রশ্ন থাকে না। থাকে রাজনৈতিক পরিবেশ, রাষ্ট্রীয় প্রভাব এবং পারিবারিক পরিচয়ের প্রশ্নও।

আমি মনে করি, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর একটি হলো পরিবারকে রাষ্ট্রের সঙ্গে একাকার করে ফেলা। দীর্ঘদিনের শাসনে শেখ হাসিনার পরিবারকে ঘিরে যে প্রভাববলয় তৈরি হয়েছিল, সেটি শুধু আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা, প্রশাসন, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং আন্তর্জাতিক পরিসরেও সেই প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যখন একটি রাজনৈতিক পরিবারের প্রভাব রাষ্ট্রের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্র আর পরিবারকে আলাদা করে দেখা কঠিন হয়ে যায়। আর সেখান থেকেই তৈরি হয় জবাবদিহির সংকট।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের ঘটনাটি সেই কারণেই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসেবে তার ব্যক্তিগত সাফল্য নিয়ে আলোচনা হতে পারত। তার কাজ, অর্জন এবং দক্ষতা নিয়েই হয়তো আলোচনার কেন্দ্র তৈরি হতে পারত। কিন্তু যখন তার নিয়োগ, যোগ্যতা এবং আর্থিক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন ও তদন্তের বিষয় সামনে আসে, তখন তার পারিবারিক পরিচয়ও আলোচনায় আসবে। কারণ এই পরিচয় তিনি নিজে তৈরি করেননি ঠিকই, কিন্তু তার আন্তর্জাতিক উত্থানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষেত্রে এই পরিচয় অস্বীকার করারও সুযোগ নেই।

আর এখানেই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ব্যঙ্গটি লুকিয়ে আছে। যে পরিবার বাংলাদেশকে উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং আধুনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছে, সেই পরিবারের সদস্যদের ঘিরেই আজ দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাষ্ট্রীয় সুবিধা এবং আর্থিক অনিয়ম নিয়ে এত প্রশ্ন। সাধারণ মানুষ যখন চাকরি, ভোটাধিকার এবং ন্যায্য অধিকারের জন্য রাজপথে রক্ত দিয়েছে, তখন ক্ষমতার শীর্ষে থাকা পরিবারকে ঘিরে সম্পদ, পদ এবং প্রভাবের প্রশ্ন আরও তীব্র হয়েছে। এই বৈপরীত্যই মানুষের ক্ষোভকে আরও গভীর করেছে।

আমি তাই সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের পদত্যাগকে শুধু একজন ব্যক্তির পদত্যাগ হিসেবে দেখি না। এটি আমার কাছে শেখ হাসিনার ক্ষমতার উত্তরাধিকারের ওপর পড়া আরেকটি ছায়া। একসময় যে পরিবার বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করত, আজ সেই পরিবারের সদস্যদের নিয়েই জনগণ নতুন করে হিসাব চাইছে। এই হিসাব প্রতিহিংসার হিসাব হওয়া উচিত নয়। এটি হওয়া উচিত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির হিসাব।

শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি হওয়া অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক পরিচয়। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিচয় কোনো ব্যক্তিকে জবাবদিহির বাইরে রাখতে পারে না। বরং পরিচয় যত বড়, মানুষের প্রত্যাশাও তত বড়। বঙ্গবন্ধুর নাতনি হওয়ার মর্যাদা যদি থাকে, তাহলে তার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রত্যাশা থাকবে আরও বেশি স্বচ্ছতা, আরও বেশি সততা এবং আরও বেশি জবাবদিহি।

বাংলাদেশের মানুষ এখন আর শুধু জানতে চায় না কে কার সন্তান, কে কার নাতনি কিংবা কে কোন পরিবারের সদস্য। মানুষ এখন জানতে চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কার স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে? রাষ্ট্রীয় সুযোগ কারা পেয়েছে? সম্পদের হিসাব কোথায়? ক্ষমতাবানদের জবাবদিহি কোথায়? এই প্রশ্নগুলো এখন আর কোনো নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মৌলিক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সেই প্রশ্নই মনে করিয়ে দিয়েছে। রাজপথে মানুষের ক্ষোভের পেছনে শুধু একটি চাকরির কোটা ছিল না। সেখানে ছিল দীর্ঘদিনের জমে থাকা বঞ্চনা, ক্ষোভ ও দুঃশাসনের অভিজ্ঞতা। সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণে একটি সরকারপতন হয়েছে। এখন ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায় খুলেছে। সেই অধ্যায়ে শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন নয়, ক্ষমতার জবাবদিহিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ক্ষমতাবান পরিবারগুলোকেও এখন তাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। কে কোন পদ পেয়েছেন, কীভাবে পেয়েছেন, কোন প্রভাব কাজ করেছে, রাষ্ট্রীয় সুযোগ কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সম্পদের উৎস কী ছিল, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। কারণ গণতন্ত্র শুধু ভোটের নাম নয়। গণতন্ত্রের অর্থ হলো ক্ষমতার সঙ্গে জবাবদিহি থাকা।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুল সেই হিসাবের বাইরে নন। তিনি শেখ হাসিনার মেয়ে। তিনি সজীব ওয়াজেদ জয়ের বোন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি। এই পরিচয় তার ইতিহাসের অংশ। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ, তার আন্তর্জাতিক পদ এবং সেই পদ থেকে পদত্যাগও এখন তার নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের আলোচনার অংশ হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত পুতুলের পদত্যাগকে আমি একটি চাকরির সমাপ্তি হিসেবে দেখি না। এটি ক্ষমতার দীর্ঘ ছায়া থেকে বেরিয়ে আসা এক কঠিন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। ক্ষমতা যখন থাকে, তখন পরিচয় অনেক দরজা খুলে দেয়। রাজনৈতিক প্রভাব অনেক পথ সহজ করে দিতে পারে। পারিবারিক অবস্থান অনেক সুযোগকে হাতের নাগালে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ক্ষমতা চলে গেলে সেই দরজাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে প্রশ্ন।

কে কীভাবে সেখানে পৌঁছেছিল। কোন যোগ্যতায় পৌঁছেছিল। কার প্রভাব কাজ করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোনো সুবিধা নেওয়া হয়েছিল কি না। আর শেষ পর্যন্ত, সবকিছুর হিসাব কোথায়।

ক্ষমতা একদিন বদলায়। রাজনৈতিক সময়ও বদলায়। কিন্তু ইতিহাসের প্রশ্ন থেকে যায়। সেই প্রশ্নের উত্তর কোনো পারিবারিক পরিচয় দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার চেয়ে বড় হলো রাষ্ট্র। পরিচয়ের চেয়ে বড় হলো দায়িত্ব। আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে হলো জবাবদিহি।

পুতুলের পদত্যাগ তাই শুধু একটি পদত্যাগ নয়। এটি একটি পরিবারের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের ওপর পড়া আরেকটি ছায়া। এটি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসেরও একটি প্রতীকী অধ্যায়। আর সেই অধ্যায়ের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ শব্দটি হলো জবাবদিহি।

ক্ষমতা থাকলে পরিচয় অনেক দরজা খুলে দেয়। কিন্তু ক্ষমতা চলে গেলে সেই দরজাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ। আর মানুষের কাছে থাকে প্রশ্ন। সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক।

শিশুরা বাঁচুক সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

শেখর ভট্টাচার্য

রবিবারের ভোরের সূর্য,চোখ মেলে তাকালেই মনটা আঁকুপাঁকু করে উঠতো। সপ্তাহ জুড়ে অপেক্ষা ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারের জন্য। সকাল দশটায় খেলাঘর আসরের আবৃত্তি প্রশিক্ষন। আবৃত্তি, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, অসমাপ্ত গল্প সমাপ্তকরন আরও কতো কিছু। কতো অসমাপ্ত গল্প সমাপ্ত করেছি কিন্তু যে সমাজে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠেছি সে সমাজের অসমাপ্ত গল্পের উপসংহারে পৌছুনোর পথটি মনে হয় অনন্তে মিলিয়ে গেছে।

আমাদের শৈশব কৈশোর ছিলো সোনায় মোড়ানো। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে শরীর চর্চা বিশেষ করে ব্রতচারী নৃত্য। "চল কোদাল চালাই, ভুলে মনের বালাই, ঝেড়ে অলস মেজাজ, হবে শরীর ঝালাই...।"এই ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তক যে ছিলেন শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত, যার বাড়ী ছিলো সিলেটের জকিগঞ্জের বীরগ্রামে, সে তথ্য জানা ছিলোনা। তাঁর গৌরবময় জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। ব্রতচারী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেই আনন্দ। ছন্দে, ছন্দে শরীর চর্চা , দেহ মনকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা। আমাদের শৈশবে মুকুল ফৌজের কার্যক্রম কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো।খেলাঘর আসর, চাঁদের হাট, কচিকাঁচার মেলা, শাপলার মেলা ছিলো দারুন সক্রিয়। শহরের এ'পাড়ায় খেলাঘরতো অন্য পাড়ায় কচিকাঁচার মেলা। এ' ভাবে চাঁদের হাট, শাপলার মেলা সহ নাম জানা নাজানা অনেক শিশু, কিশোর সংগঠণ সারা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। সব শিশুদের জন্য দ্বার অবারিত। সৃজন শীল কিছু শেখার বিষয়টি ছিলো সম্পূর্ণ দেনা পাওনার বাইরের বিষয়। বাণিজ্য তখনো প্রবেশ করতে পারেনি এসব সৃষ্টিশীল কার্যক্রমে। যারা শেখাতেন তারা মনে করতেন পরের প্রজন্মকে তৈরি করে যাওয়া তাদের কর্তব্য। যারা শিখতো তারা প্রাণের আনন্দে মন প্রাণ ঢেলে দিতো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

ষাট, সত্তর এমন কী আশির দশক পর্যন্ত এসব শিশু সংগঠনের নামের সাথে পরিচিত ছিলেন না, এরকম সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার ছিলো আমাদের দেশে। শৈশব-কৈশোরের কোনো না কোনো পর্বে এইসব শিশু-কিশোর সংগঠনের কোনোটার সদস্য কিংবা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না, এরকম মানুষের সংখ্যাও প্রগতিশীল, সংস্কৃতিলগ্ন সমাজে খুব কম ছিলো বলে মনে করি। বাংলাদেশের সমাজ, ইতিহাস, উত্থান এবং জাতিগঠনের পেছনে এই সংগঠনসমূহ ও তাদের সভ্যদের গুরুত্বপূর্ণ, গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। অথচ এখনকার শিশু, কিশোর, তরুণ এমনকি মাঝবয়সীদেরও অনেকেই এই সংগঠনসমূহের অস্তিত্ব ও তাদের কার্যকলাপ বিষয়ে একেবারেই অবগত নয় বলেই আমার ধারণা। এর কারণ, বাস্তবে এখন আর এই সংগঠনগুলোর তেমন কোনো জোরালো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

খেলাঘরের মূল স্লোগান ছিলো, "আনন্দময় শৈশব চাই, বাঁচার মতো বাচতে চাই।" শিশুদের জন্য এতো সন্দর এবং যথাযথ স্লোগাণ খুব কম শুনেছি। আনন্দময় শৈশব না থাকলে কী হয়। সমাজ সুস্থ থাকেনা। সমাজ অসুস্থ এবং অস্থির থাকলে শিশুরা দায়িত্বহীন, বিকল মস্তিষ্কের মানুষ হিসেবে বাড়তে থাকে। সচেতন মানুষেরা কী কিছুটা টের পাচ্ছেন। হাজার হাজার শিশু নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টিশীলতায় মগ্ন থেকে জীবন ধারণ তো দূরের কথা, কোথায় কোন দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে ছোট, ছোট শিশুরা, সে খবর রাষ্ট্র, সমাজ কেউ জানেনা। আর একটি বিষয় ভাবলে অবাক হতে হয়, নাগরিক সমাজ কিংবা রাজনৈতিক দল গুলো নির্লিপ্ত, উদাসীন। উদাসীন মানুষ কিংবা সমাজ, সংগঠনের মনের কথা পাঠ করা খুব কঠিণ। এই যে অগণিত শিশু নানা ভাবে ধর্ষিত হচ্ছে, এর জন্য জোরালো, দলবদ্ধ প্রতিবাদ কর্ণ কুহরে এখনও পৌছেনি। আসলে এ দেশে শিশুরা ভালো নেই, তাদের নিরাপত্তা নেই, আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। শিশু কেন, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা কি সুস্থ–স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারছে, যাতে তারা দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে উঠতে পারে? সমাজে যে প্রবল অস্থিরতা ও মারাত্মক নিষ্ঠুরতার প্রবাহ চলছে, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের অবহেলায় দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা এক গভীর সামাজিক ব্যাধি। বড় ভয় হয়, আমাদের এগোনোর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে।

শৈশব থেকে যে শিশু সৃষ্টি শীলতার বিকাশের অবাধ সুযোগ পেয়ে থাকে সে শিশু আকাশের মতো বড় হয়ে ওঠে। ওই যে সুনির্মল কুমার বসুর অসাধারণ সেই কবিতা, "আকাশ আমায় শিক্ষা দিলে উদার হতে ভাইরে/ কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে।" জীবনের শুরুতেই উদার মনোবৃত্তি ধারণ করে সবার কাছে শিক্ষা নিয়ে মানবিক মানুষ হওয়ার শিক্ষা নেওয়ার ব্রত ধারণ করা; সেই শিক্ষা এবং ব্রত কোথায়।

কে না জানে যে মানুষের মানবিক হয়ে ওঠার জন্য তার সুকুমারবৃত্তি চর্চার এবং সুকুমার কলা উপভোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নাগরিকের সব পেশাগত দক্ষতা, বৃত্তিমূলক কাজের উৎকর্ষ অর্জন নিশ্চয়ই করতে হবে, মৌলিক শিক্ষাতেও তাকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু তার চাপে একজন সংবেদনশীল দায়িত্ববান মানুষ হয়ে ওঠায় কোনো ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। আমরা সবাই উল্টোরথে মনে হয় উল্টো পথেই চলছি।

সময় পাল্টেছে, বাস্তবতা পাল্টেও গেছে, পাল্টে গেছে ভূগ্রাম। জীবনের প্রয়োজন, চাওয়া পাওয়া ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন রকম হয়ে গেছে। সব চেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক শিশু সাহায্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের 'চুরি হয়ে যাওয়া শৈশব'-বিষয়ক এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, বিশ্বে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন বা তারও বেশি শিশুর শৈশব নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা বাংলাদেশে চরম পর্যায়ে। এখানে চলছে সন্তানকে জোরজবরদস্তি করে কিছু একটা বানানোর অসম প্রতিযোগিতা।

শহরের শিশুদের খেলার জায়গা নেই, তাই শিশুরা মুঠোফোন গেমসে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মার্কিন জার্নাল 'পেডিয়াট্রিক্স'-এ প্রকাশিত একটি জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিশু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি দেখে বা কম্পিউটারে খেলার জন্য স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে, তারা অন্য শিশু যারা এসব করে না তাদের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বেশি সমস্যায় ভোগে। তারা বেশি আবেগপ্রবণ হয় তাই তাদের সবকিছুই অতিরিক্ত পর্যায়ে চলে যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে স্মার্টফোন, আইফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, ডিজিটাল ক্যামেরার প্রতি বড়দের দেখে শিশুদেরও আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে। শিশুদের স্ক্রিন আসক্তি নিয়ে 'গ্লো কিডস : হাউ স্ক্রিন এডিকশন ইস হাইজেকিং আওয়ার কিডস অ্যান্ড হাউ টু ব্রেক দ্য ট্রেন্স' নামে বই লিখেছেন মার্কিন সাইকোথেরাপিস্ট ও আসক্তি বিশেষজ্ঞ ড. নিকোলাস কারদারাস। তিনি স্ক্রিন এডিকশনকে 'নতুন শতাব্দীর মাদক' বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হলো আমরা কী প্রযুক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ করতে পারবো। প্রযুক্তি তাঁর উৎকর্ষ নিয়ে এগিয়ে যাবে, কোন কালেই বিজ্ঞান , প্রযুক্তির চলার পথে কেউ বাঁধ নির্মাণ করতে পারেনি। তাহলে কী করা প্রয়োজন প্রযুক্তির সংস্কৃতি সংলগ্ন ব্যবহারের পথ খুজতে হবে। প্রযুক্তি তো সারা বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করছে। কোন পথে হাঁটলে "ঠাকুরমার ঝুলি", রুপকথা, দস্যু বনহুর, হাছন, লালন এবং তাদের মানবিক বাণীকে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় প্রবেশ করানো যায়। কী ভাবে অন্যান্য শিক্ষার সাথে আমাদের গাজীর গান কে যুক্ত করা যায়। "নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগত ভরমিয়া দেখালাম একই মায়ের পুত" বিশ্ব চরাচর ঘুরে আসলে এরকম মানবিক বাণী কী খুঁজে পাওয়া যাবে, জানিনা। প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংযোগ না ঘটলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে কাজটা কঠিন। বহু বছরে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম সংস্কৃতি-চিন্তা ও বোধ ছাড়াই বড় হয়েছে; গান শোনে না, নাটক দেখে না, বই পড়ে না এমন মানুষ স্কুল শিক্ষকতায় এত বেশি যুক্ত রয়েছেন যে তাঁদের পক্ষে কিশোর তরুণদের হারাতে বসা সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটানো কঠিণ হবে বলে মনে হয়।

শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সংযোগ ঘটানোর কথা আমরা বহুকাল ধরে বলে আসছি। সরকার এবং শিক্ষা পরিপকল্পকরা বিষয়টির গুরুত্ব কতোটুকু অনুধাবন করতে পারছেন সাধারণ নাগরিকেরা আঁচ করতে পারছেন না। মনে রাখতে হবে কাজটা কঠিন। বহু বছরে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম সংস্কৃতি-চিন্তা ও বোধ ছাড়াই বড় হয়েছে; গান শোনে না, নাটক দেখে না, বই পড়ে না এমন মানুষ স্কুল শিক্ষকতা এত বেশি রয়েছেন যে তাঁদের পক্ষে কিশোর তরুণদের হারাতে বসা সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তারপরও অভিভাবকদেরও একই অবস্থা—সুকুমারবৃত্তির চর্চায় সন্তানদের উৎসাহিত করার সক্ষমতা তাঁদেরও তো নেই। এ অবস্থায় দেশে আজ একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ সময়ের দাবি। মানুষের মানবিক অভিযাত্রা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

লেখকঃ প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

প্রশ্নহীন সমাজে বিজ্ঞান কেন দুর্বল হয়ে পড়ে?

জহিরুল ইসলাম



১৬৩৩ সালের জুন। রোমে ইনকুইজিশনের সামনে দাঁড়িয়েছেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল সূর্যকেন্দ্রিক মতের সমর্থন, পৃথিবী স্থির নয়, তা গতিশীল। তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং পরে গৃহবন্দী রাখা হয়। গ্যালিলিওর ঘটনা শুধু একজন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত পরিণতির গল্প নয়; এটি জ্ঞান, প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সম্পর্ক নিয়েও একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা।

তবে ঘটনাটিকে শুধু 'বিজ্ঞান বনাম ধর্ম' কিংবা 'প্রশ্ন বনাম নিষেধাজ্ঞা'র সরল গল্পে নামিয়ে আনা যায় না। সেই সময়ের ধর্মীয় কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক বাস্তবতা, প্রচলিত জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক বিতর্ক—সব মিলেই তৈরি হয়েছিল সংঘাতটি। তবু একটি শিক্ষা স্পষ্ট: প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে পরীক্ষা করার সুযোগ সংকুচিত হলে নতুন জ্ঞান তৈরির পথও সংকুচিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

বিজ্ঞান কেবল সূত্র, যন্ত্র কিংবা গবেষণাগারের সমষ্টি নয়। এটি প্রশ্ন করার, অনুমান গড়ার, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার, প্রমাণ যাচাই করার এবং প্রয়োজন হলে নিজের সিদ্ধান্ত সংশোধন করার একটি পদ্ধতি। তাই বিজ্ঞানের শক্তি শুধু বিজ্ঞানীর মেধায় নয়; এর পেছনে প্রয়োজন এমন একটি সামাজিক পরিবেশ, যেখানে প্রশ্ন করা যায়, ভুল স্বীকার করা যায় এবং প্রমাণের কাছে নিজের ধারণা বদলানো যায়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস তাই শুধু আবিষ্কারের ইতিহাস নয়; প্রশ্নেরও ইতিহাস। কোন প্রশ্ন করা হবে, কোন পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে এবং পুরোনো ব্যাখ্যা কখন সংশোধন করা হবে—এসবের মধ্য দিয়েই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিকশিত হয়েছে।

উনিশ শতকের লন্ডনের কলেরা-সংকট তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ১৮৫৪ সালের প্রাদুর্ভাবের সময় চিকিৎসক জন স্নো রোগের বিস্তারের সঙ্গে পানির উৎসের সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেন। আক্রান্ত ও মৃত ব্যক্তিদের অবস্থান মানচিত্রে চিহ্নিত করে তিনি ব্রড স্ট্রিটের একটি পানির পাম্পের সঙ্গে রোগের বিস্তারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পান। প্রচলিত 'দূষিত বায়ু' ধারণার বাইরে গিয়ে তথ্যের ভিতর থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা খোঁজার এই চেষ্টা আধুনিক মহামারিবিদ্যার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শুধু স্নোর সিদ্ধান্ত নয়; তার পদ্ধতি—প্রশ্ন, তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, তুলনা এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাকে পরীক্ষা। বিজ্ঞান এভাবেই নিজের ভিতরে সংশোধনের সুযোগ তৈরি করে। নতুন প্রমাণ পুরোনো ধারণাকে দুর্বল করতে পারে, আবার পুরোনো ধারণাকেই নতুন প্রমাণ আরও শক্তিশালী করতে পারে। বিজ্ঞানের শক্তি এখানেই—সে কোনো সিদ্ধান্তকে শুধু প্রতিষ্ঠিত বলে সত্য ধরে রাখে না।

প্রশ্নহীনতা এই জায়গাতেই বিজ্ঞানের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কোনো সমাজ যদি ধরে নেয়, 'যা প্রচলিত, সেটিই সত্য' কিংবা 'যা বলা হয়েছে, তা যাচাই করার প্রয়োজন নেই', তাহলে নতুন প্রশ্নের জায়গা সংকুচিত হয়। আর প্রশ্নের জায়গা সংকুচিত হলে প্রমাণের প্রয়োজনও ধীরে ধীরে কমে আসে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কিছু প্রবণতা এ ক্ষেত্রে ভাবার মতো। পরীক্ষাকেন্দ্রিক ও মুখস্থনির্ভর শিক্ষার পরিবেশে অনেক শিক্ষার্থীর কাছে 'কেন' প্রশ্নের চেয়ে পরীক্ষায় 'কী লিখতে হবে'—এই প্রশ্নটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ফলে শিক্ষা কখনো কখনো অনুসন্ধানের বদলে তথ্য মনে রাখার অনুশীলনে সীমিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। অথচ বিজ্ঞান শুধু জানা তথ্যের পুনরাবৃত্তি চায় না; জানতে চায় তথ্যটি কীভাবে জানা গেল, তার প্রমাণ কী এবং অন্য ব্যাখ্যার সম্ভাবনা কোথায়।

প্রশ্নের সংস্কৃতির আরেকটি পরীক্ষা এখন ডিজিটাল জনপরিসরে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্যের গতি বেড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে যাচাইহীন তথ্য, গুজব ও অপতথ্যের বিস্তার। ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশে 'রিউমর স্ক্যানার' ৩ হাজার ২১০টি অপতথ্যের ঘটনা শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে। এই বাস্তবতা শুধু তথ্যের সংকট নয়; তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাস ও উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করার সংস্কৃতিরও প্রশ্ন তোলে।

তবে অপতথ্যের বিস্তারকে শুধু মানুষের অজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমরা কীভাবে তথ্য গ্রহণ করি, কোন উৎসকে বিশ্বাস করি এবং নিজের পূর্বধারণার সঙ্গে মিললে কোনো তথ্যকে কত সহজে সত্য বলে মেনে নিই। বিজ্ঞান এখানে একটি মৌলিক শিক্ষা দেয়: কোনো তথ্য আমার বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে কি না, সেটি তার সত্যতার মানদণ্ড নয়; প্রমাণ কী বলছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম পার্থক্য জরুরি। বিজ্ঞান মানে সবকিছুকে সন্দেহ করা নয়। বৈজ্ঞানিক সংশয় এবং ভিত্তিহীন অস্বীকার এক জিনিস নয়। পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোনো দাবিকে গ্রহণ না করা বৈজ্ঞানিক সংশয়ের অংশ। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ থাকার পরও শুধু পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করা বৈজ্ঞানিক সংশয় নয়। বিজ্ঞান প্রশ্ন করে, কিন্তু সেই প্রশ্নকে প্রমাণ ও পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নেয়।

> প্রশ্ন করার সংস্কৃতি শুরু হয় আরও আগে—পরিবার ও বিদ্যালয়ে। একটি শিশু যখন জিজ্ঞাসা করে, 'আকাশ নীল কেন?' কিংবা 'এটা সত্যি—আমরা কীভাবে জানি?'—তখন তার প্রশ্নকে বিরক্তি হিসেবে না দেখে জ্ঞানচর্চার সূচনা হিসেবে দেখা দরকার। সব প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকাও সমস্যা নয়। বরং কখনো কখনো সবচেয়ে সৎ এবং বৈজ্ঞানিক উত্তর হতে পারে—'আমি জানি না, চলো দেখি।'

অর্থাৎ, প্রশ্ন করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রশ্নের শৃঙ্খলা। একটি প্রশ্ন করলেই তা বিজ্ঞান হয়ে যায় না। বিজ্ঞানের পথ হলো—প্রশ্ন, অনুমান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রমাণ, বিশ্লেষণ, যাচাই এবং সংশোধন। প্রশ্নের স্বাধীনতা এবং পদ্ধতির শৃঙ্খলা—দুটির সমন্বয়েই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তৈরি হয়।

এখানেই আসে বিজ্ঞানের সামাজিক অবকাঠামোর প্রশ্ন। একজন গবেষককে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি যদি প্রয়োজনীয় তথ্য না পান, গবেষণার অর্থায়ন না পান, ফলাফল প্রকাশের সুযোগ না পান, ভিন্নমত প্রকাশে ভয় পান কিংবা তার গবেষণা স্বাধীনভাবে যাচাই করা না যায়, তাহলে শুধু ব্যক্তিগত কৌতূহল দিয়ে বিজ্ঞান শক্তিশালী হয় না।

তাই বিজ্ঞানচর্চার সামাজিক অবকাঠামো বলতে শুধু গবেষণাগার বোঝায় না। এর মধ্যে রয়েছে স্বাধীন চিন্তার পরিবেশ, মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য পাওয়ার সুযোগ, গবেষণার স্বাধীনতা, সমালোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ, গবেষণার অর্থায়ন, ফল প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ভুল সংশোধনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি। বিজ্ঞানীর হাতে আধুনিক যন্ত্র থাকতে পারে; কিন্তু প্রশ্ন করার পরিবেশ না থাকলে সেই যন্ত্রের ক্ষমতাও সীমিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন করার সংস্কৃতি শুরু হয় আরও আগে—পরিবার ও বিদ্যালয়ে। একটি শিশু যখন জিজ্ঞাসা করে, 'আকাশ নীল কেন?' কিংবা 'এটা সত্যি—আমরা কীভাবে জানি?'—তখন তার প্রশ্নকে বিরক্তি হিসেবে না দেখে জ্ঞানচর্চার সূচনা হিসেবে দেখা দরকার। সব প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকাও সমস্যা নয়। বরং কখনো কখনো সবচেয়ে সৎ এবং বৈজ্ঞানিক উত্তর হতে পারে—'আমি জানি না, চলো দেখি।'

কারণ বিজ্ঞান সবকিছুর উত্তর জানা থাকার নাম নয়। বরং কোনো উত্তরকে চূড়ান্ত মনে না করে নতুন প্রমাণের জন্য উন্মুক্ত থাকার নামও বিজ্ঞান। এই কারণেই প্রশ্নহীনতা শুধু জ্ঞানচর্চার সমস্যা নয়; এটি আত্মসংশোধনের সমস্যাও। যে সমাজ নিজের ধারণাকে পরীক্ষা করতে চায় না, সে সমাজ ভুল ধারণাকেও দীর্ঘদিন সত্য বলে ধরে রাখতে পারে। আর যে সমাজ প্রশ্ন, সমালোচনা ও প্রমাণের জন্য জায়গা তৈরি করে, সে সমাজ নিজের ভুল থেকে শেখার সুযোগ পায়।

বিজ্ঞানকে শক্তিশালী করার কাজ তাই শুধু বড় গবেষণাগার, আধুনিক যন্ত্র কিংবা বেশি বিজ্ঞানী তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসব অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তার পাশাপাশি প্রয়োজন এমন একটি সংস্কৃতি, যেখানে প্রশ্ন করা অসম্মান নয়, 'আমি জানি না' বলা দুর্বলতা নয়, ভুল স্বীকার করা পরাজয় নয় এবং প্রমাণের কাছে নিজের ধারণা বদলানো পরিপক্কতার পরিচয়।

বিজ্ঞান শুধু বড় বড় যন্ত্রের নাম নয়; আবার শুধু ভাবনার স্বাধীনতার নামও নয়। বিজ্ঞান হলো স্বাধীন প্রশ্নকে শৃঙ্খলিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে প্রমাণের কাছে নিয়ে যাওয়ার এক চলমান প্রক্রিয়া। তাই বিজ্ঞানকে শক্তিশালী করতে হলে প্রশ্ন করার সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করতে হবে। কারণ প্রশ্ন করা শুধু বিজ্ঞানীর কাজ নয়; একটি সমাজের নিজের ভুলকে চিনতে, নতুন সত্যকে গ্রহণ করতে এবং ভবিষ্যৎকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারার ক্ষমতার সঙ্গেও প্রশ্ন করার স্বাধীনতা গভীরভাবে যুক্ত।

শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান আমাদের যে শিক্ষা দেয়, তা কোনো নির্দিষ্ট সূত্রে সীমাবদ্ধ নয়: সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা মানে শুধু সঠিক উত্তর খোঁজা নয়; নিজের উত্তর ভুল হতে পারে—এই সম্ভাবনাটিও খোলা রাখা।

সাংবাদিক ও কলামিস্ট

দানিউব তীরের শহর বুদাপেস্ট

রোমেনা লেইস

বুদাপেস্টকে সমগ্র ইউরোপের অন্যতম সুন্দর শহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হলো দানিউব নদীর তীরে অবস্থিত আধুনিক কাঠামোগুলোর মাঝে এর উনিশ শতকের স্থাপত্যগুলো বিদ্যমান। এ ছাড়া এখানে বুদা দুর্গ এবং হাঙ্গেরীয় পার্লামেন্ট ভবনের মতো বেশ কয়েকটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে।

আমাদের ২০২৬ এর ভ্যাকেশন পরিকল্পনায় প্যারিস যাওয়ার কথা ছিল। ইরান যুদ্ধের কারণে পরে আমরা হাঙ্গেরি, প্রাগ আর স্লোভাকিয়ার পরিকল্পনা করেছি। আগস্ট মাসের ১১ তারিখে আমরা ফিনএয়ারে জন এফ কেনেডি থেকে হেলসিংকির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমাদের চারজনের আইল সিটে আমরা দুজন ছাড়া আর কোনো যাত্রী না আসায় আমরা লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুম দিয়ে হেলসিংকি পৌঁছাই। এখানে নেমে দেখি ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা ২৪ সালে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে ট্রিপে দেখেছিলাম এখানকার বৃষ্টি। গোমড়ামুখো আকাশ, হঠাৎ নামা বৃষ্টি, আবার ঝকমকে রোদ। আর রোদ-মেঘের মাখামাখির পাশাপাশি এই ফিনল্যান্ডের পিয়েতাসারিতেই আমরা দেখেছি অরোরার রঙের খেলা। স্টপওভারের এক ঘণ্টা ৪০ মিনিট পর আমরা হেলসিংকি থেকে বুদাপেস্ট যাত্রা করি। তখন আকাশ ঝকঝকে। তিন ঘণ্টা পর আমরা বুদাপেস্টের মাটিতে ল্যান্ড করলাম। আমরা উবার নিয়ে হোটেলে চলে আসি, যদিও বুদাপেস্টের পাবলিক ট্রান্সপোর্টের সুনাম আছে। এখানে উবারের গাড়ি লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। উবার বুকিং করার পর একটা কোড আসে। সেই কোডটা উবারের ড্রাইভারকে দিতে হয়। চালাকি করে কি না বুঝলাম না, উবার ড্রাইভার হঠাৎই রাস্তা ভুল করে হোটেল পার হয়ে চলে গেল। পরে ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল তার মর্ম হলো—২০ তারিখে ন্যাশনাল ডে সেলিব্রেশনের জন্য প্রচুর পর্যটক আসছে, তাই অ্যাপে সারাক্ষণ অফার আসায় তার ম্যাপ ডিলিট হয়ে গিয়েছে। ৫৫ ডলার আসল ভাড়া। হোটেলে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে কাছাকাছি ভিয়েতনামি রেস্টুরেন্টে খেতে যাই। রেস্টুরেন্টে পৌঁছে দেখলাম পিতা-পুত্রী মিলে রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন। আমরা হাঙ্গেরিয়ান ভাষা জানি না, আর ঐ বাবা ইংরেজি জানেন না। কিন্তু ছোট্ট মেয়ে মীরা, সে ফিফথ গ্রেডে পড়ে। ইংরেজি পড়তে ও বুঝতে পারে, কিছু কিছু বলতেও পারে। পরে তার মা এলেন। সুন্দর ইংরেজিতে আমাদের খাবার বুঝিয়ে অর্ডার নিলেন। অতি সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হলো। ওদের খাবার এত পছন্দ হলো যে পরদিনও আমরা ওখানে গিয়ে খাবার খেয়েছিলাম। রাতে হোটেলে ঘুম হলো না ভালো, বারবার ঘুম ভাঙল। হোটেলের এসি কাজ করছিল না ঠিকমতো। গরম অনেক। প্লেনে ঘুমানোর কারণেও হতে পারে কিছুটা।

ইউরোপের নিরাপদ ও সস্তা পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য হাঙ্গেরির সুনাম আছে। যদিও আমার কাছে সুইজারল্যান্ডই প্রথম, এর পরে এদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট—অর্থাৎ সুইসরা এক, এরা দুই। ট্যুরিস্টে সয়লাব বুদাপেস্ট ইউরোপের সবচেয়ে রোমান্টিক রাজধানী। আমার মনে হয় যত মানুষ বুদাপেস্টে থাকে, তত মানুষ এদের এখানে বেড়াতে এসেছে। আমি মুগ্ধ, এখানে শক্তিশালী দানিউব নদী ঐতিহাসিক বুদা দুর্গের পাহাড়কে আলাদা করেছে। প্রতিটি নদী তার আপন সৌন্দর্যে এগিয়ে যায়। বুদা আর পেস্টের মাঝে বয়ে চলা দানিউব, যাকে আদর করে এরা 'ডুনা' বলে ডাকে, সে যেন এক মায়াবতী কন্যা। একদিকে প্রাচীন দুর্গের রাজকীয় গম্বুজ, অন্যদিকে বিশাল গ্র্যান্ড বুলেভার্ড, আর্ট নভো ক্যাফে ও রুইন বার। জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ১০টি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দানিউব নদী বিভিন্ন দেশের জলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র শীতলীকরণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবেও পরিচিত। এই নদী জার্মানির প্রান্তে অবস্থিত ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রায় ২ হাজার ৮৬০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, রোমানিয়া, মলদোভা এবং ইউক্রেনের গা ছুঁয়ে বয়ে গেছে আর সবশেষে তা কৃষ্ণ সাগরে এসে মিশেছে। এই নদী যেন ইউরোপিয়ান শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক প্রেরণার নদী। দানিউবকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য গান, ছবি, বই, কবিতা আর সিনেমা। জার্মানরা এই শহরকে "প্রাচ্যের প্যারিস" বলে। আমরা ২৪ ঘণ্টার জন্য ট্রান্সপোর্ট কার্ড করে বের হলাম। হোটেল থেকে একটু দূরে ট্রাম স্টপ।



পার্লামেন্ট ভবনটি নিও-গথিক শৈলীতে নির্মিত, দানিউব নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। ২৬৮ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্য এবং ৯৬ মিটার উচ্চতাসহ এর বিশাল আকৃতি এটিকে এক শ্বাসরুদ্ধকর স্থাপত্যের নিদর্শনে পরিণত করেছে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় দ্বৈত রাজতন্ত্রের অধীনে নবগঠিত হাঙ্গেরি রাজ্যের ক্ষমতা ও গুরুত্ব প্রতিফলিত করার জন্য বুদাপেস্টের সংসদ ভবনটির নকশা করা হয়েছিল। যার ৬৯১টি কক্ষ ও ৯৬ মিটারের কেন্দ্রীয় গম্বুজে হাঙ্গেরিয়ান ক্রাউন জুয়েলার্স সেন্ট স্টিফেনের ক্রাউন, সোনালী রাজদণ্ড—এগুলো দেখা যাবে। এই ভবনটিতে প্রচুর ট্যুরিস্ট সমাগম হয়। সাধারণত ইউরোপীয় দর্শকদের জন্য প্রায় ৫ হাজার ৬৩৩ হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট এবং অন্যদের জন্য প্রায় ১১ হাজার ২৬৫ হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট প্রবেশমূল্য নির্ধারিত। আগেভাগে টিকিট বুক করে গেলে ভালো হয়।

ক্যাসেল হিলের চূড়ায় অবস্থিত বুদা ক্যাসেলের রাজকীয় প্যালেস কমপ্লেক্সে হাঙ্গেরিয়ান ন্যাশনাল গ্যালারি ও বুদাপেস্টের ইতিহাসের সংগ্রহশালা রয়েছে, যেখানে দানিউব, পেস্টের আকাশরেখা এবং মার্গারেট আইল্যান্ডের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। এটি হাঙ্গেরির রাজাদের পুরোনো বাসস্থান। এখন সেখানে গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল গ্যালারি ও ইতিহাস জাদুঘর রয়েছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। চেইন ব্রিজের সিঁড়ি বা ফানিকুলার স্টেশন দিয়ে উপরে ওঠা যায়। ভাড়া প্রায় ১ হাজার ২০০ ফোরিন্ট।

ফিশারম্যানস ব্যাস্টিয়নের নিও-রোমানেস্ক টাওয়ারটি খুব আকর্ষণীয়। ফিশারম্যানস ব্যাস্টিয়ন পরিদর্শনের জন্য ট্রামে উঠে এর সিঁড়ির কাছে নামিয়ে দিল। তখন এর রূপকথার মতো রূপে আমরা মুগ্ধ। মনে হলো যেন কোনো স্বপ্নপুরী। এর মিনার ও প্রাচীরবেষ্টনীসহ এই স্থাপত্যটি মধ্যযুগীয় অতীতের কোনো ধ্বংসাবশেষের মতো দেখায়। ফিশারম্যানস ব্যাস্টিয়ন হচ্ছে সাতটি মিনার নিয়ে গঠিত দুর্গ, যার নামকরণ হয়েছে মধ্যযুগের জেলেদের নামে, যারা এই অংশটি রক্ষা করতেন। এটি হাঙ্গেরির সাতটি প্রতিষ্ঠাতা উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করে। কেন্দ্রীয় মিনারটি আকর্ষণীয়, যা বুদাপেস্টের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ফিশারম্যানস ব্যাস্টিয়নের চূড়ায় পৌঁছে বুদা ও পেস্টের মাঝখানে থাকা দানিউব নদী ও বিখ্যাত সেতুগুলোর বিস্তৃত দৃশ্য উপভোগ করলাম, যা দুটি শহরকে সংযুক্ত করে।

কখনও কখনও, প্রথম নজরে সহজেই চোখে পড়া বিশাল দালানগুলোর মধ্যেই সবকিছু পাওয়া যায় না। বুদাপেস্টে কী কী দেখার আছে তা যদি জানতে চাই, তবে সেই সব স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মারকগুলোকে আমরা ভুলতে পারি না, যেগুলোর পেছনে রয়েছে মর্মস্পর্শী সব কাহিনি। এবার আমরা 'শু অন দ্য ব্ল্যাকআউট মনুমেন্ট'-এ থামলাম, যা 'জুতো স্মৃতিস্তম্ভ' বা 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানুষের স্মারক' নামেও পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের নদীতে ফেলে দেওয়ার আগে তাদের জুতো খুলে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এই শিল্পকর্মটি সেই সমস্ত মানুষের দুঃখের স্মারক হিসেবে কাজ করে। আজ রোদ যেন তেতে উঠেছে। তাপমাত্রা ৯৫ থেকে ৯৮ ডিগ্রির ওপর। আমরা দুই নম্বর ট্রামে উঠে দানিউবের তীর ধরে পার্লামেন্টের কাছে গিয়ে শুনলাম এটি শেষ স্টপ। আবার ঘুরে শুরুর স্টপ পর্যন্ত দুইবার দানিউবের তীর ধরে যাওয়া-আসা করলাম। এতে আমরা ট্রামের শীতলতায় বসে বাইরের তাপমাখা বুদাপেস্ট ঘুরে দেখতে পেলাম। পুরো দিনে দুইবার টিকিট চেকিংয়ের জন্য সাদা পোশাকে চেকার দেখলাম।

দানিউব নদীর ওপর নয়টি ব্রিজের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো চেইন ব্রিজ। ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ব্রিজ। নদীর এক পাড়ে অবস্থিত বুদা থেকে অপর পাড়ের পেস্ট শহরে যেতে সব পর্যটককেই পাড়ি দিতে হয় এই ব্রিজ। এ বছর ২০ আগস্ট ছিল হাঙ্গেরির প্রজাতন্ত্র দিবস। জাঁকজমকের সাথে এই দিনটি পালিত হয়েছে। আর পৃথিবীর নানা প্রান্তের পর্যটকদের আগমন ঘটেছে। চেইন ব্রিজ ১৮৪৯ সালে নির্মিত শহরের প্রাচীনতম সেতু, প্রতিটি প্রান্তে পাথর দিয়ে সিংহের মুখোশ দিয়ে সাজানো। আমরা সিংহদরজার প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। রাতের আলোকসজ্জা শহরের স্কাইলাইনকে এক অসাধারণ সোনালী পোস্টকার্ডে রূপান্তর করে।

গ্রেট মার্কেট হল নানা রকম হাঙ্গেরীয় পণ্য, সালামি, টোকাজি মিষ্টি ওয়াইন, ল্যাঙ্গোস ভাজা রুটির স্টল এবং সবজি বিক্রেতাদের ভিড়ে ভরা। হাঙ্গেরীয় রন্ধনশৈলী মন জয় করে গোলাশ স্টু, ক্রিমি লাল মরিচের সসে চিকেন পাপরিকাশ, দারুচিনি-চিনিতে মোড়ানো কুটরোস্কালাচ এবং টক ক্রিম ও পনির দিয়ে তৈরি ল্যাঙ্গোস ডিপ-ফ্রাইড ফ্ল্যাটব্রেডের মাধ্যমে।

এই হাঙ্গেরীয় রত্ন শহরটিতে ১১৮টি থার্মাল স্প্রিংস আছে, যেখানে সমৃদ্ধ স্নান সংস্কৃতি ভাস্বর। নিও-বারোক গম্বুজের নিচে সেচেনি বাথের আউটডোর পুলে ভিজে যেখানে স্থানীয়রা সারাবছর ৩৮° সেলসিয়াস (১০০° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় দাবা খেলে। রুদাস বাথের অটোমান যুগের অষ্টভুজাকার পুলটি দারুণ, যেখানে ছাদের বারান্দা থেকে দানিউবের জলদৃশ্য দেখা যায়। যদিও এবার দানিউবের জলস্তর অনেক নিচে, কারণ পানির প্রবাহ কমে গেছে। গেলার্ট বাথসের আর্ট নোভো সৌন্দর্য উপভোগ করা গেল না, কারণ গেলার্ট ২০২৮ সাল পর্যন্ত সংস্কারের জন্য বন্ধ। আরও আছে লুকাস থার্মাল বাথ। লুকাস বাথের স্থাপত্য ও সুবিধাগুলো যেমনটা জনপ্রিয় সেচেনি বাথ বা বিখ্যাত গেলার্ট বাথের মতো অট্টালিকা নয়, তবুও এর নিজস্ব কিছু শক্তি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—এর দেয়ালে অনেক ধন্যবাদ-স্মারক পাথর বা স্টোন প্ল্যাক্স রয়েছে, যেখানে মানুষ তাদের শরীরের সুস্থতার জন্য গরম পানির ভূগর্ভস্থ তাপীয় জলরাশির ক্ষমতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া হিমালয় সল্ট রুম রয়েছে, যা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিরাময়ে সহায়ক, এবং ওয়েট বাথ রয়েছে, যা পিঠের খিঁচুনি, স্পাইনাল ইনজুরি বা অন্যান্য সমস্যা চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। লুকাস বাথের ইতিহাস বলছে যে ১২ শতকে সেন্ট জনের নাইটরা এই তাপীয় জল ব্যবহার করতেন। আমরা শেষ দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লুকাস বাথে রিল্যাক্স করি।

বিকালে—মানে সূর্যাস্তের সময় যাই নৌভ্রমণে। দানিউবের ক্রুজে সন্ধ্যায় নৌভ্রমণে আমরা দেখলাম, কৃত্রিম আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে পার্লামেন্ট, চেইন ব্রিজ ও গেলার্ট হিল। পরদিন অর্থাৎ ২০ আগস্ট ন্যাশনাল ডে অব বুদাপেস্ট। এই নৌভ্রমণটি আমরা আগেই অনলাইনে বুকিং দিয়েছিলাম, মূল্য প্রায় ৩ হাজার ৫২০–৭ হাজার ৪১ হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট। এক ঘণ্টা ২০ মিনিটের ট্রিপে দুই ধরনের ড্রিঙ্কস সার্ভ করল। লেমনেড ছিল স্বর্গীয় স্বাদের, গরমের মধ্যে এত ভালো লেগেছিল! মার্গারেট আইল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হলো না পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার জন্য।

বুদাপেস্টের ঐতিহাসিক মেট্রো লাইন ১, যা ১৮৯৬ সালে চালু এবং ইউরোপের দ্বিতীয় প্রাচীনতম, তা সহ আধুনিক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা, মহাদেশীয় জলবায়ুর উষ্ণ গ্রীষ্ম ও ঠান্ডা শীত এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যজুড়ে জড়ানো ঐতিহাসিক ও আধুনিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এই শহর হয়ে উঠেছে মধ্য ইউরোপের এক অনন্য কেন্দ্র। থার্মাল বাথ সেবা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রঙিন রুইন বার—সব মিলিয়ে বুদাপেস্ট সত্যিই ইউরোপের এক অনন্য, অবমূল্যায়িত এবং অসাধারণ রাজধানী। নদীকেন্দ্রিক এক আধুনিক শহর।

আটলান্টিকের ঢেউ, অ্যাড্রিয়াটিকের হাওয়া- 'পায়ের তলায় তিল'

শেলী জামান খান

আমাদের ছোটবেলায় 'পায়ের তলায় তিল' খুব কাঙ্ক্ষিত একটা জিনিস ছিল। পায়ের তলায় এই বিশেষ চিহ্ন অর্জন করা নাকি যারপরনাই সৌভাগ্যের বিষয়। যার পায়ের তলায় তিল আছে, তার জীবন সমৃদ্ধশালী হবে এবং সে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবে—এই বিশ্বাসটাও খুব শক্ত ছিল।

প্লিজ, ডান পায়ে না বাম পায়ে তিল—এসব নিয়ে কেউ যেন আবার গোলযোগ পাকাবেন না। কারণ এমন একখানা তিল তৈরির চেষ্টা আমার শৈশবকালে বেশ খতরনাক হয়ে ধরা পড়েছিল। আমাদের যুগে আমরা আসলেই খুব সহজ-সরল ছিলাম কিনা... বোকাই বলা যায়। যাই হোক, এত সুন্দর পৃথিবীটা, একটু নড়েচড়ে, ঘুরেফিরে না দেখেই চলে যাবো? সেটা কি ঠিক হবে? শুধু পায়ের তলায় তিল নেই বলেই বোহেমিয়ানের মতো ঘুরে বেড়ানোর শখটুকু কখনোই পূরণ হবে না?

আমার ছেলেরাও বেড়াতে খুব ভালোবাসে। ভ্রমণ প্রসঙ্গ এলেই আমি তাদের জোরালো সমর্থন পাই। তারা বলে, "অবশ্যই, মাদার, অবশ্যই বেড়াতে যাবে। তোমাদের এখন অফুরন্ত অবসর। যতদিন শরীরে শক্তি আছে, সুস্থ আছো, পৃথিবী ঘুরে দেখো। শরীরের যন্ত্রপাতি বিকল হতে শুরু করলে আর এমন সুযোগ পাবে না।"

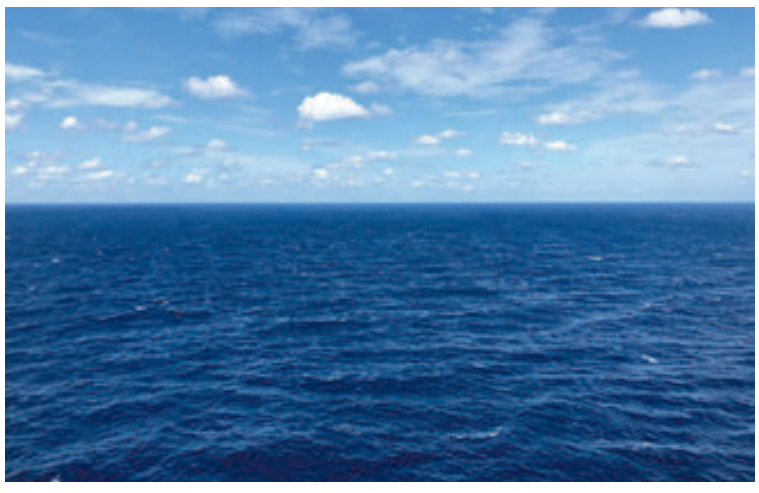
আমার আব্বা খুব ভ্রমণপিপাসু মানুষ ছিলেন। কিন্তু মাথার উপরে বিশাল পারিবারিক বোঝা বইতে বইতে তিনি তাঁর শখ সেভাবে পূরণ করতে পারেননি। আমিও উত্তরাধিকারসূত্রে আব্বার শখটুকু পেয়েছি। কিন্তু একটা কথা আছে না, 'বিধিবাম', আমার বেলায়ও তাই। এমন একজন মানুষের সাথে জীবনযাত্রা শুরু করেছি, যাকে 'ইনডোর প্লান্ট' বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি ঘরে সতেজ থাকেন, বাইরে গেলেই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সমঝোতা করতে গিয়ে নিজের সাধ-আহ্লাদকে বরাবরই জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। এখন বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছি। আর তো সময়ও নেই। আর কত নিজের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দেওয়া যায়?

বড় ছেলে সুমিত ভাইকিং ক্রুজ কোম্পানিতে কাজ করে। অনেকদিন ধরেই সে বলছিল, ক্রুজ করে ইউরোপে একটা ট্যুর করতে। পরিবার হিসেবে আমরা সেখানে অর্ধেক মূল্যে ভ্রমণের সুযোগ পাবো। সুতরাং সুযোগ মিস করা বোকামি। ছোট ছেলে অমিতও উৎসাহিত করলো। কিন্তু সাগরভীতির কারণে আমি নিজেই একটু গড়িমসি করছিলাম। পানিতে দম আটকে মরতে আমার বড় ভয়। কেবলই মনে হয়, মৃত্যুকালে অন্তত চারদিক দেখেশুনে, নিঃশ্বাস ফেলে মরতে পারলে ভালো হয়। যেহেতু সাঁতার জানি না। আমার জন্য সাগর যা, পুকুরও তাই। দুটোই মৃত্যুকূপ। সুতরাং নিজেকে বোঝালাম, 'ডরো মাত। কুছ নেহি হোগা। জিন্দেগি এক সফর কা নাম হ্যায়। জব সফর খতম হোগা, তুমকো চলে জানা হোগা। যা 'সিমরান', যা। জি লো, জিন্দেগি কো।'

সুতরাং জিন্দেগি জিনে কে লিয়ে জোরেশোরে সাগরযাত্রার আয়োজন শুরু হলো। প্লেন, জাহাজ, ইতালির বিশেষ শহরগুলোতে ইনক্লুডেড ট্যুর, রেস্তোরাঁয় ডিনার, সব ধরনের বুকিং শেষ করে, সমস্ত ভ্রমণ পরিকল্পনার খুঁটিনাটি, মাস, দিন, ক্ষণ একটা ছোট ডায়েরিতে লিখে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে রোম যাবো। রোম বিমানবন্দর থেকে ভাইকিংয়ের লোকেরা আমাদের পিকআপ করবে। জাহাজে তুলে নিয়ে যাবে ইতালির মোট পাঁচটা বিখ্যাত শহরে। আট দিনে আমরা পর্যায়ক্রমে নেপলস, মেসিনা, ক্রোটন এবং বারিতে যাবো। বারির পর আমরা যাবো ক্রোয়েশিয়ার উপকূলীয় শহর সিবেনিক। শেষ গন্তব্য ভেনিস। পরের দিন ভাইকিংয়ের নির্ধারিত বাস আমাদের এয়ারপোর্টে ড্রপঅফ করবে। গুডবাই জানাবে।

ইতালি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে করতেই আমার মাথায় এলো, 'যেহেতু ভেনিস পর্যন্ত যাচ্ছি, তাহলে ভেনিস থেকে আমরা কেন বিলেত পাড়ি দেই না? ইশ! আমার কৈশোরের লালিত স্বপ্নটা কীভাবে এতদিন, এই আটপৌরে জীবনের যাঁতাকলে চাপা পড়ে ছিল। একটু উসকে দিতেই জ্বালামুখ থেকে স্বপ্নরা ভুসভুস করে উদ্গীরণ শুরু করলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোতে শফিক রেহমানের 'যায় যায় দিন' কত আগ্রহ নিয়েই না পড়তাম। মঈন-মিলার ফোনালাপের সংলাপগুলো কী তুমুলভাবেই না আমাদের আলোড়িত করেছিল। এরশাদ আমলে 'যায় যায় দিন' বন্ধ হয়ে গেলো। মঈন-মিলাও হারিয়ে গেলো। বেশ কিছুদিন আগে সেই মঈন-মিলার কাহিনীকে উপজীব্য করেই একটি গল্প লেখা শুরু করেছিলাম। মঈন যেহেতু ঢাকা-বিলেত আসা-যাওয়া করতো, ইচ্ছে ছিল মিলাকেও বিলেতে নিয়ে, মঈনের মুখোমুখি করে গল্পের সমাপ্তি টানবো। কিন্তু নিজে সরেজমিনে বিলেত না দেখে বিলেতের দৃশ্য সাজানো একটু কঠিন। তাই বিলেত যাওয়ার প্রতীক্ষায় আমার



গল্পটাও ওখানেই থেমে গিয়েছিল।

ছোটবোন সালমা দীর্ঘদিন ধরে লন্ডনের বাসিন্দা। দুই সন্তান বিয়েশাদি করে নিজেদের মতো সংসার করছে। সালমারাও আমাদের মতোই এমটি নেস্টার। ইস্ট লন্ডনের বার্কিংয়ে ওদের তিন বেডরুমের বড়সড় বাড়ি। ও উৎসাহিত হয়েই আমন্ত্রণ জানালো। সুতরাং নো চিন্তা, ডু ফুর্তি। ভেনিস টু লন্ডনের টিকেটও কাটা হয়ে গেলো। বিলেতে আমরা থাকবো তিন সপ্তাহ! হুররে!

ভ্রমণ-আয়োজন কমপ্লিট। কেবল যাত্রার অপেক্ষা। হঠাৎ করেই 'স্টার প্রিন্সেস' নামক এক জাহাজে নোরোভাইরাস আউটব্রেকের খবরটা কানে এলো। ৪,৩০৭ জন যাত্রীর মধ্যে ১৪১ জন এবং ১,৫৬১ জন ক্রুর মধ্যে ৫২ জন ভাইরাসে আক্রান্ত। ভাবলাম, আচ্ছা, দেখাই যাক কী হয়! সবে মার্চ মাস। আমরা যাবো আগস্টে। এখনো ঢের দেরি।

খবরটা ধামাচাপা পড়তে না পড়তেই, জুন মাসে 'রুবি প্রিন্সেস' নামে আরেকটা ক্রুজে ব্যাপকভাবে ভাইরাস সংক্রমণের খবর চাউর হলো। সান ফ্রান্সিসকো থেকে আলাস্কা-কানাডা রাউন্ড ট্রিপের ক্রুজটিতে ৩,০৩২ জন যাত্রীর মধ্যে ১০২ জন এবং ১,১৪৪ জন ক্রুর মধ্যে ২৩ জন—মোট ১২৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। উপসর্গ ছিল বমি ও ডায়রিয়া। ২৮ জুন খবরটি CDC-কে রিপোর্ট করা হয়। সেই একই ভাইরাস। মনটা দমে গেলো। তারপর জুলাই মাসে National Geographic Sea Bird জাহাজে পেটের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার খবরে আমরা আসলেই নড়েচড়ে বসলাম। করোনা মহামারির ভয়াবহ স্মৃতি আমাকে আক্রান্ত করলো।

কনসেশন রেটে টিকিট কাটার পরও সব মিলিয়ে ডলারের অংকটা আমাদের জন্য খুব একটা কম ছিল না। প্রায় আট হাজার ডলারের ধাক্কা। বলাবাহুল্য, আমি একটু মুষড়েই পড়লাম। এতগুলো টাকা এবং জীবনের ঝুঁকি। ছেলেরা অভয় দিলো, "মা ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আগস্ট আসতে এখনো দেরি আছে। তাছাড়া পরিস্থিতি তেমন খারাপ হলে ক্রুজ কোম্পানি ট্যুর বন্ধ করে টাকা ফেরত দেবে। কিংবা ওরা ডিপোজিট ধরে রেখে পরিস্থিতি ভালো হলে নতুন করে বুকিং ইস্যু করবে।"

এদিকে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনরাও তাদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগলেন। কেউ কেউ না যাওয়ার পরামর্শও দিলেন। আমার সহযাত্রীও না যাওয়ার টালবাহানা শুরু করলেন। এমনিতেই বেড়ানোর নামে তার গায়ে জ্বর ওঠে। এখন তো আরও ঢোলে বাড়ি।

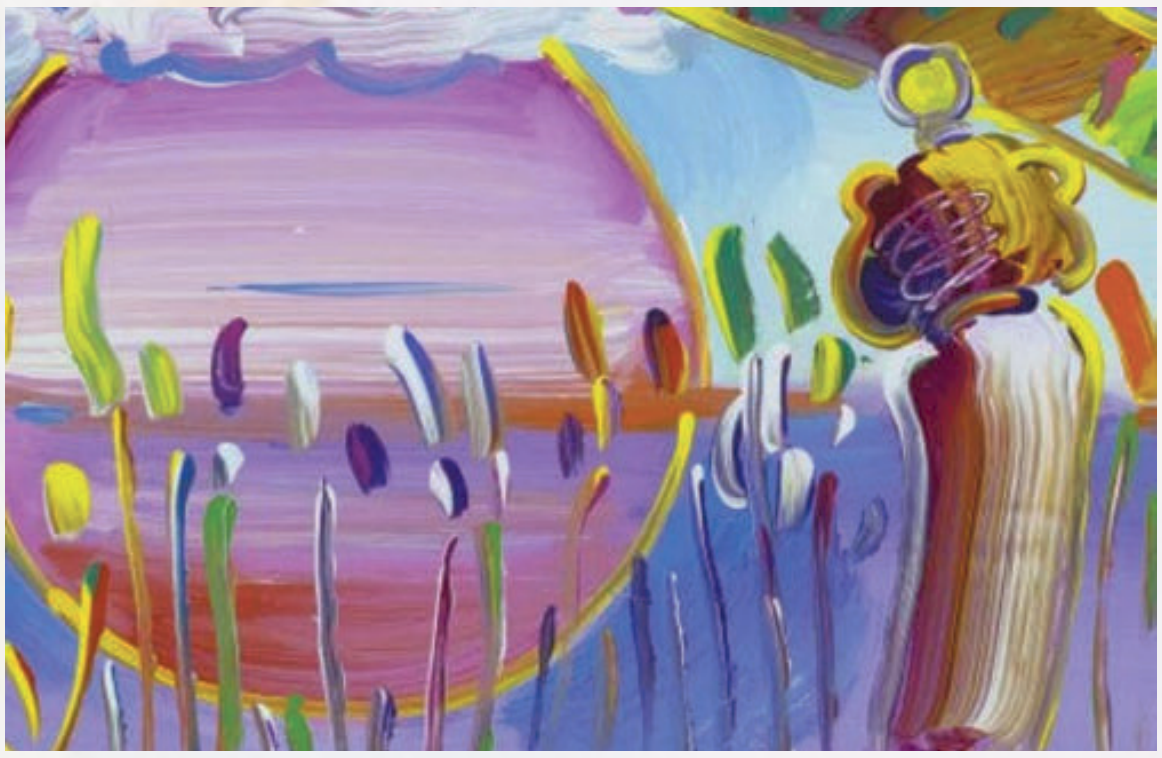
এদিকে জুলাই আসতেই 'ভাইকিং সি' ক্রুজ কর্তৃপক্ষ ইমেল চালাচালি শুরু করে দিলো। তারা স্বাগত এবং শুভেচ্ছাবাণী পাঠাতে শুরু করলো। যাত্রার জন্য কী কী করণীয়, কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন, তা স্মরণ করিয়ে দিলো। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কোনো বিধিনিষেধ থাকলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সার্জেশন, লেবেলকৃত অরিজিনাল প্যাকেটে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, সাথে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বহন করার নানাবিধ উপদেশ এবং রিমাইন্ডার এলো পরপর কয়েকটি ইমেইলে। পাসপোর্ট এবং প্রিন্ট করা ভিসা সাথে রাখার জরুরি পরামর্শ এলো। ক্রেডিট কার্ডের পাশাপাশি খুচরো ইউরো রাখার পরামর্শসহ এমন কোনো টুকিটাকি বিষয় বাকি রইলো না, যা ভাইকিংয়ের নজরদারি এড়াতে পারে। আমরা আশ্বস্ত, বিস্মিত এবং মুগ্ধ হলাম। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আমাদের দুজনের লাগেজের জন্য লাল চামড়ার উপরে সাদা অক্ষরে ভাইকিং লেখা সুদৃশ্য ট্যাগ এবং নিজেদের বুকে লাগানোর জন্য নেইমট্যাগ এলো। রোমের এয়ারপোর্টে আমাদেরকে সহজেই যাতে শনাক্ত করা যায়, তার জন্য এই ব্যাপক আয়োজন।

দেখতে দেখতে জুলাইও শেষ হয়ে এলো। হাতে সময় খুব কম। মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে, সাত তাড়াতাড়ি বোনের পরিবারের জন্য কিছু উপহারসামগ্রী কিনলাম। অভিজাত একটা ক্রুজে যাবো, সেইমতো পোশাকআশাক প্রয়োজন। তাই নিজেদের জন্যও কিছু পোশাকআশাক কেনা হলো। সুমিত বললো, "ভাইকিং সি'র যাত্রীরা মোটামুটি ধনী এবং অভিজাত শ্রেণীর। যারা রুচিশীল, শান্ত পরিবেশে নির্বিঘ্নে, নিরিবিলিতে অবকাশ যাপন করতে চান, এমন মধ্যবয়স্ক এবং অবসরপ্রাপ্ত বুড়োবুড়ির সংখ্যাই বেশি। অন্যান্য বড় ক্রুজের মতো ওখানে ক্যাসিনো, ওয়াটার স্লাইড, ভিড়ভাট্টা, হট্টগোল থাকবে না। আশা করি তোমাদের জন্য যাত্রাটা আরামের এবং উপভোগ্য হবে।"

ছয় মাস আগেই টিকেট কাটা। সমস্ত পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই কাগজের ডায়েরিতে, আইপ্যাডে টুকে রাখা। পরিকল্পনা মাফিক ফ্রিজের খাবারদাবার, বাজারসদাই প্রায় শেষ করে, ঘরদোর পরিষ্কার করে, সবকিছু গুছিয়ে আমরা এক মাসের ভ্যাকেশনের জন্য প্রস্তুত।

অমিতের ছুটি থাকায় আগের দিন সে আমাদের বাসায় চলে এলো। আমরা একসাথে ফেয়ারওয়েল ডিনার খেলাম। শেষবারের মতো চেকলিস্ট ধরে প্রয়োজনীয় সবকিছু নেওয়া হয়েছে কিনা, কোনো কিছু ভুল হলো কিনা পরীক্ষা করা হলো।

আগস্টের তিন তারিখ সকালে, ব্রেকফাস্ট সেরে, ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমরা জেএফকে'র উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।



প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.)

মুহা. জিহাদুল ইসলাম

যখন তমসাচ্ছন্ন ছিল পুরো বসুধা,
জ্যোতিরেণুর পদাঙ্কও ছিল না কোথাও।
অসভ্যতা-বর্বরতা-অমানবিকতার স্বর্গরাজ্য
হয়ে উঠেছিল প্রতিটি অঞ্চল।
মানব ছিল মানবের দাস; মানবী—দাসী।
মানবীর ছিল না কোনো মানবীয় মান,
হয়েছিল ভোগ্যপণ্য। তনয়া ছিল জনকের
পাওয়া এক অসহ্য অভিসম্পাত।
তখন আরবের বুক চিরে, জ্যোতির প্রদীপ নিয়ে
আমেনা মায়ের গৃহে এসেছিলেন এক মহামানব।
যাঁর আগমনে বসুধা সেজেছিল নতুন সাজে,
গেয়েছিল পুলকের গান, পেয়েছিল জ্যোতি,
কেটেছিল সকল অমানিশা-তমসা-আঁধার।
তিনি মানবতার কাণ্ডারী, জ্যোতির দিশারী,
স্রষ্টার মহান দূত, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)।

শেষ উচ্চারিত শব্দে

আহসান জামান

শেষ উচ্চারিত শব্দরা ক্রমশ অস্পষ্ট
হয়ে যায়, তলিয়ে যায় অন্ধকারে
গড়িয়ে পড়া সন্ধ্যার মতো একা।

শেষ উচ্চারিত শব্দে মিনতির স্বর
হারিয়ে যায় হাওয়ার বুদবুদে।

শেষ উচ্চারিত শব্দে লেখা থাকে
নিজস্ব নিঃসঙ্গতার গল্পগুলো
বেদনাগ্রস্ত আর্তনাদ। অসংখ্য
হাহাকার ভীষণ কষ্টে আলাদা
হয়ে যায় নিতান্ত একেলা।

স্নানরত রাতগুলো

ফজলুল হক সৈকত

ক'গোছা পাতা পড়ে আছে ফ্লোরে শাকের মতো
তোমার শাড়ির পাড়ের মতো- কী সবুজ!

তুমি কি শাড়ি পরেছিলে সেদিন
না-কি ওড়নার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলে
দু-দুটো বিপুল বিস্ময়?

তোমার আঙুলের ব্যথা কেমন এখন
খেতে বসলে মোটা হচ্ছো বলে খোঁটা দেয় কেউ এখনো?
এখনো কি তুমি রাতের আঁধারে মুখ লুকিয়ে কান্না করো?
এখনো কি তুমি ভেসে বেড়াও কোনো কবির
কল্পনার নবীন নায়ে?

সামার পেরিয়ে আরেক সামার আসে
গরমের রাতে ঝড় নামে প্রবল
তোমার নামে বাদল নামে
জানালার ভারী পর্দাগুলো নেচে নেচে স্থির হয়
পোষা বেড়াল চুপিচুপি অভিসারে যায়
শীতল হয়ে গোপনে ফিরেও আসে
কেবল তোমার জন্য প্রতীক্ষা শেষ হয় না!

তুমি চিবুকে হাত রাখলে
তোমার চোখের পাশ বেয়ে মাতাল চুল নিচের দিকে
নেমে এলে ভেতর থেকে নিজেকে হারিয়ে ফেলি;
তোমার বাসন্তী ব্লাউজে মোড়া নরম বাহুতে
ডুবে থাকি আমি গোপনে!

চিকচিক পানিতে স্নান করি
একবার। আরেকবার। বারবার!

আমি এখন-কবিতার

শাখাওয়াত তানভীর

গোলাপ নিয়ে খেলছ কী অপার!
কার গলায় পরাবে ফুলহার?
সে তোমার, তুমিও তার
গোলাপ তো আমার;
বলো, আমি কার?
নিঃসঙ্গতার?

অতঃপর একা পেয়ে গোলাপবনে
শব্দেরা নিয়ে গেল সঙ্গোপনে
আমি এখন—তমসার
কবিতার!

নানার দেয়া দড়িটা

দ্বীপ সরকার

মা'র বয়স বাড়ছে—এটা মানতে পারি না
মা যেন চিরকাল লকলকে কাঁচা থাকে।

আমি ভয় পাই, বৃক্ষটি এত দীর্ঘ হচ্ছে কেন
কী কাজ এত দীর্ঘকায়?
পিলপিল পিলপিল করে এভাবে বড় হচ্ছ,
বয়স কি সে রকম বড় হচ্ছে?
আমি চাই তুমি দীর্ঘ হও—কিন্তু বয়স নয়।

মা, তুমি জানো? নানা একখান শক্ত দড়ি দিয়েছিল
দড়ি খেলার জন্য,
কিন্তু গোপনে তোমার বয়স বেঁধে রেখেছি সেই দড়িতে।

একদিন হঠাৎ অ্যাজমার টান বেড়ে গেলে
মাকে ডাক্তারের কাছে নিই।
ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, বয়স কত?
আমি মা'র দিকে দু-তিনবার তাকিয়ে বললাম,
'এই বড়জোর পঞ্চান্ন।'
ডাক্তার মেজাজ বিগড়ালেন,
'এই বৃদ্ধ মহিলার বয়স খালি পঞ্চান্ন বছর হয়?
আপনি বয়স লুকোচ্ছেন কেন?'
'না স্যার, আপনার মন যা চায় লেখেন।'

সেদিন বুঝেছি, সত্যি আমার মা'র বয়স বেড়েছে—
নানার দেওয়া দড়িটায় বয়স আটকাতে পারিনি।

শূন্য কোলাহল

মোস্তফা হক

শুকনো মর্মরিত পাতা সবুজ স্বপ্নে ঋদ্ধ হলে
কার কী আসে যায়? যখন আঁধার কেঁদে ওঠে,
মায়ের কোটর থেকে অংশের ব্যবচ্ছেদ হলে,
তবুও মাংসল পাখিদের ডানায় জাগে লোভ।

অবক্ষয়ে একদিন খসে যাবে মুখোশের রং,
তারপর? তারপর কে দাঁড়াবে উত্তাল আয়নায়?
পলাতক বোধ শ্বেতপত্র লেখে ভুল ঠিকানায়,
যেখানে আমরা ছিলাম, সেখানে শূন্য কোলাহল।

বর্ষার ব্রতে শরৎ হাসে

রফিকুল ইসলাম

শরৎ আসবে বলেই
আষাঢ়-শ্রাবণ দুটি মাস কেঁদেছে ব্রতের মতো—
ব্রততী কন্যার চোখের জলে ধুয়েছে উঠান,
যেমন পার্বতী কেঁদেছিল শিবের তপস্যায়;
এমনি করেই কেঁদেছে অনন্তকাল—
নিভৃত বুকে বুনেছে কাশফুলের চামর,
নদীর বুকে শুভ্র শাপলা, ভাটিয়ালি সুর।

এই কান্নার রহস্য বুঝতে হলে
একবার যেতে হবে তৃষার দেশে,
যেখানে মানুষের দীর্ঘশ্বাস থেকে মেঘের জন্ম হয়।

কালো অধ্যায়

শ্যামল বণিক অঞ্জন

রংগুলো ক্রমশই ফিকে হয়ে যাচ্ছে;
শতবর্ষী স্থাপনার মতো খসে পড়ছে সবকিছু,
সুনশান নীরবতার আঁধারে ডুবে যাচ্ছে চারপাশ,
অযাচিত আবর্জনায় ঢেকে গেছে মায়াময় উঠোন।
উৎকট পূতিগন্ধময় পরিবেশ—
নিরাপদ আবাস খুঁজে নিয়েছে বিষাক্ত কীটপতঙ্গ,
শিকারি প্রাণীর সক্রিয়তায় আতঙ্ক বাড়ছে ক্রমশ,
ধূর্ত শেয়ালের বৈঠকখানায় কাঁদছে বিচারের বাণী।
অতঃপর—
একটি কালো অধ্যায়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে—
চিৎকার করছে নতুন প্রজন্মের ইতিহাস।

ক্ষুধা, ক্ষমতা ও অন্ধকার

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

নেমে আসে বিপ্লবের রক্তমাখা ক্লান্ত দুপুর,
গ্যাসহীন চুলা আর বিদ্যুৎহীন তারগুলো
স্বপ্নভাঙা চোখে আঁকে হাভাতের করুণ চিত্র।
মানুষের দীর্ঘশ্বাস বিক্রি হয় বাজারদরে,
নৈরাজ্য যেন পথহারা নদী, কখনো বাঁধ ভাঙে;
কখনো মানুষের বুকে ঢুকে ভাঙন তোলে।
দুর্নীতি এক অদৃশ্য অক্টোপাস—
তার শুঁড় জড়িয়ে থাকে দপ্তর, ক্ষমতা, উন্নয়ন,
এমনকি ক্ষুধার্ত মানুষের শেষ ভাতের থালায়।
বাজার এখন এক নিষ্ঠুর জাদুঘর,
যেখানে চাল-ডাল-তেল কাচের ভেতর বন্দী।
আর সাধারণ মানুষের মজুরি
নিচে পড়ে থাকে ছেঁড়া স্যান্ডেলের মতো।
মবের উন্মত্ততা কিছু মানুষের চোখে-মুখে
সভ্যতার সব প্রদীপ নেভানোর কালো নেশা।
যেদিন সততার হাত ধরবে সাহস,
যেদিন মানুষের চেয়ে ক্ষমতা ছোট হবে,
সেদিনই দেশ শিখবে মানুষের মতো বাঁচতে।

পাত্র ভরা একটি বিকেল

দীপক মণ্ডল

মরুভূমি, উটের গ্রীবায় উর্বশী বিকেল,
পাখির ডানায় অভিমানী রোদ দিশেহারা।

বালিঝড়, পোকার পায়ের ছাপে আলপনা...
ছবি খুঁটে খুঁটে তুলে ব্যাগে ভরে রাখে পর্যটক।

মেয়ের মা বাক্যহারা, মেয়ে বলে—
সোনা... সোনা... সোনার বালি...
নাচে উচ্ছ্বসিত।

পাত্র ভরা একটি বিকেল শেষে
সারি সারি উট ফিরে যায় আস্তাবলে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি



সেলিম-আলী পরিষদের



কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL



মোঃ উজ্জল বিপুল

মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL

প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com



COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

RESTORATION HOMECARE AGENCY



আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর

সেবা সমূহঃ LHSCA PCA

RESTORATION HOMECARE AGENCY

রিষ্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

HEAD OFFICE

170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 24 September 2026, 10th Year, Issue 497

বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৯ আশ্বিন ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৭



প্রশ্ন রিজভীর

জ্বালানিসংকটে বিরোধী দলের ৪৫০ গাড়ির লংমার্চ

ঢাকা ডেস্ক



রুহুল কবির রিজভী

দেশে জ্বালানি সংকটের মধ্যে ৪৫০টি গাড়ি নিয়ে ১১ দলীয় জোটের রংপুর অভিমুখী লংমার্চের সমালোচনা করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, বৈশ্বিক জ্বালানিসংকটের বাস্তবতা বিবেচনায় না নিয়ে শুধু সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়া সমীচীন নয়। বিরোধী দলগুলোকে এ বিষয়ে বাস্তবমুখী চিন্তা করার আহ্বান জানান তিনি।

মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন রিজভী। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট এ সভার আয়োজন করে।

যমুনা সেতুর টোল আদায়ের তথ্য উল্লেখ করে রিজভী বলেন, সাশ্রয়ের কথা বলে রাজনীতি করা দলগুলো রংপুরে প্রায় ৪৫০টি গাড়ির বহর নিয়ে গেছে। এতগুলো গাড়িতে যে পরিমাণ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

আবাসন বাজারে হতাশা

আমেরিকায় ৭% ছাড়াল মর্টগেজের সুদ

এইচ বি রিতা

যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ বছর মেয়াদি ফিক্সড মর্টগেজ ঋণের গড় সুদের হার চলতি সপ্তাহে বেড়ে ৭.২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত দেড় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেকর্ড উচ্চতায় থাকা বাড়ির দাম। সব মিলিয়ে লাখ লাখ আমেরিকানের জন্য নিজের একটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক ট্রেড ফেয়ার ও চেম্বার বিজনেস এক্সপো উদ্বোধন

নিউইয়র্ক

ডেস্ক রিপোর্ট

ম্যানহাটনে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে পঞ্চম নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড চেম্বার অ্যানুয়াল বিজনেস এক্সপো ২০২৬। ১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৯টায় বরো অব ম্যানহাটন কমিউনিটি কলেজের ১৯৯ চেম্বার্স স্ট্রিটের মিলনায়তনে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, প্রদর্শক, চেম্বার প্রতিনিধি ও পেশাজীবীরা অংশ নেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

উদ্যোক্তা

নির্মাণ থেকে মানবসেবা

তরুণ ফয়সাল আজিজের সফলতার গল্প

উত্তর আমেরিকা অফিস



ফয়সাল আজিজ

নিউইয়র্ক শহরে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নতুন কিছু গড়ার স্বপ্ন দেখেন। তবে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন অল্পসংখ্যক মানুষই। মেধা, প্রজ্ঞা, নেতৃত্বগুণ ও দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে দুই ভিন্ন অঙ্গনে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন তরুণ উদ্যোক্তা ফয়সাল আজিজ। যিনি একজন সফল হেলথকেয়ার এডমিনিস্ট্রেটর, বিজনেস এক্সিকিউটিভ এবং ইনফোস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল। তার পেশাগত জীবনের দুটি প্রধান ক্ষেত্র হোম হেলথ কেয়ার ইনফোস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। ক্ষেত্র দুটি আলাদা হলেও তার লক্ষ্য একটাই, মানুষের জীবনকে আরও নিরাপদ, সুন্দর ও সম্মানজনক করে তোলা।

ফয়সাল আজিজের পেশাগত যাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এনওয়াই হোম কেয়ার। তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করার পর থেকেই এনওয়াই হোম কেয়ার দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটি নিউইয়র্কের অসংখ্য মানুষের কাছে একটি পরিচিত ও বিশ্বস্ত হোম হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

ফয়সাল আজিজ বুঝতে পেরেছিলেন, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী সাউথ এশিয়ান এবং সংখ্যালঘু কমিউনিটির অনেক প্রবীণ, অসুস্থ ও শারীরিকভাবে দুর্বল মানুষ প্রয়োজনীয় হোম কেয়ার সার্ভিস পেতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। ভাষাগত পার্থক্য, সংস্কৃতিগত দূরত্ব, স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, ইন্সুরেন্স ও কেয়ার প্ল্যান-এর জটিলতা এবং নিজের প্রয়োজন সঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারা। এসব কারণে অনেক মানুষ প্রয়োজন থাকার পরও যথাযথ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

তার লক্ষ্য ছিল এমন একটি হোম হেলথ কেয়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যেখানে একজন মানুষকে শুধু একটি ক্লায়েন্ট নাম্বার হিসেবে দেখা হবে না। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই ভাবনা থেকেই ফয়সাল আজিজ এনওয়াই হোম কেয়ারে-এ একটি ভীন্নরকম মডেল গড়ে তুলেছেন। এই ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী মানুষ নিজের পরিচিত ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে প্রয়োজনীয় যত্ন ও সহায়তা পেতে পারেন।

ফয়সাল আজিজ শুধু একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেননি। তিনি এমন একটি সেবাব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, যেখানে প্রফেশনাল-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবিকতা, সম্মান ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১



















সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com